স্বামী বিবেকানন্দ

তৃতীয় খণ্ড।

সমুদ্র-পথে।

জাহাজে উঠিয়া স্বামিজী প্রথম প্রথম জিনিষপত্র লইয়া বড়ই বিব্রত হইলেন। লেংটী-কৌপীন-মাত্র-সহায় সন্ন্যাসীর পক্ষে ট্রাঙ্ক, পোর্টম্যান্টো, বিছানাপত্র প্রভৃতি সাম্‌লান যেন একটা মহা হাঙ্গামা। যাহা হউক তিনি ক্রমশঃ উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই অন্যান্য যাত্রীদের সহিত বেশ আলাপ জমাইয়া লইলেন। সকলেই এই উজ্জ্বলবদন, গৈরিকধারী, মৃগেন্দ্র-তুল্য-বিচরণশীল বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে প্রীতির সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন সাহেবও মাঝে মাঝে সময় পাইলে তাঁহার নিকট আসিয়া গল্পগুজব করিতেন ও এঞ্জিনের কলকব্জা হইতে আরম্ভ করিয়া জাহাজের প্রত্যেক স্থান ও প্রতি বিষয় তাঁহাকে যত্নসহকারে দেখাইতেন ও বুঝাইতেন। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভিন্ন দেশবাসী। স্বামিজী এই সকল বিদেশীয় লোকদিগের সহিত কি করিয়া চলাফেরা করিতে হয় প্রথমে তাহা কিছুই জানিতেন না, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই সব শিখিয়া লইলেন। কয়েকজন যাত্রীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্বও জন্মিল, তাঁহাদের মধ্যে কনকতক ছিলেন জর্ম্মন।

সপ্তাহকাল মধ্যে জাহাজ কলম্বো বন্দরে পৌঁছিল এবং সারাদিন সেখানে রহিল। এই সুযোগে স্বামিজী জাহাজ হইতে নামিয়া সহর দেখিতে গেলেন এবং বেড়াইতে বেড়াইতে অবশেষে একটী বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বুদ্ধদেবের বিস্তর প্রতিকৃতির মধ্যে তাঁহার নির্ব্বাণলাভকালীন একটি বিরাট অর্দ্ধশায়িত মূর্ত্তি তাঁহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। তিনি মন্দিরের পুরোহিতগণের সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা সিংহলী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা না জানায় সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র কান্দী সহর কলম্বো হইতে ৮০ মাইল দূর। স্বামিজীর সেখানেও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় সংক্ষেপ বলিয়া হইয়া উঠিল না। তিনি দেখিলেন পুরোহিত সম্প্রদায় ব্যতীত সিংহলের স্ত্রী-পুরুষ সকল বৌদ্ধ গৃহস্থই মৎস্য মাংসভোজী এবং তাহাদের পরিচ্ছদ ও আকৃতি মান্দ্রাজীদের মত। তিনি তাহাদের ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তবে উচ্চারণ শুনিয়া বোধ হইল উহা তামিলের অনুরূপ।

ইহার পর জাহাজ মালয়ের রাজধানী পেনাংএ গিয়া থামিল। পেনাং খুব ক্ষুদ্র সহর বটে, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মালয়-বাসীগণ সবই মুসলমান। প্রাচীনকালে তাহারা বিখ্যাত জলদস্যু ছিল ও বণিককুলের ভীতি উৎপাদন করিত, কিন্তু বর্ত্তমান কালের রণতরীস্থিত বৃহৎ বৃহৎ কামানের ভয়ে তাহারা দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছে।

পেনাং হইতে সিঙ্গাপুর। পথে যাইতে যাইতে কাপ্তেন সাহেব সুমাত্রাদ্বীপের উচ্চ পর্ব্বতগুলি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন

ও বলিলেন পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে বোম্বেটীয়াদিগের আড্ডা ছিল। সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়া স্বামিজী বটানিকাল গার্ডেন দেখিতে গেলেন। তথায় বিবিধ তালজাতীয় বৃক্ষ (Palm) ও পান্থপাদপ (Travellers' Palm) অপর্য্যাপ্ত। আর এক প্রকার বৃক্ষ সর্ব্বত্র দেখিতে পাইলেন—তাহার ফল হইতে রুটীর ন্যায় খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইংরাজীতে উহাকে (Bread-fruit tree) রুটীফলের গাছ বলে। ভারতবর্ষে আম্রের ন্যায় এখানে 'ম্যাঙ্গোষ্টিন' ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কিন্তু স্বামিজী বলিয়াছেন আম্রের তুলনা নাই। মান্দ্রাজের ন্যায় এই স্থানও বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী, কিন্তু এখানকার লোকেরা মান্দ্রাজীদিগের অপেক্ষা অনেক ফরসা। সিঙ্গাপুরে একটি সুন্দর চিত্রশালা বা মিউজিয়ম আছে। এখানকার ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের চরিত্রের প্রধান অঙ্গ পানদোষ ও লাম্পট্য।

তারপর জাহাজ হংকং বন্দরে পৌঁ[illegible]হার বিবরণ স্বামিজী যেরূপ দিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হংকংএ আসিলে বুঝা যায় এইবার সত্যই চীনে আসিয়াছি—চীনের ভাব এখান হইতেই এত অধিক। দেখা যায় সকল কার্য্য, ব্যবসা বাণিজ্য চীনাদেরই হাতে। যেই জাহাজ কিনারায় নঙ্গর করে অমনি শত শত চীনা নৌকা আসিয়া ডাঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে। এই নৌকাগুলির একটু বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া হাল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকায় বাস করে। হালে প্রায় মাঝির স্ত্রীই বসিয়া থাকে এবং একটি হাল হাত দিয়া ও অপরটি পা দিয়া চালায়। আর অনেক সময় দেখা যায় তাহার পিঠে একটি কচি ছেলে বাঁধা, অথচ সে

তাহার হাত পা বেশ নাড়িতেছে। দেখ্‌তে বড় মজা। চীনে খোকা মায়ের পিঠে দিব্যি নড়িতেছে চড়িতেছে, মা ওদিকে প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা চালাইতেছে, ভারী ভারী বোঝা সরাইতেছে কিংবা খুব ক্ষিপ্রতার সহিত এক নৌকা হইতে আর এক নৌকায় লাফাইয়া যাইতেছে। নৌকা ও ষ্টীমারের এত ভিড় যে প্রতিমুহূর্ত্তেই টিকিসমেত চীনে খোকার মাথাটি একেবারে গুঁড়ো হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। খোকার কিন্তু সেদিকে খিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। সে এই মহাব্যস্ত কর্ম্মজীবনের কোনও ধার ধারে না। কর্ম্মোন্মত্তা মাতা তাহাকে মাঝে মাঝে দু'এক টুকরা পিঠা দিতেছে, সে তাহারই রসাস্বাদনে রত!

চৈনিক শিশুকে দার্শনিক বলিলেই হয়। কারণ আমাদের দেশের শিশু যখন ভাল করিয়া হাঁটিতে শিখেনা সেই বয়সে সে দিব্য কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুরে ফিরে। অভাব যে কি বস্তু তাহা ঐ বয়সেই তাহার বোধগম্য হইয়াছে। চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতার সোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দারিদ্র্যই তাহার এক প্রধান কারণ। নিত্য অভাব ও দারিদ্র্যে পেষণে সে আর কিছু ভাবিবার অবসর পায় না।

হংকং বড় সুন্দর সহর—কতকটা পর্ব্বতের পার্শ্বভাগে ও কতক উপরিভাগে অবস্থিত—উপরের অংশটা বেশ শীতল। ট্রাম পাহাড়ের গা বাহিয়া খাড়া উপরে উঠিয়া থাকে এবং বাষ্প ও তারের দড়ির সাহায্যে চলে।

আমরা হংকংএ তিন দিন রহিলাম। তথা হইতে ক্যাণ্টন দেখিতে গিয়াছিলাম। হংকং হইতে একটি নদীর উৎপত্তি স্থানের

দিকে ৮০ মাইল যাইলে ক্যাণ্টনে যাওয়া যায়। নদীটি এত চওড়া যে খুব বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। অনেকগুলি চীনা জাহাজ হংকং ও ক্যাণ্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমরা বৈকালে একটি জাহাজে চড়িয়া পরদিন প্রাতে ক্যাণ্টনে পৌঁছিলাম। কি হৈ চৈ! কি জীবনের চিহ্ন! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেলে দিয়েছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়ে যাবার নৌকা নয়—হাজার হাজার নৌকা রয়েছে—গৃহের মত বাসোপযোগী। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি সুন্দর ও বৃহৎ, বাস্তবিক সেগুলি দোতালা তিনতালা বাড়ীর মত, আবার চারিদিকে বারাণ্ডা দেওয়া। বাড়ীগুলি সব জলে ভাসিতেছে অথচ তাহাদের মধ্য দিয়া যাতায়াতের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

আমরা যেখানে নাবিলাম, সেই জায়গাটুকু চীন গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিকদিগকে বাস করিবার জন্য দিয়াছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে, নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক মাইল ব্যাপিয়া এই বৃহৎ সহর অবস্থিত—এখানে অগণ্য মনুষ্য বাস করিতেছে, জীবন-সংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে—প্রাণপণে জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে। মহাকলরব—মহাব্যস্ততা! কিন্তু এখানকার অধিবাসীসংখ্যা যতই হউক, এখানকার কর্ম্মপ্রবণতা যতই হউক, আমি ইহার মত নোংরা সহর দেখি নাই—তবে ভারতবর্ষে কোন সহরকে নোংরা বলিলে যাহা বুঝায় সে হিসাবে নয়, কারণ চীনেরা ত এতটুকু ময়লা পর্য্যন্ত বৃথা নষ্ট হইতে দেয় না! আমি বলিতেছি চীনেদের গা থেকে যে বিষম দুর্গন্ধ বেরোয় তাহারই কথা। তারা যেন প্রতিজ্ঞা করেছে কখন স্নান

কর্‌বে না। বাড়ীগুলি সব এক একটি দোকান—লোকেরা উপরতলায় বাস করে। রাস্তাগুলি এত সরু যে চলিতে গেলেই দুধারের দোকানে গা ঠেকিয়া যায়। দশ পা চল্‌তে না চল্‌তে মাংসের দোকান চোখে পড়ে। এমন দোকানও আছে যেখানে কুকুর বিড়ালের মাংস বিক্রয় হয়—অবশ্য খুব গরিবেরাই কুকুর বিড়াল খায়।

আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দু মহিলাদের যেমন পর্দ্দা আছে, কেউ কখন তাদের দেখ্‌তে পায় না, চীন মহিলাদেরও তদ্রূপ। অবশ্য শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা লোকের সাম্‌নে বাহির হয়। ইহাদের মধ্যেও দেখা যায় এক একটি স্ত্রীলোকের পা আমাদের দেশের ছোট ছেলের পায়ের চেয়ে ছোট। তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে ঠিক বলা যায় না—খুঁড়িয়ে থপ থপ ক'রে চলেছে।"

ক্যাণ্টনে স্বামিজী কতকগুলি চীন মন্দির দেখিলেন, তাহার মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সেটী প্রথম বৌদ্ধ-সম্রাটের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের একটি চমৎকার ধ্যানস্তিমিত সৌম্যমূর্ত্তি, তন্নিম্নে সম্রাটের ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে পাঁচশত প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণকারীর মূর্ত্তি কাষ্ঠে ক্ষোদিত। স্বামিজী এই সকল কাষ্ঠের কারুকার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালীর সহিত ভারতের বৌদ্ধযুগে নির্ম্মিত স্থাপত্যশিল্পের অনেক সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিলেন। ক্যাণ্টনে চীনবাসীদের কার্য্যদক্ষতা ও অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি প্রায় বলিতেন "China is the coming nation" (এই বার চীনের উঠিবার পালা)।

ক্যাণ্টনে স্বামিজী একটী চীনে মঠ দেখিবার জন্য বিশেষ

উৎসুক হইলেন। কিন্তু ঐ সকল মঠ এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে বিদেশীয়ের প্রবেশাধিকার নাই। তিনি গাইড্ অর্থাৎ পথ প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সে ব্যক্তি বলিল 'অসম্ভব'। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ইচ্ছা যেন আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন 'আচ্ছা, যদি কোন বিদেশী মঠের মধ্যে গিয়া পড়ে তাহ'লে কি হয়?' 'মঠবাসীরা তাহার উপর বিষম অত্যাচার করে।' স্বামিজীর মনে হইল বোধ হয় হিন্দু সাধু বলিয়া পরিচয় দিলে কেহ তাঁহার অনিষ্ট-চেষ্টা করিবেনা। এই মনে করিয়া তিনি দ্বিভাষী ও জর্ম্মন সহচর-দিগকে ঐরূপ একটি মঠে যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন ও হাসিয়া বলিলেন 'আচ্ছা চলইনা কেন গিয়ে দেখি, তাহারা আমাদের খুন করিয়া ফেলে কি, কি করে।' এই বলিয়া তাঁহারা একটি মঠাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে দ্বিভাষী চীৎকার করিয়া বলিল 'পালান, পালান, ঐ দেখুন কতকগুলা লোক তেড়ে আস্ছে।' বাস্তবিক দেখা গেল তিন চারিজন লোক প্রকাণ্ড মোটা মোটা লাঠি হাতে লইয়া দ্রুতগতিতে তাঁহাদের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। জর্ম্মান সঙ্গীরা ত' দেখিয়াই ছুট্! দ্বিভাষীও পলাইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু স্বামিজী তাহার হাত টানিয়া ধরিলেন ও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন 'বাপু, পালাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু ব'লে যেতে হ'বে চীনা ভাষায় ভারতবর্ষীয় 'যোগী'কে কি বলে?' লোকটা কথাটি বলিয়া দিয়াই দৌড়াইল, ওদিকে জগাই মাধাইয়ের দলও প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। স্বামিজী দূর হইতে চীৎকার

স্বরে নিজেকে একজন ‘যোগী’ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। ‘যোগী’ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র মন্ত্রবৎ কার্য্য হইল। লোক-গুলা ক্রোধচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল ও যুক্তকরে বারংবার প্রণাম করিয়া কি সব বলিতে লাগিল। তাহার মধ্যে একটি কথা স্বামিজী বুঝিতে পারিলেন—‘কবচ’। তাঁহার বোধ হইল ওটা আমাদেরই দেশী কথা ‘কবচ’। কিন্তু আরও নিশ্চয় হইবার জন্য দূরে দণ্ডায়মান দ্বিভাষীকে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কবচ শব্দের অর্থ কি?’ উত্তরে সে যাহা বলিল তাহাতে তিনি বুঝিলেন কবচ শব্দে আমাদের দেশে যাহা বুঝায় ও দেশেও তাই—অর্থাৎ রক্ষাকবচ, এবং ঐ লোকগুলা তাঁহার নিকট ভূতপ্রেত হইতে আত্মরক্ষার্থ কোনরূপ মন্ত্রপূত কবচ চাহিতেছে। স্বামিজী এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া লইলেন, তার পর পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া ছোট ছোট টুকরা করিলেন ও তাহার প্রত্যেকটীতে সংস্কৃত অক্ষরে ‘ওঁ’ এই কথাটি লিখিয়া তাহাদের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহারা কৃতজ্ঞতাভরে কাগজগুলি মাথায় ঠেকাইল ও তাঁহাকে প্রণাম করিল। তার পর তাঁহাকে মঠ দেখাইবার জন্য ভিতরে লইয়া গেল।

মঠবাড়ীটির অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশে একটি গৃহমধ্যে স্বামিজী অনেকগুলি হাতে-লেখা সংস্কৃত পুঁথি দেখিতে পাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এইগুলি সব প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে প্রথম বৌদ্ধ সম্রাটের স্মৃতিমন্দিরের অভ্যন্তরে যে পাঁচশত বৌদ্ধের দারুময় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাহাদের মুখের

আকৃতি ঠিক বাঙ্গালীর মুখের মত। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া ও চীনদেশের প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ইতিহাস স্মরণ করিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে এক সময়ে চীন ও বঙ্গদেশের মধ্যে বেশ জানাশুনা ছিল ও বাঙ্গালী ভিক্ষুরা চীনে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতীয় সভ্যতার অনেকটা ছাপ চৈনিক সভ্যতার উপর পড়িয়াছিল। মোটের উপর ক্যাণ্টন সহর দেখিয়া স্বামিজীর বেশ ভাল লাগিয়াছিল ও তিনি অনেক নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

ক্যাণ্টন হইতে তিনি আবার হংকঙ্গে ফিরিলেন ও তথা হইতে জাপানে পৌছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে জাহাজ কিছুক্ষণের জন্য নাগাসাকি বন্দরে লাগিল। স্বামিজী সহর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাপানী জাতিকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করিলেন। ইহাদের সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

‘পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তাহার অন্যতম। ইহাদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলি চওড়া, সিধা, ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো। বাড়ীগুলি দিব্যি ছোট ছোট খাঁচার মত। প্রায় প্রতি সহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত দেবদারু-বৃক্ষে-ঢাকা চির-হরিৎ ছোট ছোট পাহাড়গুলি—খর্ব্বকায়, সুশ্রী অদ্ভুতবেশী জাপগণ—তাহাদের প্রত্যেক চালচলন, ভাবভঙ্গী —সবই সুন্দর। সমগ্র দেশটা যেন একখানি ছবি। প্রত্যেক বাটীর পশ্চাদ্ভাগে বাগান—জাপানী ধরণে সুন্দরভাবে প্রস্তুত। তাহার মধ্যে ছোট ছোট কৃত্রিম জলাশয় ও ছোট ছোট পাথরের সাঁকো।’

নাগাসাকি হইতে জাহাজ কোবি (Kobe)তে পৌছিল। এখানে স্বামিজী জাহাজ ছাড়িয়া স্থলপথে জাপানের মধ্য দিয়া ইয়োকোহামা পর্য্যন্ত গেলেন। পথে ওসাকা, পূর্ব্বরাজধানী কিয়োটো ও বর্ত্তমান রাজধানী টোকিও দেখিলেন। টোকিওর আয়তন ও লোকসংখ্যা কলিকাতার দ্বিগুণ। বৈদেশিক ছাড়পত্র ব্যতিরেকে জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করিতে দেয় না। স্বামিজী এখানে অনেকগুলি মন্দির দেখিলেন—তাহার প্রত্যেকটিরই গাত্রে প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃতমন্ত্র ক্ষোদিত। বর্ত্তমানে পুরোহিত-দিগের মধ্যে কদাচিৎ কাহাকেও সংস্কৃতজ্ঞ দেখিতে পাওয়া যায়—তবে তাঁহারা বেশ বুদ্ধিমান এবং তাঁহাদের মধ্যেও আধুনিক উন্নতির ভাব যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে।

১৮৯৩ সালের ১০ই জুলাই ইয়োকোহামা হইতে তিনি মান্দ্রাজী বন্ধুদিগকে যে পত্র লেখেন তাহাতে জাপানীদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

"বর্ত্তমান যুগের জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য কি কি প্রয়োজন তাহা জাপানীরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। তাহাদের সৈন্যসমূহ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশিক্ষিত এবং তাহারা তাহাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতেছে। তাহাদের কামানগুলি দেশীয় কারিগরের প্রস্তুত। জাপানে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের যে অভাব নাই তাহার প্রমাণ তাহারা পাহাড় ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে—তাহার কোন কোনটা প্রায় অৰ্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘ। ইহাদিগের শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এবং যে কোন দ্রব্যের অভাব বোধ করিতেছে তাহা নিজেদের শিল্পী দ্বারা প্রস্তুত করাইতেছে। জাপানী দেশলাইয়ের

কারখানা একটি দেখিবার বস্তু। ইহাদের নিজেদের একটি ষ্টীমার লাইন আছে, উহার জাহাজ চীন ও জাপানের মধ্যে যাতায়াত করে। ইহা ছাড়া তাহারা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়োকোহামার মধ্যে আর একটি লাইন খুলিবার মতলব করিয়াছে।"

উপরোক্ত পত্রে ভারতবাসীদের জড়তা ও আত্মোন্নতিচেষ্টার একান্ত অভাব স্মরণ করিয়া তিনি মান্দ্রাজী যুবকদের যে উদ্দীপনা-পূর্ণ কথাগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত। উহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিন্তু মূল পত্রখানি অতিসুন্দর।

"জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদয় হচ্ছে তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ ক'রে বল্‌তে পারি না। তবে এই টুকু বল্‌তে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতিবৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্য স্বরূপ। কিন্তু তোমরা কি কচ্ছো? না, সারাজীবন কেবল বাজে বোক্‌চো। এসো, এদের দেখে যাও, তারপর লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হ'য়ে ভীমরতি ধ'রেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাহিরে গেলে তোমাদের জাত যায়—এমন আহাম্মোক জাত!! এই হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ব'সে আছ, হাজার বছর ধ'রে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার ক'রে শক্তি ক্ষয় ক'চ্ছো! শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে—

তোমরা কি বল দেখি! আর কচ্ছই বা কি? * * * বই হাতে ক'রে সমুদ্রের ধারে পাইচারী কচ্ছো—ইউরোপীয় মস্তিষ্ক প্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণা মাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদ্‌হজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্চো, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির দিকে প'ড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্টু উকীল হবার মতলব কচ্ছো—ইহাই ভারতীয় যুবকের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা! আবার প্রত্যেক ছাত্রের পায়ে পায়ে একপাল ছেলে মেয়ে 'বাবা, খাবার দাও, বাবা, খাবার দাও' ব'লে হাঁসের মত প্যাঁক্ প্যাঁক্ কচ্ছে!!! বলি, সমুদ্রে ত যথেষ্ট জল আছে—তোমরা কেতাব, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সবশুদ্ধ তাতে ডুবে মর্ত্তে পার'না? * * *

এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ—সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভাল বাসো? দেশকে ভাল বাসো? তা হ'লে এস, ভাল হবার জন্য উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছোনে চেয়ো না—অতি নিকট আত্মীয় ও প্রিয়জন কাঁদে কাঁদুক, তবুও পেছোনে চেয়োনা—কেবল সাম্‌নে এগিয়ে যাও।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই প্রাণস্পন্দহীন সভ্যতাকে ভাঙ্গবার জন্যই ইংরাজ রাজশক্তিকে এদেশে প্রেরণ করেছেন, আর মান্দ্রাজের লোকই সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজদিগকে এদেশে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল। এখন জিজ্ঞাসা করি সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন ক'রবে, মান্দ্রাজ

এমন কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত?—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত বদনে অন্নদান করবে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কর্ব্বে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অত্যাচারে যারা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে তাদের মানুষ কর্‌বার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে? *

ইয়োকোহামা হইতে স্বামিজী পুনরায় জাহাজে উঠিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরে ধীরে প্রাচ্য-জগৎ ছাড়িয়া প্রতীচ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দীর্ঘ দিনগুলি সাগর দর্শনে ও ধ্যান ধারণা অধ্যয়নে কাটিয়া গেল।

আমেরিকায় প্রথম কয় দিন।

প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাম্বুরাশি অতিক্রম করিয়া জাহাজ বঙ্কুবর পৌঁছিল। বঙ্কুবর কানাডার দক্ষিণ পশ্চিমে প্রশান্ত-মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এখানকার প্রধান নগরের নামও বঙ্কুবর। তথা হইতে কানাডা-প্যাসিফিক রেল লাইন আরম্ভ হইয়াছে। পথে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আসিবার সময়ে স্বামীজি শীতে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন কারণ যদিও জগমোহনজী প্রভৃতি আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে কাপড় চোপড় যথেষ্ট দিয়াছিলেন তথাপি তাঁহারা কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই যে গ্রীষ্মের সময় সমুদ্রবক্ষে শীত ভোগ করিতে হইবে, সেইজন্য তাঁহার সহিত একখানিও শীতবস্ত্র ছিল না।

যাহা হউক কোনরূপে বঙ্কুবরে পৌঁছিয়া তথা হইতে ট্রেণে কানাডার মধ্য দিয়া তিনি চিকাগোয় পৌঁছিলেন। ট্রেণ সুবিখ্যাত রকিপাহাড় ভেদ করিয়া চলিল, স্বামীজি চতুষ্পার্শ্বের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলেন।

চিকাগোয় পৌঁছিয়া স্বামীজির অবস্থা কিরূপ হইল পাঠক কি অনুমান করিতে পারিতেছেন? তখন চিকাগোয় World's Fair (বিশ্বমেলা) নামক এক বিরাট মেলা বসিয়াছে। জগতের নানা-স্থান হইতে অসংখ্য নরনারী তাহা দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি ও লোকের গাদি। তাহার মধ্যে স্বামীজির পরিচিত একটি লোকও নাই। তিনি কোথায় যাইবেন,

কি করিবেন, তাহাও কিছু ঠিক হয় নাই। এদিকে তাঁহার অদ্ভুত রকমের বেশ দেখিয়া সকলেই ঘন ঘন তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল—কেহ কেহ বিদ্রূপও করিল, কেহ হাততালি দিল, ছোঁড়ার দল তাঁহার পাছু লইল ও নানা প্রকারে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তিনি একে শীতে, অনাহারে জর্জ্জরিত, তাহার উপর এই সকল উৎপাত আরম্ভ হইল। জিনিষ পত্র লইয়া পথচলা তাঁহার কোনকালে অভ্যাস ছিল না। সুতরাং সেগুলিকে লইয়াও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। পথে মুটেয়া যে যেরূপ পারিল ঠকাইতে লাগিল, যেখানে চারি আনার বেশী খরচ হইবার কথা নহে সেখানে তাঁহার নিকট হইতে চারি টাকা আদায় করিল। এইরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি অবশেষে একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হোটেলের লোকেরা বুঝাইয়া দিল যে এ অবস্থায় হোটেলে থাকাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ, তিনিও দেখিলেন কথাটা ঠিক। সুতরাং আপাততঃ সেখানেই উঠিলেন।

চিকাগোয় তিনি ১২ দিন রহিলেন ও প্রত্যহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেলা দেখিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার, বিপুল আয়োজন—পাশ্চাত্য জগতের যা'কিছু শ্রেষ্ঠ, যা'কিছু ভাল, যা'কিছু দর্শনীয় সব সেখানে একত্রিত হইয়াছে—দেশে থাকিতে এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি অস্ফুট ছিল, এক্ষণে তিনি দেখিলেন পাশ্চাত্যের ধন দৌলত ও সভ্যতা-গৌরব কল্পনার অতীত।

কিন্তু এত লোকের মধ্যেও তিনি যেন নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিলেন কারণ সেখানে একজনও পরিচিত লোক দেখিতে

পাইলেন না। তারপর আর এক বিপদ। আমেরিকা ধনীর দেশ—সেখানে খরচ পত্র ভয়ানক রকম। হোটেলের খরচ স্বামীজির পক্ষে অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন এখানে আর কিছু দিন থাকিলেই তাঁহার সম্বল ফুরাইবে। কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বিষম চিন্তিত হইলেন। মন দমিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন এদেশে আসিয়া ভাল করি নাই। এরূপ ভাবিবার আরও কারণ ছিল। একদিন মেলার অন্তর্গত Information Bureau (সংবাদপ্রাপ্তির স্থান) এ ধর্ম্ম মহাসভা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংবাদ লইতে গিয়া শুনিলেন সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে সভার অধিবেশন হইবে না, এবং ভালরূপ পরিচয়াদি না থাকিলে কেহ সভার প্রতিনিধি রূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারে না—আর তা'ছাড়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের শেষ তারিখ গত হইয়াছে। তখন জুলাই মাস—স্বামীজি দেখিলেন সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে তাঁহার অর্থের অভাব ঘটিবে। বিশেষতঃ ঐ সময়ে আমেরিকার বিদ্বান্ ও শিক্ষিত লোকের অনেকেই গ্রীষ্ম নিবন্ধন সহর ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে এখন কতদিন অপেক্ষা করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আর অপেক্ষা করিয়াই বা কি লাভ? যে আশায় তিনি এতদূর আসিয়াছেন তাহাও পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এখন ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিন্তু তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। স্থির করিলেন যেরূপেই হউক শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া যাইবেন।

লোকপরম্পরায় শুনিলেন যে চিকাগো অপেক্ষা বোষ্টনে

খরচ পত্র ঢের কম পড়ে, আর বোষ্টন শিক্ষিত লোকদিগের একটি প্রধান কেন্দ্র। স্বামীজি স্থির করিলেন আপাততঃ কিছু দিন বোষ্টনে গিয়া থাকা যাউক, তার পর যাহা হয় হইবে।

এই স্থির করিয়া তিনি বোষ্টন যাত্রা করিলেন। কিন্তু এই সময়ে ভগবান তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন। রেলে যাইতে যাইতে বোষ্টনের সন্নিকটস্থ Breezy Meadows (ব্রিজি মেডোস) নামক গ্রাম বাসিনী এক বৃদ্ধার সহিত তাঁহার আলাপ হইল। বৃদ্ধা তাঁহাকে আপন আলয়ে কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামীজি তাঁহার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তিনি লোকও মন্দ ছিলেন না। তবে স্বামীজিকে নিজ গৃহে লইয়া যাওয়ার জন্য তাঁহার দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখান—প্রাচ্য দেশবাসী জীব কিরূপ অদ্ভুত! দ্বিতীয়তঃ স্বামীজি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ওদেশে গিয়াছেন—সে ধর্ম্মই বা কিরূপ তাহাও দেখা।

যাহাহউক বৃদ্ধার গৃহে থাকাতে স্বামিজীর আর কিছু না হউক এক বিষয়ে খুব সুবিধা হইল। চিকাগোয় তাঁহার যে প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া খরচ হইতেছিল সেটা বাঁচিয়া গেল। কিন্তু তথাপি আর একটা মোটা খরচ ছিল। সেটী হইতেছে পোষাক প্রস্তুতের খরচ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বামীজির অদ্ভুত রকমের পোষাক দেখিয়া রাস্তায় শত শত লোক জমিয়া যাইত। সুতরাং তিনি দেখিলেন এ পোষাক এদেশে চলিবে না। তারপর সম্মুখে শীত আসিতেছে সেজন্য গরম পোষাক প্রস্তুত করান দরকার। ওখানকার

মহিলা বন্ধুরাও পরামর্শ দিলেন যে তাঁহার পাত্রীদের মত কাল রং এর লম্বাজামা পরা উচিত, কেবল বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ী পরিলেই হইবে। তিনি তদনুসারে দর্জীর দোকানে গিয়া শীতবস্ত্রের অর্ডার দিয়া আসিলেন কিন্তু দেখিলেন যে চলনসই গোছের একটা পোষাক করিতেও ৩০০৲ টাকার উপর খরচ পড়িবে। কিন্তু কি করা যায় উপায় নাই। সেই সময়ে সালেম বলিয়া নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে এক বৃহৎ মহিলা সভা তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতের রমাবাইকে খুব সাহায্য করিতেছিলেন। স্বামীজি দেখিলেন ওদেশে মহিলাদের যেরূপ প্রভাব তাহাতে এই সভা ও এরূপ অন্যান্য সভার সহিত পরিচিত হইতে পারিলে তাঁহার কার্য্যের খুব সুবিধা হইতে পারে এবং চাই কি তাঁহার আমেরিকা আগমনের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ সফল হইতে পারে।

আসিবার সময় তিনি ১৭৯ পাউণ্ড (প্রায় ২৭০০৲ টাকা) লইয়া আসিয়া ছিলেন কিন্তু ব্রিজি মেডোজ হইতে ২০ আগষ্ট (১৮৯৩) মান্দ্রাজের শিষ্যদিগকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় তাঁহার হাতে তখন ১৩০ পাউণ্ড ছিল তবে ঐ পত্র ভারতে পৌছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সম্বল ৬০।৭০ পাউণ্ডে দাঁড়াইল। বিদেশে হস্তে অর্থ না থাকিলে বা সঙ্গের সম্বল ফুরাইবার মত হইলে কাহার প্রাণে না ভয় হয়? প্রথম প্রথম স্বামিজীরও ঐরূপ ভয় হইয়াছিল। এই চিঠিতে দেখি তিনি লিখিতেছেন "যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমায় ছয় মাস এখানে রাখিতে পার আশা করি সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আমিও

যে কাষ্ঠ খণ্ড সম্মুখে পাইব তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিব। যদি আমি আমার ভরণ পোষণের কোন উপায় করিতে পারি—তৎক্ষণাৎ তার করিব। * * * যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পার, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও। ইতিমধ্যে যদি কিছু শুভ খবর হয় আমি লিখিব বা তার করিব। কেব্‌লে তার করিতে প্রতি শব্দ ৪৲ টাকা পড়ে।" * কিন্তু এই বিপদ ও নৈরাশ্যে ক্ষণিক বিচলিত হইলেও তিনি হৃদয়ের বল হারান নাই। অন্য লোক হইলে এরূপ অবস্থায় কি করিত জানি না। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্য কিঞ্চিৎ আত্ম-বিস্মৃত হইলেও শীঘ্রই অসাধারণ প্রতিভা ও ধৈর্য্যবলে আপনার পথ আপনি পরিষ্কার করিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে সকল বিষয়ের সুবিধা হইয়া আসিতে লাগিল ও তিনি ক্রমশঃ আমেরিকায় বিশিষ্ট ও খ্যাতাপন্ন ব্যক্তিবর্গের সহিত পরিচিত হইলেন। ইহার মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ J. H. Wright (জে, এচ্, রাইট) মহোদয় তাঁর সহিত একদিন চারি ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়া তাঁহার অত্যদ্ভুত বিদ্যা, জ্ঞান ও প্রতিভা দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে তাঁহাকে ধর্ম্ম মহাসভায় হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেনও

* এই চিঠি খানিতেই কিন্তু তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন 'আমি সহজে ছাড়িব না, কারণ আমি শ্রীভগবানের নিকট হইতে আদেশ পাইয়াছি।' ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে এই সময়ে তিনি মহাসভায় প্রবেশ লাভ করিবার আশা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে অন্য কোনরূপে পাশ্চাত্য দেশে হিন্দু ধর্ম্মপ্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন এরূপ সংকল্প করিতেছিলেন। যদি আমেরিকায় না হয় অন্ততঃ ইংলণ্ডে যাইবেন।

বলিলেন যে আমেরিকান জাতির সহিত পরিচয় লাভ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। স্বামীজি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যে যে অন্তরায় ঘটিয়াছে তাহা রাইট সাহেবকে খুলিয়া বলিলেন। প্রধান অন্তরায় এই যে তাঁহাকে কেহ চেনে না শুনে না এবং তিনি যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিনিধি এরূপ কোন নিদর্শন তাঁহার নিকট নাই। রাইট সাহেব হাসিয়া বলিলেন "To ask you, Swami, for your credentials is like asking the sun to state its right to shine!" (স্বামীজি আপনার নিকট নিদর্শন চাওয়া আর সূর্য্যকে তাহার কিরণ দিবার অধিকার কি জিজ্ঞাসা করা একই কথা)। তারপর তিনি নিজে স্বামিজীকে ধর্ম্ম মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত করিবার জন্য যে যে বন্দোবস্ত করা আবশ্যক তাহার ভার গ্রহণ করিলেন; তাঁহার সহিত উক্ত সভায় অনেক বিখ্যাত ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জানাশুনা ছিল। তা ছাড়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সভার সভাপতি তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে তিনি লিখিলেন "Here is a man who is more learned than all our learned professors put together." অর্থাৎ আমদের সকলের বিদ্যা একসঙ্গে কল্লে যা হয় ইঁহার বিদ্যা তার চেয়েও বেশী। তারপর স্বামীজির নিকট অধিক অর্থ নাই বুঝিতে পারিয়া তিনি শিকাগোর একখানি টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে দিলেন ও প্রাচ্য দেশের প্রতিনিধিগণের থাকিবার ও আহারাদির ব্যবস্থা করার ভার যে কমিটির উপর ছিল তাঁহাদের উপর পত্র দিলেন। স্বামীজি তাঁহার উপর ঈশ্বরের অপার করুণা দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইলেন।

কিন্তু যেমন আলোক প্রকাশের পূর্ব্বে সময়ে সময়ে দিঙ্মণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় সেইরূপ জগতের সমক্ষে স্বামীজির বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আরও কতকগুলি অসুবিধা, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্বামীজি শিকাগোয় যাইবার জন্য ট্রেণে উঠিলে ট্রেণে একজন ধনী বণিকের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। বণিক তাঁহাকে শিকাগোর কোন্ স্থানে যাইতে হইবে তাহা বলিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু ট্রেণ হইতে নামিবার সময় ব্যস্ততাবশতঃ সে কথা বিস্মৃত হইয়া স্বামীজিকে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই চলিয়া যাইলেন। এই বিপদের উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। রাইট সাহেব মহাসভার কার্য্যস্থলের যে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলেন স্বামীজি দেখিলেন তাহা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং শিকাগোয় নামিয়া তিনি আবার দিশেহারা হইয়া পড়িলেন, কোথায় যাইবেন ঠিক করিতে পারিলেন না। দুচার জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। শিকাগো প্রকাণ্ড সহর কে কাহার খবর রাখে! তার উপর এ জায়গাটা সহরের উত্তর-পূর্ব্ব দিক—কেবল জর্ম্মাণদিগের বাস। তাহারা ত স্বামীজির কথাই বুঝিতে পারিল না অধিকন্তু তাঁহাকে কাফ্রী বিবেচনা করিয়া অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যাও আগত-প্রায়। তিনি মহা ফাঁপরে পড়িলেন, কোন লোক তাঁহাকে একটা হোটেল পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিল না। অগত্যা তিনি নিরাশভাবে রেলের মালগাড়ী রাখিবার প্রাঙ্গনে একটা প্রকাণ্ড খালি বাক্সর মধ্যে শুইয়া পড়িলেন ও সমস্ত রাত্রি জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া

সেই ভাবে কাটাইয়া দিলেন। হায় বিধাতার লীলা বুঝা ভার! দুই দিন পরে সমস্ত আমেরিকার লোকে যাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিবে আজ তাঁহার এ কি দশা! যাহা হউক রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি হ্রদোপকূলবর্ত্তী রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলেন। সে রাস্তায় ক্রোড়পতিদিগের প্রাসাদ। তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। অনন্যোপায় হইয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ত চিরদিন ভিক্ষুক! ইহাতে আর লজ্জা কি? কিন্তু এ তো আর ভারতবর্ষ নহে যে সাধু ফকির দেখিলেই লোকে তাহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে! ক্রোড়পতির ভৃত্যেরা তাঁহার মলিন বস্ত্র ও শ্রান্ত ক্লান্ত ধূলিধূসরিত মূর্ত্তি দেখিয়া অবজ্ঞাভরে তাড়াইয়া দিল। কেহ কেহ অপমানও করিল, কেহ বা তাঁহাকে দেখিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল। ওগো ভিক্ষা না দাও পার্লামেণ্ট অব রিলিজনের অফিসের ঠিকানাটা ত বলিয়া দাও। কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তিনি অবসন্নহৃদয়ে পথের ধারে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে সম্মুখের সুরম্য হর্ম্ম্য হইতে একটী রমণী নির্গত হইয়া আসিলেন ও স্বামীজিকে তদবস্থায় দেখিয়া সুমিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনি কি ধর্ম্মমহাসভার একজন প্রতিনিধি?" স্বামীজি বলিলেন হাঁ, তাহাই বটে, কিন্তু তিনি ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়া এইরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছেন। রমণী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে বলিলেন ও ভবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভৃত্যদিগকে স্বামীজির যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা করিতে আদেশ দিলেন, এবং আহারাদির পর শরীর সুস্থ হইলে স্বামীজিকে লইয়া স্বয়ং ধর্ম্মসভার কার্য্যস্থলে লইয়া যাইতে

প্রতিশ্রুত হইলেন। স্বামীজি বিধাতার কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে তিনি এই মাতৃরূপিনী রমণীর পরিচয় পাইয়াছিলেন ও তাঁহার স্বামী ও সন্তানাদির সহিত বিশেষ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রমণী মিঃ জর্জ, ডব্লিউ, হেল্ নামক শিকাগোর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী।

এই ঘটনায় স্বামীজির দৃঢ় প্রতীতি হইল প্রভু অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন।

তারপর যথাকালে মিসেস্ হেল তাঁহাকে লইয়া মহাসভার আফিসে গমন করিলেন ও তিনি তাঁহার পরিচয়-পত্র দেখাইয়া প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ও মহাসভার অন্যান্য প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের সহিত একত্র থাকিতে পাইলেন।

শিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভা।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা দশ ঘটিকার সময়ে শিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইল। এই সভা নানাকারণে জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্বামিজী স্বয়ং একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"শিকাগো মহাসভা এক বিরাট ব্যাপার ছিল। সে সভায় নানাদেশের ধর্ম্ম-প্রচারকমণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন; ভরসা, প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকার বিস্তার; তদ্বৎ সমগ্র খৃষ্টান জগৎ—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্ব-মহিমা কীর্ত্তনের বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করিয়াছিলেন..." (ভাব্‌বার কথা পৃঃ ২৯—৩০)

প্রকৃতই চিকাগো মহাসভায় সভ্যজগতের বিদ্বৎসমাজাদৃত অধিকাংশ পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইয়াছিলেন—এবং প্রথমে এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক পরিণামে ইহা অতি অদ্ভুত অচিন্ত্যপূর্ব্ব ও মহাফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইহাতে পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও সভ্যতার সহিত জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম ও সভ্যতার তুলনা করিবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে এক নূতন চিন্তাতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল। একথা এখন সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে এই মহাসভার

পর হইতে সমগ্র মানবজাতির ধর্ম্মদৃষ্টি ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক মতবাদের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত হইয়াছে। উক্ত সভার বৈজ্ঞানিক শাখায় সভাপতি মাননীয় মিঃ মারউইন মেরী স্নেল লিখিয়াছেন—

"মহাসভা হইতে খৃষ্টীয়জগৎ, বিশেষতঃ যুক্তরাজ্যের অধিবাসীরা এই একটি মুখ্যফল ও মহৎশিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত জগতে আরও এমন বহু বরণীয় ধর্ম্ম আছে যাহারা দার্শনিক গভীরতা, তত্ত্বানুপ্রবেশ, স্বাধীন ও সতেজ চিন্তাশীলতা এবং সর্ব্বজীবের প্রতি মনুষ্যোচিত উদারতা ও অকপট মমতায় খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, অথচ যাহাদের নীতির সৌন্দর্য্য ও কার্য্যকারিতা খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা এক তিল ন্যূন নহে। সভায় এইরূপ আটটি খৃষ্টেতর ধর্ম্মের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন; যথা,—হিন্দুধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, য়াহুদীধর্ম্ম, কংফুছোর ধর্ম্ম, শিণ্টোধর্ম্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও পারসিক ধর্ম্ম।"

যাহা হউক উক্ত চিরস্মরণীয় সোমবার দিবসে চিকাগোর শিল্প-প্রাসাদ (Art Institute) নামক ভবনের সুবৃহৎ হলে (Hall of Columbus) এই সভার অধিবেশন হইল। প্রথমে ডাঃ ব্যারোজ (Dr. Barrows) মহোদয় দুই চারিটী কথা বলিয়া সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে যথারীতি ভগবৎ-প্রার্থনা পূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সে এক গম্ভীর দৃশ্য! মনুষ্যজাতির অন্তর্গত একশত বিশকোটী নরনারীর প্রতিনিধিরূপে প্রায় ছয় সাত সহস্র মহামহাপণ্ডিত সে স্থানে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যস্থলে উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া পাশ্চাত্যজগতে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মনায়ক কার্ডিনাল গিবন্স (Cardinal

Gibbons)—তাঁহার বামে ও দক্ষিণে উপবিষ্ট বিচিত্রবেশী প্রাচ্য-দেশীয় প্রতিনিধিগণ। বিবেকানন্দও ইঁহাদের মধ্যে একজন—তাঁহার অঙ্গের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের আংরাখা, মস্তকের প্রকাণ্ড গৈরিক উষ্ণীষ এবং মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব দীপ্তি সকলেরই দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার পার্শ্বে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতাপ মজুমদার ও নাগরকার এবং সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধ ধর্ম্মপাল। ইহাছাড়া রোমান ক্যাথলিকদলের শত শত আর্কবিশপ, বিশপ, ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ও ধর্ম্মযাজক এবং জগতের প্রধান প্রধান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতমণ্ডলী। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের আয়োজন করিতে কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল এবং এই সভায় সহস্রাধিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়া-ছিল, ইহা হইতেই পাঠক এই ব্যাপারের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে বিবেকানন্দের স্থান ত্রিশজনের পর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপ বিপুলায়তন জনসভার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতে অতি বড় বক্তারও হৃৎকম্প হওয়া বিচিত্র নহে। সেক্ষেত্রে ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক নগণ্য বিদেশী যুবকের পক্ষে উপরোক্ত সভার সম্মুখীন হওয়া কতদূর দুঃসাহসের কার্য্য পাঠক একবার অনুমান করুন। স্বামিজী ব্যাপারটাকে প্রথমে যত সহজ মনে করিয়াছিলেন কার্য্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন উহা তত সহজ নহে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃগণের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু তিনি সঙ্কোচ বশতঃ বলিলেন 'না, এখন নহে।' এইরূপ উপর্য্যুপরি কয়েকবার তাঁহাকে আহ্বান করা হইল, কিন্তু তিনি প্রত্যেকবারই 'এখন নহে'

বলিয়া কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া সভাপতি মহাশয়ের বিশ্বাস হইল না যে তিনি আর বক্তৃতা করিবেন। অবশেষে অপরাহ্ণের শেষমুহূর্ত্তে সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন এইবার উঠিতেই হইবে নতুবা তাঁহাকে আর সময় দেওয়া হইবে না। তখন স্বামিজী আর নিশ্চেষ্ট থাকা অবিধেয় বিবেচনায় আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল তখন রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে। তিনি একবার সেই বিশাল জনসঙ্ঘের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নেত্রপাত করিলেন, তারপর দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে প্রণাম-পূর্ব্বক সভাস্থ নরনারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'Sisters and Brothers of America' (আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ !)। যেমন এই কয়টী কথা উচ্চারণ করা অমনি চতুর্দ্দিক হইতে মহাশব্দে করতালিনিনাদ আরম্ভ হইল। সে শব্দে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম ! সকলেই প্রচলিত পন্থানুসারে Ladies and Gentlemen (ভদ্র মহোদয় ও মহিলাবৃন্দ) বলিয়া সমবেত সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়াছিলেন সুতরাং এই নূতন সম্বোধনে যেন সকলের হৃদয়ের সহিত বক্তার হৃদয়নিহিত অপূর্ব্ব প্রেমভাবের সংযোগ সাধন হইল। তাঁহারা মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র মানবজাতির একত্ব অনুভব করিলেন। সে উৎসাহস্রোত থামিতে চাহে না। শত শত লোক দাঁড়াইয়া উঠিল ও প্রচণ্ড করতালিনিনাদে গৃহভিত্তি কম্পিত করিয়া তুলিল। স্বামিজী ত কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। একি হইল ! লোকগুলা কি ক্ষেপিয়া গেল নাকি ? তিনি এক মুহূর্ত্ত হতবুদ্ধিপ্রায় নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই জ্ঞান হইল সবই আদ্যাশক্তির লীলা, বুঝিলেন মহাশক্তি

স্বয়ং তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া সাহায্য করিতেছেন। অমনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাহস ফিরিয়া আসিল, অন্তর শতগুণ বলে ভরিয়া উঠিল, হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া বক্তৃতার উৎস ছুটিল। কিন্তু প্রথম দুই মিনিট তিনি বারংবার চেষ্টা করিয়াও শ্রোতৃবর্গের উৎসাহ থামাইতে পারিলেন না। তারপর যখন সকলে স্থির হইল তখন তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে প্রাণস্পর্শী ভাষায় আপনার বক্তব্য শেষ করিলেন। প্রথম দিন তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহার ন্যায় উদার, বিশ্বজনীন ভাব কোন বক্তৃতায় লক্ষিত হয় নাই। সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক দুই চারি কথা বলিয়া ছিলেন, কিন্তু স্বামিজীর বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিলেন "সকল ধর্ম্মের গন্তব্য স্থান এক"। তিনি ধর্ম্মের যে বিশ্বজনীন মূলতত্ত্ব পরমহংস-দেবের চরণোপান্তে বসিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাই সেদিন সুপরিস্ফুটভাবে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র সভার অধিকাংশ লোক তাঁহার অনুরাগী ও তদীয় মতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্দ্ধেক পৃথিবী তাঁহার পদানত হইল। জগতের ইতিহাসে বিনারক্তপাতে এরূপ অদ্ভুত বিজয়লাভের কাহিনী আর কেহ কখনও শুনিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু একজন কপর্দ্দকশূন্য, নিঃসহায় তরুণ সন্ন্যাসী ঊনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতালোকিত পৃথিবীতে সে অসাধ্যও সাধন করিলেন।

প্রথমদিন বক্তৃতার পর "Why We Disagree" (আমাদিগের মধ্যে মতভেদ কেন?) শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা ব্যতীত

স্বামিজী ১৯শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে আর কোন বক্তৃতা দেন নাই। ১৯শে তারিখে তিনি তাঁহার "Paper on Hinduism" নামক হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ইহাতে ধর্ম্ম, দর্শন ও মনস্তত্ত্বের সারভাগ অতি পরিষ্কার ভাবে আলোচিত হইয়াছিল, স্বামিজী ব্যতীত সভায় অন্য ভারতবাসী বা বাঙ্গালী কেহ যে ছিলেন না তাহা নহে, কিন্তু একমাত্র তিনিই প্রকৃত সর্ব্ববাদিসম্মত, বেদান্ত প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্মের মুখপাত্র স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্বদর্শনের উপায় নির্দ্দেশ করিলেন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতিদিগের বহু ভ্রান্ত সংস্কারের অপনোদন করিলেন। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান :—

(১) মনুষ্যমাত্রেই আত্মা, সুতরাং স্বরূপতঃ মনুষ্য ও পরমাত্মায় কোন প্রভেদ নাই। (ইহা দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মের Doctrine of original sin অর্থাৎ জীবমাত্রেই স্বভাবতঃ পাপী এই মত নিরস্ত হইয়া মনুষ্যের দেবত্ব প্রতিপাদিত হইল)।

(২) সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত এবং বিশ্বপ্রসবিনী শক্তি Cosmic energy মোটের উপর হ্রাস বৃদ্ধিহীন। সুতরাং স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুইটী সমান্তরাল রেখার ন্যায় পাশাপাশি চলিয়াছে। (ইহা-দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল এই মত খণ্ডিত হইল)।

(৩) বংশপরম্পরাগত ভাব (Heredity) নিজ নিজ অতীত মানসিক সংস্কারের ফল। শরীরের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই। বরং চেষ্টা করিলে অতলস্পর্শ মনঃসমুদ্র আলোড়ন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাবলী স্মৃতিপথে পুনরুদিত করা যাইতে পারে।

সুতরাং জাতিস্মরতা অসম্ভব নহে। (ইহাদ্বারা পুনর্জন্মবাদের আভাস প্রদত্ত হইল)।

(৪) ধর্ম্ম কেবল মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে কিন্তু অনুভূতি সাপেক্ষ।

কিন্তু যুক্তি তর্ক সাহায্যে এই সকল নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিলেও স্বামিজীর বক্তৃতায় কোন বিষদিগ্ধ সমালোচনা বা কোন ধর্ম্মের প্রতি অযথা-তীব্র আক্রমণ ছিল না। সকল ধর্ম্মের প্রতি উদার ভাবপোষণ, সকলের সহিত একযোগে মানবাত্মার কল্যাণ সাধন, পরস্পরের মধ্যে যাহা কিছু সৎ, শুভ ও পবিত্র তাহার আদান, প্রদান দ্বারা সকলকেই সেই এক লক্ষ্যে উপনীত হইতে সহায়তাকরণ ইহাই তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বিশেষত্ব ছিল। তিনি তীক্ষ্ণমুখ শল্যের দ্বারা অপরকে আহত করিবার চেষ্টা করেন নাই বরং স্নেহ-মধুর কণ্ঠে সকল বিবাদ বিসংবাদের নিষ্পত্তি করিয়া সমগ্র মানব জাতিকে এক দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষ দিবসে অর্থাৎ ২৭শে তারিখে স্বামিজী যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতব্যক্তিগণকে হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে না বা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। কিন্তু প্রত্যেককে নিজের বিশেষত্ব ত্যাগ না করিয়া অপরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ও ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইবে। উন্নতি বা বিকাশের নিয়মই এই।

ধর্ম্মমহাসভা যদি জগৎকে কিছু দেখাইয়া থাকে তবে তাহা

এই :—পবিত্রতা, উদারতা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ কোন ধর্ম্মেরই নিজস্ব নহে এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই উন্নতচরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই প্রমাণ বর্ত্তমানে যদি কেহ স্বপ্নেও ভাবেন যে সকল ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইবে শুধু তাঁহারটিই থাকিবে, তবে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে করুণার পাত্র বিবেচনা করি ও এই কথা বলি যে শীঘ্রই দেখিবেন আপনার বিরুদ্ধাচরণসত্ত্বেও সকল ধর্ম্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হইবে 'সমর নহে—সহায়তা!' 'বিনাশ নহে—বরণ'!! 'দ্বন্দ্ব নহে—মিলন ও শান্তি'!!!"

তিনি কাহারও প্রাণে আঘাত করিয়া একটি কথা বলেন নাই বরং সকলের জ্ঞানদৃষ্টি প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তারপর, তিনি কোন দার্শনিক জটিলতার অবতারণা করেন নাই। সহজ, সরল দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুবোধ্য ভাষায় আপন বক্তব্যগুলি সকলের নিকট পরিস্ফুট ও সুগম করিয়াছিলেন। আর একটি কথা। তিনি কোন মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। অপরকে জোর করিয়া নিজমত গ্রহণ করান চিরদিনই তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। এখানেও তিনি তাহার অন্যথা করেন নাই। সাধারণতঃ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই লোকের অন্ধ বিশ্বাসের উপর আপনাদিগের মত প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হন। তাঁহারা বলেন 'তাহা না হইলে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না'। কিন্তু স্বামিজী ঠিক তাহার বিপরীত করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা আগাগোড়া আধ্যাত্মিক মনস্তত্বে (Spiritual Psychology) পূর্ণ ছিল। তিনি বুঝাইলেন যে ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে হইলে কোন একটা মতের স্বপক্ষে মত দিলেই বা ঐ 'মত বিশ্বাস করি,' এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হয় না,

প্রকৃতপক্ষে ঐ মতানুযায়ী জীবনযাপন করিয়া ঐ মত যথার্থ কি না তাহা নিজ অনুভূতি দ্বারা জানিতে হয়। প্রথমে বিশ্বাস, পরে বোধ, অনুভূতি ও সাক্ষাৎ দর্শন। যে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছে সেই প্রকৃত সাধু। এইরূপে তিনি স্বীয় অলৌকিক তত্ত্বদর্শন সাহায্যে ধর্ম্মরাজ্যের সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় বিষয়গুলি সকলের গোচর করিলেন।

এই বক্তৃতার ফল কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার সময় আজিও উপস্থিত হয় নাই। তবে এটা ঠিক যে ইহার পর হইতে পাশ্চাত্যজাতিসমূহের মধ্যে ধর্ম্ম জিনিষটী সম্পূর্ণ নূতনাকার ধারণ করিয়াছে। তাহা না হইলে কি আজি আমরা লণ্ডনের সেণ্টপলচার্চ্চ নামক সুবিখ্যাত ধর্ম্মমন্দিরের ছায়াতলে ও আমেরিকার প্রধান প্রধান ভজনালয়ে পুনর্জ্জন্মবাদ ও মনুষ্যের দেবত্ব বিষয়ক কথা শুনিতে পাইতাম? কখনই নহে। এ হিসাবে বলিতে পারা যায় তিনি নব্য ইউরোপী ধর্ম্মশাস্ত্রের জন্মদাতা এবং মুখ্যতঃ তাঁহারই প্রভাবে ধর্ম্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সত্য বটে খৃষ্টধর্ম্ম জগৎ হইতে এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার উপদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্মনায়কগণ তাঁহাদের ধর্ম্মকে নূতন চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছেন ও বহুলপরিমাণে তাঁহার আদর্শ-সমূহকে ঐ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু আমাদের নিকট ইহাই স্বামিজীর বক্তৃতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল নহে। আমরা দেখি তিনি এই বক্তৃতা দ্বারা আর্য্যধর্ম্ম আর্য্যজাতি ও আর্য্যভূমিকে জগতের চক্ষে উন্নত, সম্মানার্হ ও পূজাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। যে হিন্দু ভোগদৃপ্ত পাশ্চাত্য জাতি-

সমূহের নিকট নগণ্য ক্ষুদ্র, হেয় ও লাঞ্ছনার পাত্র ছিল তাহাকে তিনি অবমাননার পঙ্করাশির মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া মহোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। জগৎ বুঝিয়াছে হিন্দু পদদলিত হইলেও অবজ্ঞেয় নহে, দীন-দরিদ্র হৃত-সর্ব্বস্ব হইলেও পারমার্থিক সম্পদে হীন নহে, বরং অতুল্য রত্নরাশির অধীশ্বর, অনন্ত গৌরবের অধিকারী, বিশ্বের গুরু পদে সমাসীন হইবার যোগ্য। তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখাকে সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন না, কিন্তু দেখাইলেন যে ধর্ম্মের আরম্ভ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ও চরম পরিণতি বেদান্তে ও যাহা বিভিন্ন আদর্শের মধ্য দিয়া বহুদিকে বহুভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত এক অখণ্ড সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম—শুধু হিন্দু ধর্ম্ম নহে তাহাই বিশ্বব্যাপী মানব ধর্ম্ম—কারণ তাহা সমুদয় মানবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে, সকলের প্রাণে আশার আলোক জ্বালিতে, সকল হৃদয়ের ব্যথা তৃষ্ণা নিবারণ, বন্ধন ছেদন ও দৈন্য কাতরতা দূর করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ।

তাঁহার ইংরেজী চরিতাখ্যায়কগণ লিখিয়াছেন—

"চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মসভায় স্বামিজী যে মহাসত্য প্রচার করিয়াছিলেন, যে অদ্ভুত আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, খৃষ্টের পর আর কোন প্রাচ্যজগদ্বাসীর নিকট ওদেশের লোক তেমন কথা শুনে নাই। তাঁহার ভাবরাশি চিরদিন পাশ্চাত্যের ধর্ম্মোন্নতি ও ধর্ম্মবিস্তারের সহায়করূপে গণ্য হইবে এবং জগতের ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ গৃহীত হইবে।"

কথাগুলি বাস্তবিক প্রতিবর্ণে সত্য। কারণ স্বামিজীর পূর্ব্বে যদিচ কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ন্যায় খ্যাতনামা

বক্তাগণ পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদের বক্তৃতায় তাদৃশ ফল হয় নাই অর্থাৎ তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রচারের বিন্দুমাত্র সাহায্য হয় নাই। ইহার দুইটী কারণ অনুমিত হয়। প্রথমতঃ, তাঁহারা কেহই স্বামিজীর মত নির্ভীক ভাবে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন নাই—তাঁহাদের বক্তৃতার অধিকাংশ ভাগ খৃষ্টের গুণগানে পূর্ণ থাকিত আর হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে দু'চার কথা যাহা বলিতেন তাহাও নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে অর্থাৎ মূর্ত্তি-পূজাকে বাদ দিয়া এবং ওদেশের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত মিল রাখিয়া। এক কথায়, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে ইউরোপী পোষাক পরাইয়া ও কাট ছাঁট করিয়া ওদেশের লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং ওদেশের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের হিন্দুধর্ম্মজ্ঞানের গভীরতার উপর তাদৃশ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর একবার কথাপ্রসঙ্গে প্রতাপবাবুর নিকট একটা সুদীর্ঘ শাস্ত্রবাক্য আবৃত্তি করিয়া উহার মনোহারিত্বের প্রশংসা করিতে থাকেন। তৎপূর্ব্বে তিনি আরও দু'একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তখন প্রতাপ বাবু 'হাঁ' 'না' করিয়া সায় দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু সহসা এরূপ সুদীর্ঘ বাক্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে আহূত হইয়া তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। অগত্যা তাঁহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে তিনি সংস্কৃত ভাষা ভালরূপ জানেন না। ধর্ম্মযাজক শাস্ত্রের অর্থ জানেন না শুনিয়া মোক্ষমূলর অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। আর একবার আমেরিকায় এমার্সনের শ্রাদ্ধবাসর স্মৃতি (Death Anniversary)

উপলক্ষে একটি সভায় প্রতাপবাবুকে গীতার একখানি ইংরাজী অনুবাদের স্থলবিশেষ দেখাইয়া উহার মূল শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সেবারও প্রতাপ বাবু বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই সকল কারণে ওদেশের লোক হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ইঁহাদের নিকট বিশেষ কিছু শিখিবার আছে ইহা ধারণা করিতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে স্বামিজীই প্রথম ত্যাগবৈরাগ্যের কথা ওদেশে শোনান এবং অসঙ্কোচে মূর্ত্তিপূজার সমর্থন করেন। তিনি পরচ্ছন্দানুবর্ত্তন করিতে জানিতেন না বা নিন্দা প্রশংসা গ্রাহ্য করিতেন না, তাই অকপট ভাবে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যাহা খাঁটিসত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী গুরুদাস নামক তাঁহার একজন শ্বেতাঙ্গ শিষ্য বলিতেন "তাঁহার জীবন-ব্রত ছিল জগতের লোককে জ্ঞানদান করা (His mission was to enlighten mankind,)" আর একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বলিতেন 'মানুষকে মানুষ গড়িয়া তোলা' ('It was man-making')—বাস্তবিক উভয়ের কথাই সত্য।

১৯শে সেপ্টেম্বর 'হিন্দুধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধ (Paper on Hinduism) পাঠের পর ২০শে তারিখে স্বামিজী 'Religion not the crying need of India' (ভারতবর্ষ ধর্ম্মের অভাব-পীড়িত নহে) বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি দুই এক কথায় বুঝাইয়া দেন যে ভারতে ধর্ম্মের অভাব আদৌ নাই, প্রকৃত অভাব অর্থের। উপসংহারে বলিয়াছিলেন পাশ্চাত্য জাতি সমূহের নিকট নির্ধন ভারতের জন্য সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যেই তাঁহার ওদেশে পদার্পণ। মহাসভার সভ্যগণ দেখিল তিনি

শুধু ধর্ম্মরহস্যবেত্তা ও দার্শনিক নহেন, সঙ্গে সঙ্গে মহা স্বদেশ-প্রেমিক।

২২শে তারিখে মহাসভার বৈজ্ঞানিকশাখার সমক্ষে তিনি দুইটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন—পূর্ব্বাহ্নে নৈষ্ঠিক হিন্দুধর্ম্ম ও বেদান্ত দর্শন (Orthodox Hinduism and the Vedanta Philosophy) ও অপরাহ্নে ভারতের আধুনিক ধর্ম্মসমূহ (Modern Religions of India)। ঐ সকল বিষয় পুনরালোচনার জন্য ২৩শে তারিখেও আর একটি বৈঠক (conference) বসিয়াছিল। ২৫শে অপরাহ্নে তিনি হিন্দু ধর্ম্মের সারতত্ত্ব (The Essence of the Hindu Religion) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। এইগুলি ব্যতীত বৈজ্ঞানিকশাখার অধিবেশনসমূহে আরও চারিটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

২৬শে তারিখে তিনি মহাসভায় 'বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের ক্রম-পরিণতি' (Buddhism, the fulfilment of Hinduism) এই সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মহাসভায় এক সহস্রেরও অধিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। সতর দিন ধরিয়া শুধু প্রবন্ধপাঠই চলিয়াছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য আধঘণ্টা করিয়া সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু স্বামিজীকে তদপেক্ষা অনেক অধিক সময় দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিদিন বেলা দশটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পঠিত হইত। মধ্যে কেবল খাইবার জন্য আধঘণ্টা বিশ্রাম। সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই নীরস ও অসার, সুতরাং অনেক সময় শ্রোতৃবর্গ শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত ও বিরক্ত

হইয়া উঠিত। কিন্তু সেই সময়ে সভাপতি মহাশয় সকলকে জানাইয়া দিতেন, 'সবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ ৫।১০ মিনিট বক্তৃতা করিবেন। অমনি সেই বিরাট জনসঙ্ঘ অসীম সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিত—স্বামিজী তাহাদের এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন!

এ সম্বন্ধে Boston Evening Transcript নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষেরা লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত বিবেকানন্দকে রাখিয়া দিতেন। যদি কোন গরমের দিন কোন নীরসবক্তা বেশীক্ষণ ধরিয়া বকিলে শত শত লোক চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিত, সভাপতি অমনি উঠিয়া বলিতেন স্বস্তিবাক্য উচ্চারণের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিবেন। আর কথা নাই, অমনি সেই শত শত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া পড়িতেন। এইরূপে কলম্বস হলের চারি সহস্র শ্রোতা শেষকালে বিবেকানন্দের পনর মিনিট বক্তৃতা শুনিবার জন্য সহাস্য বদনে দুই ঘণ্টা হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত ও অবিরাম পাখা নাড়িত। সভাপতি 'যত শেষ তত বেশ' এই প্রাচীন নীতিটি বেশ বুঝিতেন।"

মহাসভার অধিবেশনান্তে।

এইরূপে স্বামিজী চিকাগো মহাসভায় একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী হইতে সহসা বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষরূপে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার নাম লোকের মুখে মুখে বিরাজ করিতে লাগিল। তাঁহার পূর্ণায়তন প্রতিকৃতি সমূহ চিকাগো সহরের নানা স্থানে প্রদর্শিত হইতে লাগিল—উহাদের নিম্নে লেখা ছিল "সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ"। শত শত পথিক ভ্রমণকালে ঐ সকল চিত্রের নিকট গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইত ও মস্তক অবনত করিয়া করযোড়ে চিত্রলিখিত মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। সংবাদপত্রসমূহ শতমুখে তাঁহার প্রশংসা ও যশোগান করিতে লাগিল। রাজধানীর সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়া কাগজওয়ালাও তাঁহাকে একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যদ্বক্তা (Prophet & seer) বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিল। ওদেশে প্রতিষ্ঠাপন্ন সংবাদপত্র সমূহের মধ্যে নিউইয়র্ক হেরাল্ডের তুল্য গোঁড়া কাগজ আর নাই। তাহাতেও লিখিল—

"He is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions. After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation."

(ধর্ম্ম মহাসভায় ইনিই নিঃসন্দেহ সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সুশিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ কতদূর নির্বুদ্ধিতা তাহা বেশ বুঝিতেছি)।

এক বিবেকানন্দকে দেখিয়া তখন তাহারা সমস্ত ভারতবাসীকে

learned nation (পণ্ডিতের জাতি) বলিতে আরম্ভ করিয়াছে! আর কি গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জকসুর!—'পাদ্রী কাদ্রী পাঠান আর চল্‌বে না।'

The Boston Evening Transcript (দি বোষ্টন ইভিনিং ট্রান্সক্রিপট্) লিখিলেন:—

"He is a great favourite at the Parliament from the grandeur of his sentiments and his appearance as well. If he merely crosses the platform he is applauded and this marked approval of thousands he accepts in a child-like spirit of gratification without a trace of conceit."

ভাবার্থ—অপূর্ব্বভাব ও আকৃতির জন্য ইনি ধর্ম্মসভার একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র। যদি শুধু মঞ্চের উপর দিয়া চলিয়া যান তাহা হইলেই করতালিধ্বনি হইতে থাকে। অথচ সহস্র সহস্র ব্যক্তির নিকট হইতে এই বিশেষ সমাদর ইনি ঠিক বালকের ন্যায় সরল-ভাবে গ্রহণ করেন, তাহাতে আত্মাভিমানের লেশমাত্র থাকে না।"

বাস্তবিক তাঁহার বালসুলভ অকপটতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এত বড় পণ্ডিত, এত নাম যশ, অথচ কিছুমাত্র অভিমানের চিহ্ন নাই। এরূপ দৃষ্ট বড় বিরল। তাই স্বামিজী একবার বোষ্টনে বেড়াইতে গেলে উক্ত পত্র আবার লিখিয়াছিলেন:—

"Vivekananda is really a great man, noble, simple, sincere, and *learned beyond comparison with most of our scholars.*"

অর্থাৎ, "বিবেকানন্দ প্রকৃতই একজন মহৎ ব্যক্তি—সরল, অকপট এবং অগাধ পণ্ডিত—এত পাণ্ডিত্য যে আমাদের দেশের খুব কম পণ্ডিতই তাঁহার সহিত তুলনায় দাঁড়াইবার যোগ্য।"

The Press of America (দি প্রেস অব্ আমেরিকা) লিখিলেন :—

Professor Vivekananda who is of pleasing appearance and young, and being well-fitted with the ancient lore of India, made an address which captured the Congress, so to speak. There were bishops and ministers of nearly every Christian Church present and they were all taken by storm. The eloquence of the man with intellect beaming from his face, his splendid English in describing the beauties of his time-honoured faith, all conspired to make a deep impression on the audience."

অর্থাৎ "ভারতের অতীত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন প্রিয়দর্শন ও তরুণ বয়স্ক আচার্য্য বিবেকানন্দ মহাসভায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র সভ্যমণ্ডলী স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। তথায় বহু বিশপ ও প্রায় প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তৎপ্রভাবে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। এই মহাপুরুষের বাগ্মিতা, তাঁহার মুখনিঃসৃত অপূর্ব্ব বুদ্ধিজ্যোতিঃ, এবং তাঁহার চিরসম্মানিত ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য বর্ণনকল্পে তিনি যে সুন্দর ইংরাজী বলেন—সমস্ত একত্রিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনে এক গভীর ভাব সঞ্চার করিয়াছে।"

The Interior Chicago (দি ইণ্টীরিয়র চিকাগো) লিখিলেন :—

"And yet this was the man who of all speakers on the platform of the Parliament of Religions awoke the most uproarious applause and *was called back again and again.*"

"ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁহার প্রশংসা-ধ্বনিতে মহাসভায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয়ে যাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সভামধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।"

The New York Critique (দি নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক্) লিখিলেন :—

"*He is an orator by Divine Right* and his strong intelligent face in its picturesque setting of yellow and orange was hardly less interesting than those earnest words and the rich rhythmical utterance he gave them."

ভাবার্থ :—বক্তৃতাশক্তি তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। তাঁহার গৈরিক বসনাবৃত প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল যেমন চিত্রবৎ মনোরম, তাঁহার কণ্ঠস্বরও তেমনি বীণাধ্বনিবৎ সুমধুর। কথাগুলি শুনিলেই বুঝা যায় অন্তস্তল ভেদ করিয়া উঠিতেছে।

অন্যান্য বহু পত্রিকার ন্যায় এই পত্রিকাও স্বামিজীর সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

Reviews of Reviews (রিভিউ অব্ রিভিউজ্) তাঁহার বক্তৃতাকে বলিয়াছিল "noble and sublime" (অতি মহৎ ও উচ্চ

ভাবপূর্ণ)। এরূপ আরও শত সহস্র সাময়িক পত্র তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তর প্রশংসাসূচক কথা লিখিয়াছিল। তৎসমুদয় এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। তবে যে সকল আমেরিকাবাসী মনস্বী পুরুষ তাঁহার সম্বন্ধে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে দুই জনের অভিমত এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

Hon'ble Mr. Merwin—Marie Snell (মাননীয় মিঃ মারউইন মেরি স্নেল) লিখিয়াছিলেন :—

"No religious body made so profound impression upon the Parliament and the American people at large as did Hinduism............And by far the most important and typical representative of Hinduism was Swami Vivekananda, who, in fact, was beyond question the most popular and influential man in the Parliament. He frequently spoke, both on the floor of the Parliament itself and at the meeting of the scientific section, over which I had the honour to preside, and on all occasions he was received with greater enthusiasm than any other speaker, Christian or Pagan. The people thronged about him wherever he went and hung with *eagerness* on his every word......The most rigid of orthodox Christians say of him, *'He is indeed a prince among men!'*"

ভাবার্থ:—আর কোন ধর্ম্মই ধর্ম্ম মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে নাই এবং এই ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। মহাসভায় ইঁহার প্রভাব ও আদর যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে সে বিষয় আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন—খাস মহাসভায় ত বটেই এবং উহার বৈজ্ঞানিক শাখার অধিবেশন সমূহেও (যাহাতে সভাপতি হইবার সম্মান আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল); এবং প্রত্যেকবারই খৃষ্টান, অখৃষ্টান সকল বক্তা অপেক্ষা লোকে তাঁহাকেই বিশেষ সম্ভ্রম সহকারে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তিনি যেদিকে যাইতেন সেই দিকেই লোকের ভিড় হইত এবং তাঁহার মুখের প্রত্যেক কথাটি শুনিবার জন্য লোকে উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত। খৃষ্টানদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে গোঁড়া তাঁরাও বলেন 'বাস্তবিক ইনি নর-কুলের অলঙ্কার স্বরূপ।'

মহাসভার জেনারেল কমিটির সভাপতি রেভারেণ্ড ব্যারোজ (Rev. J. H. Barrows) মহোদয়ও বলিয়াছেন:—

"Swami Vivekananda exercised a wonderful influence on his audience" (স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতৃবর্গের উপর আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন)।

উপরোক্ত অভিমত সমূহ হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় আমেরিকার অধিবাসীগণের মনের উপর স্বামিজী কিরূপ আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাহারাও তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এখন হইতে তাঁহার আর কোন অভাব বা কষ্ট রহিল না। আমেরিকার

শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন, এবং অতুল সম্পদশালী ধনকুবেরদিগের গৃহদ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত হইল। সকলেই তাহার সঙ্গ বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া একান্ত চিত্তে উহা প্রার্থনা করিতে লাগিল ও তাঁহার দর্শনলাভে বা মুখের একটী কথা শ্রবণ করিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল। স্বামিজী স্বয়ং এ সম্বন্ধে ২রা নভেম্বর চিকাগো হইতে লিখিয়াছিলেন:—

"আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলিব! আমার এক্ষণে কোন অভাব নাই। আমি খুব সুখে আছি আর ইউরোপে যাইতে আমার যে খরচ লাগিবে তাহা আমি এখান হইতেই পাইব। অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই।......আমার পোষাক প্রভৃতির জন্য যে গুরুতর ব্যয় হইয়াছে তাহা সব দিয়া আমার হাতে এখন ২০০ পাউণ্ড আছে। আর আমার বাটীভাড়া বা খাই খরচের জন্য এক পয়সাও লাগে না। কারণ ইচ্ছা করিলেই এই সহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাটীতে আমি থাকিতে পারি। আর—আমি বরাবরই কাহারও না কাহারও অতিথি হইয়া রহিয়াছি। এই জাতির এত অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এরূপ দেখিবেনা।" (ইংরাজীর অনুবাদ—পত্রাবলী ১ম খণ্ড ৩৯ পৃঃ)

পাঠক! এই সেই বিবেকানন্দ যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে পরিব্রাজক ভিখারীর বেশে ভারতের পথে পথে ঘুরিয়াছিলেন, যিনি সেদিনও প্রথম আমেরিকাতে আসিয়া অর্থাভাবে দারুণ অনিশ্চিত অবস্থায় পতিত হইয়া ভারতে সাহায্য প্রার্থনার জন্য তার করিতে বাধ্য

হইলে কোন ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোক বলিয়াছিল Let the devil die of cold (পাষণ্ড মরুক শীতে !) হায় ! সেদিন কে জানিত যে আজ যিনি অর্থাভাবে এত কাতর ও চিন্তিত হইয়াছেন শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যেদিন তিনি আর অর্থের জন্য আকুল হইবেন না, বিশ্বের অর্থ সম্পদই তাঁহার পদতলে লুটাইবার জন্য লালায়িত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইবে। পাঠক হাসিবেন না, সত্যই এইরূপ হইয়াছিল। অধিক আর কি বলিব, স্বামিজীর অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে মোহিত হইয়া আমেরিকার বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় কুলনারী তাঁহার অনুরাগিণী এবং কেহ কেহ এমন কি তাঁহার পাণিপ্রার্থিনী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই অনন্ত ভোগসুখ করায়ত্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। যাঁহার নয়নবহ্নিতে মদন ভস্ম হইয়াছিল সেই শঙ্করতুল্য তেজস্বী পুরুষ কামনার দাস ছিলেন না। একথা বোধ হয় এখন কাহারও অবিদিত নাই যে এক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী এই সময়ে বিনীত ভাবে তাঁহার পদে আপনার রূপযৌবন ও বিস্তীর্ণ ঐশ্বর্য্য সমর্পণ করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী উত্তরে তাঁহাকে শুধু একটি কথা বলিয়াছিলেন, 'ভদ্রে, আমি যে সন্ন্যাসী, নিখিল বিশ্বের সমস্ত রমণীই যে আমার মা'। এ কি সাধারণ চরিত্র-বল !

কিন্তু এত আদর, সম্মান, যশোগীতি ও প্রশংসাকীর্ত্তন স্বামিজীর নিষ্কলঙ্ক চিত্তে বিন্দুমাত্র অহঙ্কারের ছায়াপাত করিতে পারে নাই। বরং মনে হয় তিনি ইহাতে যেন যন্ত্রণা বোধ করিয়াছিলেন। কারণ যেদিন প্রথম তিনি সংবাদ পত্রের স্তম্ভে আপনার অজস্র

প্রশংসা ও খ্যাতির বিবরণ পাঠ করিলেন, সেদিন তিনি "আজ হইতে আমি নির্জ্জনচারী সন্ন্যাসীর স্বাধীনতা হারাইলাম" ভাবিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন।

আর—স্বদেশ? এ ঐশ্বর্য্যের পুষ্পিত নন্দনে আসিয়া তিনি এক দিনের জন্যও তাঁহার দরিদ্র স্বদেশের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার নিজের এখন আর কোন অভাব ছিল না সত্য—ইচ্ছা করিলে তিনি এখন অনায়াসে ক্রোড়পতির প্রাসাদে স্বচ্ছন্দে মহাআরামে অসংখ্যপ্রকার বিলাস বৈভবের মধ্যে বিহার করিতে পারিতেন, কিন্তু সে হৃদয় ভোগে মাতিবার নয়! পাঠক একটি ঘটনার কথা শুনুন। যেদিন তাঁহার নাম বিশ্ববিখ্যাত হইয়া পড়িল ঠিক সেই দিন শিকাগো সহরের একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ ধনী তাঁহাকে মহাসমাদরে নিজালয়ে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং অনুগত ভক্তজনের ন্যায় বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহার সেবা ও সৎকার করিলেন। রাত্রিতে তাঁহার শয়নের জন্য একটি বিচিত্র বিলাসোপকরণসজ্জিত সুরম্য প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে রাত্রে স্বামিজীর নিদ্রা হইল না। সেই ইন্দ্রপুরী সদৃশ অট্টালিকা, রত্নাবলীভূষিত দীপালঙ্কৃত গৃহদ্বার, দুগ্ধফেননিভশয্যা, কল্পনাতীত অসংখ্য ভোগোপকরণ তাঁহার চিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তাঁহার চক্ষের সলিলে উপাধান ভিজিয়া গেল, শয্যা কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ও বাতায়নতলে দণ্ডায়মান হইয়া বাহিরের ঘোর অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সে চিন্তা ভারতের। ভারতের লোক দু-বেলা দু-মুঠা

খাইতে পায় না, আর এদেশের লোকের এত ঐশ্বর্য্য যে তুচ্ছ ভোগবিলাসের জন্য কোটী কোটী মুদ্রা জলের মত খরচ করে— এ চিন্তা তুষানলের ন্যায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে যন্ত্রনার আবেগে তাঁহার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি গৃহতলে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া ক্রমাগত এই চিন্তা উঠিতে লাগিল 'হা আমার দুঃখিনী মাতৃভূমি! তোমার অত দুর্দ্দশা, আর আমার অদৃষ্টে এই সুখভোগ! আমি এ সুখ সৌভাগ্য ও নামযশঃ লইয়া কি করিব?'

কিন্তু এই মহদাশয় ব্যক্তিরও শত্রুর অভাব ছিল না। চিকাগো মহাসভায় তাঁহার প্রতিপত্তি দর্শনে ও পরে তাঁহার জগদ্ব্যাপী যশঃকীর্ত্তন শ্রবণে কতিপয় নীচ, স্বার্থান্বেষী কুটিল ব্যক্তি ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল। বলিতে লজ্জা করে, ইহার মধ্যে একজন তাঁহার স্বদেশীয় ও ভারতের সংস্কারকসম্প্রদায়ের নেতৃকল্প ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন এই নবীন সন্ন্যাসী কোথা হইতে অতর্কিতে আসিয়া তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত যশোরাশিকে মলিন ও নিষ্প্রভ করিবার উপক্রম করিয়াছেন তখন তিনি কৌশলক্রমে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর গৌরবহানি করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ধর্ম্ম-মহাসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট স্বামিজীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষে ওকে কেউ চেনেও না। ও একটা ভবঘুরে (Vagabond) গোছের লোক, আর জুয়াচোর, এখানে আসিয়া মস্ত সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইতেছে" ইত্যাদি। সৌভাগ্যের বিষয়, ধর্ম্মমহাসভার পরিচালকগণ তাঁহার কথায় বিশ্বাস

স্থাপন করেন নাই। তাঁহারা স্বয়ং স্বামিজীর আকার প্রকার, কথাবার্ত্তা ও চালচলন দেখিয়া তাঁহাকে কিছুতেই প্রবঞ্চক বা হীন-চরিত্রের লোক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না। সুতরাং উক্ত মহাত্মার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। শুধু ইঁহারা নহেন, থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতারাও স্বামিজীর প্রতি শুধু যে সহানুভূতির অভাব দেখাইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গাত্রদাহ হইয়াছিল গোঁড়া সম্প্রদায়ের খৃষ্টান পাদরীদিগের। তাঁহারা তাঁহার নির্ভীক সমালোচনা ও স্পষ্টবাদিতায়* তাঁহার উপর জাতক্রোধ হইয়া উঠিল এবং কি করিয়া তাঁহার

* স্বামিজী দেখিলেন ভারত-প্রত্যাগত মিশনরীগণের অনেকেই দেশে ফিরিয়া গিয়া ভারতবর্ষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্ব্বরের দেশ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ও নানাবিধ কাল্পনিক গল্পের দ্বারা নিজ নিজ উক্তির সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন,—ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল। সুতরাং তিনি সুযোগ পাইলেই আমেরিকাবাসীর মন হইতে ঐ ধারণাটি অপসৃত করিবার চেষ্টা করিতেন ও তজ্জন্য কখন কখন তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। একবার মিনিয়াপোলিস নামক স্থানে বক্তৃতা কালে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন হিন্দুরমণীরা সন্তানদিগকে নদীগর্ভে কুম্ভীরের মুখে নিক্ষেপ করেন কিনা, স্বামিজী তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন 'Yes madam, they threw me in, but like your fabled Jonah I got out again,' (মহাশয়া, তাই বটে, আমাকেও তাহারা ঐরূপে ফেলিয়া দিয়াছিল, তারপর আপনাদের পুরাণোক্ত জোনার ন্যায় আমি বাঁচিয়া উঠিয়াছি)। আর একবার তিনি বলিয়াছিলেন "আমি স্পষ্ট কথা বলি বটে, তবে সে তোমাদেরই ভালর জন্য। আমি এখানে তোমাদের মনযোগান কথা বলিতে আসি নাই, সত্য

কলঙ্ক রটনা করিতে পারিবে তাহার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। কিন্তু সহজে তাঁহার ছিদ্র না পাইয়া তাহারা অবৈধ ভাবে তাঁহাকে গালি দিতে ও তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। তাহারা কোনরূপে সুবিধা করিতে না পারিয়া এক গর্হিত উপায় অবলম্বন করিল। কতকগুলি সুন্দরী যুবতীকে তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল এবং কৃতকার্য্য হইতে

কথা বলিতে আসিয়াছি। মনযোগান বা খোসামুদে কথা বলা আমার ব্যবসা নহে, তা' যদি হইত তবে আমি এতদিনে নিউইয়র্ক সহরের Fifth Avenue (একটি রাস্তার নাম) নামক স্থানে একটা নবরঙ্গের গীর্জ্জা :খুলিয়া বসিতাম। তোমরা আমার সন্তানবৎ। আমি তোমাদের ভুলভ্রান্তি দেখাইয়া ভগবানের দিকে তোমাদিগকে লইয়া যাইতে চাই, সুতরাং সব সময় তোমাদের প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্ম ও সভ্যতার গুণগান করিতে পারিব না।" ডেট্রয়েটে স্বামিজী একদিন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন ' Where is your Christianity? Where is there a place for Jesus the Christ in this selfish struggle, in this constant tendency to destroy? True if He were here to-day, He would not find a stone where to lay His head." (তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম কৈ? এই মারামারি কাটাকাটি ও প্রবল স্বার্থসংঘর্ষের মধ্যে যীশুর স্থান কোথায়?) খ্রীষ্টের আদর্শের এমন সুন্দর ধারণা তিনি কেমন করিয়া করিলেন ভাবিয়া একজন সুবিখ্যাত ধর্ম্মযাজক বিস্ময় প্রকাশ করিলে স্বামিজী বলিয়াছিলেন—"Why, Jesus was an Oriental! It is therefore natural that we orientals should understand him truly and readily." (কেন, খ্রীষ্ট যে প্রাচ্য দেশের লোক ছিলেন। আমরাও সেই দেশের লোক। সুতরাং তাঁর ভাব যে ঠিক ঠিক ধর্ত্তে পারব এতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?)

পারিলে তাহাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিবে এইরূপ অঙ্গীকার করিল। স্ত্রীলোকগুলি প্রথমে তাঁহার নিকট গিয়া নানাবিধ প্রলোভন-জাল বিস্তারের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ও তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতা, শিশুসুলভ সরলতা ও পবিত্রতা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া ফেলিল। বাস্তবিক তাহারা জীবনে কখনও এ প্রকার মোহপাশ, প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্যে কোন পুরুষকে এ ভাবে অটল, সংযত ও দৃঢ়ব্রত থাকিতে দেখে নাই, প্রকৃত ধার্ম্মিক যে কতদূর ইন্দ্রিয় দমন করিতে সমর্থ তাহাও তাহারা অবগত ছিল না। সুতরাং স্বামিজীর চরিত্র-মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়া তাহারা অবিলম্বে আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইল। ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি যে ঈর্ষ্যাচালিত হইয়া এতদূর নীচতা অবলম্বন করিতে পারেন ইহা সহসা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন ঈর্ষ্যায় লোক অন্ধ হয়।

১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষের মিশনরীরাও অনেকে স্বামিজীকে তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট হীন প্রতিপন্ন করিবার মানসে তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পিত কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হয় ও আমেরিকায় কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতেছেনা ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার উপর অযথা আক্রমণ করিতে থাকে। ভারতবর্ষ হইতে স্বামিজী যে সব চিঠিপত্র পাইতেন তাহার মধ্যে একখানি পত্রে ঐ সংবাদ দেওয়া ছিল ও আমেরিকার কোন্ একখানা সংবাদপত্র তাঁহার যে নিন্দাবাদ প্রচার করিয়াছিল তাহার উল্লেখ ছিল। স্বামিজী তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন :—

"তোমাদের পত্র পাইয়াছি। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে আমার

সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌঁছিয়াছে। 'ইন্টিরিয়ার' পত্রিকার সমালোচনা সমুদয় আমেরিকাবাসীর ভাব বলিয়া বুঝিও না। এই পত্রিকাকে এখানে কেহ চেনে না বলিলেই হয়, আর ইহাকে এখানকার লোকে 'নীলনাসিক প্রেস্‌বিটিরিয়ন'দের কাগজ বলিয়া ঠাট্টা করে। এরা খুব গোঁড়া সম্প্রদায়। অথচ নীলনাসিকগণ সকলেই যে অভদ্র তা নয়। সাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে, তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু নামজাহির করিবার উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকা ঐরূপ লিখিয়াছিল। আমেরিকার জনসাধারণ (বিশেষতঃ পুরোহিতগণ) আমাকে খুব যত্ন করিতেছেন। এইরূপ কোন বড় লোককে গালাগালি দিয়া অনেক পত্রিকা যে খ্যাতনামা হইতে চায় এই কৌশল এখানকার কাহারও অবিদিত নাই সুতরাং ইহারা ওসব বড় গ্রাহ্যর মধ্যে আনে না। অবশ্য ইহাতে ভারতীয় মিশনরীদের যে খুব সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বলিও—"হে য়াহুদী, চাহিয়া দেখ, ঈশ্বরের নিকট তোমাদের বিচারের দিন সমাগত।" বাস্তবিক তাহাদের প্রাচীন গৃহের ভিত্তিসমূহ এক্ষণে যায় যায় হইয়াছে; উহারা পাগলের মত যতই চীৎকার করুক না কেন, উহা আর কিছুতেই টিঁকিতেছে না। অবশ্য মিশনরীদের জন্য আমার দুঃখ হয়। প্রাচ্যদেশের লোকেরা দলে দলে এখানে আসাতে তাহাদের ভারতে গিয়া বড়মানুষী করিবার উপায় অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের প্রধান প্রধান ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে একজনও আমার বিরোধী নহেন। যাহা হউক যখন পুষ্করিণীতে নামিয়াছি তখন শেষ পর্য্যন্ত ভাল করিয়াই দেখিব।"

বাস্তবিক সাধারণ শ্রেণীর হীনচেতা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা স্বামিজীর বিরুদ্ধে নানা কথা রটনা করিতেছিল বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে সমস্ত খ্রীষ্টীয় যাজক সম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, বরং খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যে যে সকল চিন্তাশীল, মহামনা উচ্চান্তঃকরণ ব্যক্তি ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এবং পুরোহিতশ্রেণীর মধ্যেও অধিকাংশ প্রধান বা সত্য-নিষ্ঠ ব্যক্তি স্বামিজী এবং তাঁহার মতের অনুরাগী হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে পূর্ব্বোক্ত ইতর লোকদিগের ব্যবহার দর্শনে বিরক্ত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে সংবাদ পত্রে লেখনী-চালনা করিবার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু স্বামিজী বলিতেন 'আমি কেন ঐরূপ করিতে যাইব? নিজের স্বার্থ রক্ষার্থ কোন কথা বলা সন্ন্যাসীর কার্য্য নহে। তা ছাড়া সত্যকে কেহ গোপন করিতে পারিবে না। ঠিক জেনো সত্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিবে।' ভক্ত ও গুণগ্রাহী বন্ধু-দিগকে এই সকল ব্যাপার লইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখিলে কখন কখন বলিতেন 'ক্রোধ করিতেছেন কেন? নিন্দক ও নিন্দিত, প্রশংসক ও প্রশংসিতের মধ্যে কি কোন ভেদ আছে?'

এই সময়ে স্বামিজীর পরিশ্রমও খুব গুরুতর হইতেছিল। ওখানকার একটা Lecture Bureau (বক্তৃতা কোম্পানী) তাঁহাকে সমস্ত আমেরিকাময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল। সাধারণতঃ যাঁহারা উৎকৃষ্ট বক্তা ও বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হন তাঁহা-দিগকেই এই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। স্বামিজীকেও তাহারা এই

জন্য আপনাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিল। তিনি দেখিলেন ইহা নিতান্ত মন্দ নহে। কিছু অর্থ পাইলে তাঁহার নিজেরও সুবিধা হইবে, চাই কি, উহা হইতে তিনি ভারতে ধর্ম্ম ও জনসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানেও অর্থ-সাহায্য করিতে পারিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাবাসী নরনারীর সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদিগের মন হইতে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলির উচ্ছেদপূর্ব্বক যথার্থ সত্য ধারণা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবেন। সুতরাং তিনি উক্ত কোম্পানীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমেরিকার চতুর্দ্দিকে নানাবিষয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন, যথা 'India and its Women' (ভারতের নারীজাতি), 'The manners and customs of the Hindus' (হিন্দুদিগের আচার পদ্ধতি), 'Is India a benighted country?' (ভারত কি অজ্ঞানাচ্ছন্নদেশ?) ইত্যাদি। এই সকল বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে আমেরিকার পূর্ব্ব ও মধ্যপশ্চিম প্রদেশের প্রত্যেক বৃহৎ ও প্রধান প্রধান নগরে যাইতে হইয়াছিল। এইরূপে তিনি চিকাগো, আইওয়া সিটি, ডিসময়েনিস্, সেণ্টলুই, ইণ্ডিয়ানা পোলিস্, মিনিয়াপোলিস, ডেট্রয়েট, হার্টফোর্ড, বাফেলো, বোষ্টন, কেম্ব্রিজ, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলিন, এবং নিউইয়র্ক ভ্রমণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই সকল বক্তৃতা ও ভ্রমণের সবিশেষ বৃত্তান্ত এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। মাঝে মাঝে Detroit Free Press বা ঐরূপ দুই চারি খানা প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে তাঁহার দুই চারিটী উপদেশ বা বক্তৃতার সারাংশ ও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার অধিক আর কিছু পাওয়া যায় না। তবে এই সকল বক্তৃতা দ্বারা তিনি যে আমেরিকা-

বাসিদের মন হইতে ভারতবর্ষ বর্ব্বরের দেশ, উহার ধর্ম্ম অতি অকিঞ্চিৎকর এবং উহার অধিবাসীরা দারুণ অসভ্য এই সকল মিথ্যা সংস্কার দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রাচ্যদেশ, ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ও যথার্থ ধারণা স্থাপন করিতে বহুল পরিমাণে সমর্থ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

ঠিক কোন্ সময়ে তিনি যে এই সকল বক্তৃতা দিবার জন্য পর্য্যটন আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে বোধ হয় ১৮৯৪ সালের প্রারম্ভে। কারণ এই সময়েই তিনি একবার লিখিয়াছিলেন 'আমি ক্রমাগত চর্কীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি'। তাঁহার পর্য্যটনাবসরের অধিকাংশকাল চিকাগোর জর্জ, ডব্লিউ, হেল সাহেবের বাটিতে যাপিত হইত, কারণ এই পরিবারের সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন।

কিন্তু এই প্রচার কার্য্য সকল সময় ভাল লাগিত না। এক ত ওদেশে কোন্ সময়ে কিরূপ কাপড় উপযোগী তাহা না জানার দরুণ শীতের সময় গ্রীষ্মের পোষাক পরিয়া শীতে কষ্ট পাইতেন, তাহার উপর শ্রোতাদিগের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত জ্ঞানের একান্ত অভাব ও মূঢ়বৎ প্রশ্নের উপর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরিয়া যাইত। সত্য বটে; অনেক সময়ে ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাঁহাকে নিজ নিজ উপাসনাগারে লইয়া গিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিতেন এবং তিনি যেখানেই যাইতেন সেইখানে লোকের উৎসাহের সীমা থাকিত না, তথাপি অসংখ্য লোকের অজ্ঞতা দূর করা বড় কম পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার কর্ম্ম নহে। তিনি দেখিলেন

লোকগুলা ভারত সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞ, আর যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানে তাহাও ভ্রমপূর্ণ। তিনি কখনও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া বক্তৃতা দিতেন না, সভায় উপস্থিত হইয়া যাহা বলিবার ইচ্ছা হইত বলিতেন। অনেক সময় এরূপ হইত—হয়ত বক্তৃতা বেশ জমিয়াছে, তিনিও প্রাণের আবেগে অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন এমন একটা তুচ্ছ প্রশ্ন উত্থাপন করিল যে সব মাটী হইবার যোগাড়। হয় তখন বক্তৃতাস্রোত থামাইতে হয়, না হয় তাহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। কেহ কেহ আবার তাঁহার কথা শুনিতে চাহিত না, প্রতিবাদ করিত, তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত। আর একবার তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার বেগধারণ করা কাহারও পক্ষে সহজ হইত না। তাঁহার প্রবল মানসিক শক্তি ও ক্ষুরধার বিদ্রূপের নিকট সকলকে নিরুত্তর হইতে হইত। এ সম্বন্ধে Iwoa State Register লিখিয়াছেন :—

"But woe to the man who undertook to combat the monk on his own ground and that was where they all tried it who tried it at all. His replies came like flashes of lightning and the venturesome questioner was sure to be impaled on the Indian's shining intellectual lance. The workings of his mind, so subtle and so brilliant, so well-stored and so well-trained sometimes dazzled his hearers, but it was always a most interesting study. Vivekananda and his cause found a place in the hearts of all true Christians."

ভাবার্থ :—যদি কোন ব্যক্তি স্বামিজীর যুক্তিতর্কের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইত তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ। তাঁহার উত্তরগুলি যেন বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় ঝলসাইয়া উঠিত আর সেই দুঃসাহসিক তার্কিক তাঁহার শাণিত বুদ্ধিফলকে বিদ্ধ হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইত। তাঁহার জ্ঞান-সম্ভার-পূর্ণ, সুশিক্ষিত মনের ক্রিয়া সকল এত সূক্ষ্ম ও প্রখর যে সহজেই শ্রোতৃবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করে, কিন্তু এরূপ মনের গতি অনুধাবন করা বড়ই প্রীতিপ্রদ। বাস্তবিক বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রতিপাদ্য মত সকল খৃষ্টনিষ্ঠের হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

যাহা হউক অসহ্য বিরক্তি সত্বেও স্বামিজী, ইহা দ্বারা তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া, অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং সব সময়ে তিনি যে সাধারণ ও লৌকিক বিষয়েই বক্তৃতা দিতেন তাহা নহে, মাঝে মাঝে ধর্ম্ম দর্শনাদি বিষয়ক উপদেশ দিতেও ছাড়িতেন না, কিন্তু ক্রমশঃ আর একটি কারণে তিনি ঐ কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তিনি দেখিলেন বক্তৃতা-কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা তাঁহার সাহায্যে নিজেদের কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতেছেন, অথচ তাঁহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ। প্রথম প্রথম তাঁহারা তাঁহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার এক একটি বক্তৃতার জন্য ৯০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৭০০৲ টাকা দিয়াছিলেন, কিন্তু তার পর ক্রমশঃ ঐ টাকার পরিমাণ হ্রাস হইতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে একদিন একটি বক্তৃতায় এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া স্বামিজীকে

মাত্র ২০০ ডলার বা ৬০০৲ দিলেন, ইহাতে স্বামিজী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন। তিনি তাহাদের জন্য মুখ দিয়া রক্ত তুলিয়া পরিশ্রম করিবেন, অথচ তাহারা তাঁহাকে যৎসামান্য কিছু দিয়া যেন কৃতার্থ করিতে চায়, ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। আর বাস্তবিক এরূপ করিবার কোন সঙ্গত হেতুও ছিল না, কারণ শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর তাঁহার প্রভাবও দিন দিন বাড়িতেছিল। যাহা হউক এই সকল কারণে ও পয়সা লইয়া বক্তৃতা দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় কিছুকাল পরে স্বামিজী উক্ত কোম্পানীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহার যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

উপরোক্ত প্রকারে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দিবার সময়ে তিনি আমেরিকানদিগের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন—সেটি হইতেছে তাঁহাদের সত্যানুরাগ। অবশ্য সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র অর্থ উপার্জ্জন, পাশ্চাত্যজাতি মাত্রেই অতিশয় অর্থগৃধ্ন,। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও উহারা সত্যানুরাগী, এবং এই অনুরাগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক শ্রেণীর ভণ্ডজ্ঞানী শিক্ষাদানছলে জন-সাধারণকে প্রবঞ্চনা করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। স্বামিজী পর্য্যটন করিতে করিতে এইরূপ একদল লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে আপনাদিগের দলভুক্ত করিবার জন্য বিবিধপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ঘৃণার সহিত তাহাদিগের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এই ঘটনায়

পর হইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল যে তিনি ওদেশে প্রকৃত অধ্যাত্ম-তত্ত্ব প্রচারের জন্য প্রাণপাত করিবেন, কিন্তু তাহার জন্য এক কপর্দ্দকও কাহারও নিকট গ্রহণ করিবেন না।

এই সকল কার্য্যের অবকাশে তিনি আমেরিকার অনেক বিশ্ব-বিদ্যালয়, মিউজিয়ম, চিত্রশালা, কারখানা ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান-সমূহ দর্শন করিতেন ও তাহাদের শিল্প বাণিজ্যাদি বিস্তারের উপায় ও প্রণালী সমূহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিতেন। বস্তুতঃ তিনি পরিশ্রমনিরত ছাত্রের ন্যায় আমেরিকার সামাজিক জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যহ প্রত্যেক বিষয় হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত সদাসর্ব্বদা মিশিতেন, তাঁহারা বলেন "To be with him was in itself an education (তাঁহার কাছে থাকিলে বহু বিষয় শিক্ষা করা যাইত)।

স্ত্রীলোকেরা আমেরিকার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। স্বামিজী ওখানে বহু স্ত্রীলোকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে নারীজাতিকে শিক্ষিত না করিলে কোন দেশের উন্নতি হইতে পারে না। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত। আবার, সাধারণতঃ, আমেরিকান নারী, আমেরিকান পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। পুরুষগুলা অর্থের জন্য সমুদয় জীবনটাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে, আর স্ত্রীলোকেরা সাবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করে।" ইহাদের সহিত ভারতের শিক্ষাহীনা নারীকুলের তুলনা করিয়া তিনি বড়ই বেদনা অনুভব

করিতেন। ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে হরিপদ মিত্র মহাশয়কে তিনি যে পত্র লেখেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন :—

"এদেশে দারিদ্র্য নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে, বড়ই কম। 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু' (যে দেবী স্বয়ং সুকৃতি-পুরুষের গৃহে বিরাজ করেন), একথা বড়ই সত্য। এদেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখ্‌ছি। আর এরা কেমন স্বাধীন! সকল কার্য্য এরাই করে। স্কুল কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়াদেশে মেয়েছেলের পথ চল্‌বার যো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে—লেকচার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলিতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করিলেও এদের ঋণমুক্ত হব না।

'বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্গ নয়, যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন তিনিই প্রকৃত শাক্ত। এরা তাই দেখে। এবং মনু মহারাজ যে বলেছেন 'যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ, অর্থাৎ যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা—এখানে ঠিক তাই, আর তাই এরা এত সুখী, বিদ্বান্, স্বাধীন ও উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি—তার ফল, আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।......" আর এক স্থানে লিখিতেছেন—

'আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয়না, আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার, হাট, রোজকার, দোকান, কলেজ, অধ্যাপনা সব কাজ করে, অথচ মনে একটুও দাগ নেই। যাদের পয়সা আছে তারা আবার দিনরাত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি?—না, আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ বাবাজী? মনু বলেছেন 'কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ', ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে বিদ্যালাভ কর্ত্তে হবে, তেমনি মেয়েদেরও করতে হবে, কিন্তু আমরা কি কর্‌ছি?—তোমাদের মেয়েদের উন্নত করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশু জন্ম ঘুচিবে না।'

দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে ধর্ম্ম বিষয়ে আমেরিকানরা আমাদিগের অপেক্ষা অনেক হীন কিন্তু সমাজ-সম্বন্ধে উহারা অনেক অগ্রগামী। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, 'ইহাদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব আর ইহাদিগকে আমাদের অদ্ভুত ধর্ম্ম শিক্ষা দিব।'

আমেরিকায় থাকিতে ওদেশের শিষ্টাচারের নিয়মাবলী পালন করিতে তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত হইতেন। এ বিষয়েও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শে বহু প্রভেদ। কিন্তু তিনি ওদেশীয় নিয়মকানুন রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক মনে করিতেন। আবার সময়ে সময়ে সন্দেহ হইলে বালকের ন্যায় সরলভাবে গৃহস্বামী বা গৃহস্বামিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেন 'কোন্‌টা ঠিক?' যেমন সিঁড়িতে উঠিবার বা নামিবার সময় কাহার আগে যাওয়া উচিত? স্ত্রীলোকের না

পুরুষের? কিন্তু তিনি যেখানেই যাইতেন কেহ তাঁহার ত্রুটি বা দোষ ধরিত না, তাঁহার সম্বন্ধে নিয়ম ছিল তিনি কোন সামাজিক রীতিনীতির বাধ্য নহেন। সর্ব্বত্রই গৃহস্বামী তাঁহাকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করিতেন।

কিন্তু এত ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি ও কাজকর্ম্মের মধ্যেও স্বামিজী আপনার প্রকৃতিগত ধ্যানধারণার ভাব হারান নাই। সময়ে সময়ে তিনি আত্মভাবে তন্ময় হইয়া সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন। অনেক দিন এমন ঘটিত যে ট্রামে উঠিয়াছেন, ট্রামখানা দুই তিনবার গন্তব্যস্থানে যাতায়াত করিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার খেয়াল নাই। অবশেষে কণ্ডাকটার আসিয়া যখন ভাড়ার তাগাদা করিত তখন তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িতেন ও ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ ঘটনা পুনরায় না ঘটে তজ্জন্য সতর্ক থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

পর্য্যটন ও প্রচার।

বক্তৃতা-কোম্পানীর কার্য্য উপলক্ষে পর্য্যটনকালে স্বামিজীর সহিত যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির আলাপ পরিচয় হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ইঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী ও বক্তা * মিঃ রবার্ট ইঙ্গারসোলের (Ingersoll) নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সহিত স্বামিজীর ধর্ম্মদর্শনাদি বিষয়ে অনেক আলোচনা ও বাদানুবাদ হইত। ইংগারসোল তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন তিনি অত স্পষ্ট ভাষায় মনের কথা প্রকাশ না করেন—বিশেষতঃ নূতন কিছু প্রচার করিবার সময়, বা ওদেশের লোকের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর কোনরূপ সমালোচনা করিবার সময়। স্বামিজী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন 'আপনি যদি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে এইরূপ প্রচার করিতে আসিতেন, তবে ইহারা আপনাকে ফাঁসীতে লটকাইত বা পুড়াইয়া মারিত। এমন কি, কিছুদিন পূর্ব্বে আসিলেও, আপনাকে ইঁট মেরে মাথা ভেঙ্গে গ্রাম থেকে বার কোরে দিত।' স্বামিজী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বাস্তবিক আমেরিকার লোকেরা যে কোন সময়ে অত সঙ্কীর্ণ-হৃদয় বা ধর্ম্মান্ধ ছিল ইহা তাঁহার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। ইংগারসোলকেও তিনি সে কথা খুলিয়া বলিলেন। তবে ইংগারসোল ও তাঁহার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ ছিল। ইংগারসোল কোন

---

* স্বামিজী এক পত্রে লিখিয়াছিলেন 'মিঃ ইংগারসোল এই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বক্তা। ইনি প্রতি বক্তৃতায় ৫ হইতে ৬০০ ডলার পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন।'

ধর্ম্মই মানিতেন না, একরূপ নাস্তিক ছিলেন বলিলেই হয়। স্বামিজী ধর্ম্ম ও ঈশ্বর মানিতেন, এবং যদিও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত আমেরিকাবাসীদের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইত, তথাপি তিনি কোন ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না, বরং খৃষ্ট ও খৃষ্টমাতা মেরীর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং ইংগারসোলের যতটা ভয়ের কারণ ছিল, স্বামিজীর ততটা ছিল না। এই দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে মতের কিরূপ পার্থক্য ছিল স্বামিজী-কথিত একটী ক্ষুদ্র কাহিনী হইতে তাহা টের পাওয়া যায়। স্বামিজী বলিতেন "ইংগারসোল একসময়ে আমায় বলিয়াছিলেন 'আমি এই জগৎটা যথাসম্ভব ভোগ করিবার পক্ষে; লেবুটা নিংড়ে, যতপার রস বার কোরে নাও, কারণ এই জগৎটার অস্তিত্বই আমাদিগের নিকট নিশ্চিত, এছাড়া আর সব অনিশ্চিত'। তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম 'আপনি যে উপায়ে নেবু নিংড়াবার কথা বল্‌চেন, আমি তার চেয়ে ঢের ভাল উপায় জানি, আর তাতে কোরে বেশী রসও পাই। আমি জানি আমার মৃত্যু নেই, তাই রস নিংড়ে নেবার জন্য তাড়াহুড়ো করি না। আমি জানি ভয়ের কোন কারণ নেই, সুতরাং বেশ ধীরে সুস্থে মজা ক'রে নিংড়াচ্ছি। কাহারও প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্য নেই, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তিরও ধার ধারি না, সুতরাং আমি জগতের সব নরনারীকে ভালবাস্‌তে পারি। আমার নিকট সকলেই শ্রীভগবানের স্বরূপ। মানুষকে শ্রীভগবান্ বোধে ভালবাস্‌তে পার্লে কতটা সুখ হয় ভাবুন, আর এই ভাবে নেবুটা নিংড়ান দেখি, তাতে হাজারগুণ বেশী রস পাবেন—এক ফোঁটাও বাদ যাবে না।"

ইংগারসোলের মত ব্যক্তির সহিত উপরোক্ত ভাবে কথাবার্ত্তা কহাতে বেশ বুঝা যায় আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে স্বামিজীর কিরূপ স্বাধীনতা ও প্রসার প্রতিপত্তি হইয়াছিল। শুধু যে হুজুক-ওয়ালা সৌখীন ধনীরা তাঁহাকে লইয়া হৈ চৈ করিতেছিলেন বা আকাশে তুলিতেছিলেন তাহা নহে, ওদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও মনস্বী ব্যক্তিবর্গও তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য শুনিবার জন্য লালায়িত হইতেন। অনেকে প্রকাশ্য সভায় বা লোকের বাটীতে তাঁহার বক্তৃতা বা কথোপ-কথন শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইত না, তাঁহার বাসস্থানে পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইত।

একবার পশ্চিমদিক্‌কার একটি সহরে বক্তৃতা দিতে গিয়া স্বামিজী মহা শঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তাহার সন্নিকটে কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবক কৃষি ও গবাদি-পশু-পালন কার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতেন। তাঁহারা উক্ত সহরে স্বামিজীর মুখে ভারতীয় দর্শনের উপদেশ গ্রহণ করিয়া, যাঁহার তত্ত্বলাভ হইয়াছে তিনি কোন পার্থিব অবস্থায় বিচলিত হন না, এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে নিজেদের গ্রামে বক্তৃতা করিবার জন্য একদিন আহ্বান করিল এবং তিনি আগমন করিলে একটি পিপা উল্টাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে বলিল। স্বামিজী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই আপন ভাবে তন্ময় হইয়া গেলেন। সহসা তাঁহার কানের কাছ দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া কতগুলি বন্দুকের গুলি ছুটিল। কিন্তু তিনি সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অবিচলিত

ভাবে আপনার বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে গোপালকেরা তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া মহাকলরব করিতে লাগিল ও তাঁহাকে "a right good fellow" (বহুৎ আচ্ছা লোক) বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বামিজী যদি সেদিন বিন্দুমাত্র ভীতিচিহ্ন প্রদর্শন করিতেন তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে Tenderfoot (কাপুরুষ) বলিয়া তিরস্কার করিত।

স্বামিজীর অদৃষ্টে এইরূপ নানাবিধ বিড়ম্বনাভোগ হইয়াছিল একটি ঘটনা তিনি প্রায়ই কৌতুকচ্ছলে বর্ণনা করিতেন। তাহা এখানে উল্লেখ করিব। সে সময়টা তিনি ভারী পরিশ্রম করিতেছিলেন —একটি গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগমাত্র সম্বল লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে, আজ এখানে, কাল সেখানে, বক্তৃতা দিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছিলেন। সময়ে সময়ে দিন দুই তিনটা বক্তৃতাও দিতে হইত। এই ভাবে একদিন মধ্য-পশ্চিম রাজ্যের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সহরে বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তখন অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সেক্রেটারী বিশ্রামের জন্য তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। তিনি যেমন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আরাম কেদারায় বসিতে গিয়াছেন অমনি সেটা মাঝখান হইতে খসিয়া গিয়া এমনি বেখাপ্পা গোছের হইয়া দাঁড়াইল যে তাঁহার সর্ব্বশরীর ভিতরে ঢুকিয়া গেল, তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও আপনাকে সে অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন না। বরং যত বেশী চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই চেয়ারভাঙ্গা, পোষাক ছেঁড়া ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইবার আশঙ্কা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অগত্যা

তিনি সেই অস্বস্তিকর অবস্থায় বহুক্ষণ পড়িয়া রহিলেন—নড়িতেও পারেন না, চড়িতেও পারেন না। অবশেষে সেক্রেটারী মহোদয় যখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বক্তৃতামঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়া বলিলেন 'স্বামিজী আসুন, শ্রোতৃগণ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন', তখন তিনি ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন 'আমার বোধ হয় আপনি যদি আমায় আমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার না করেন তাহ'লে শ্রোতাগণকে বরাবরই ঐরূপ অপেক্ষা করিতে হইবে'। এই কথা শুনিয়া সেক্রেটারী দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। তারপর খুব একচোট হাসি হইল। স্বামিজী এমন ভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করিতেন যে তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুরা হাসিয়া অস্থির হইতেন।

কিন্তু এই কৌতুককর ঘটনার সহিত আরও এমন কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে যাহা হইতে পাঠক এই মহাপুরুষের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা, মহত্ত্ব ও সুচারিত্র্যের পরিচয় পাইবেন। ওদেশে যাহারা স্বামিজীকে জানিত না তাহারা অনেক সময় তাঁহাকে কৃষ্ণকায় দেখিয়া নিগ্রো মনে করিত। অনেকবার এজন্য তাঁহাকে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, অথচ সেই সব ক্ষেত্রে যদি তিনি একটিবার নিজের পরিচয় প্রদান করিতেন তাহা হইলে তাহারা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে অপমান করার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইত। একবার তিনি ট্রেণ হইতে নামিলে একজন নিগ্রো জাতীয় কুলি, বহুব্যক্তি তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছে দেখিয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল 'আমি শুনিয়াছি আপনি নাকি আমাদের জাতির মধ্যে খুব একজন মস্তবড় লোক

হইয়াছেন, তাই আমি আপনার সহিত করমর্দ্দনের সৌভাগ্য লাভ করিতে আসিয়াছি'। স্বামিজী বুঝিলেন লোকটি তাঁহাকে ভুল ক্রমে নিগ্রো মনে করিতেছে; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত বা রুষ্ট না হইয়া সাদরে তাহার হস্তধারণ করিলেন ও বলিলেন 'ভ্রাতঃ তোমায় ধন্যবাদ, ধন্যবাদ'। এইরূপ আরও অনেক নিগ্রো তাঁহাকে স্বজাতীয় মনে করিয়া তাঁহার নিকট আসিত কিন্তু তিনি কখনও তাহাদের ভুলের জন্য অপরাধ গ্রহণ করিতেন না। মার্কিন রাজ্যের দক্ষিণভাগে ভ্রমণ কালে বহুবার এমন ঘটিয়াছে যে প্রচারার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি এক বৃহৎ সহরে গিয়া সেখানকার হোটেলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে হোটেল-স্বামী তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া রুক্ষভাবে তাঁহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। এই সকল স্থলেও তিনি যদি নিজেকে ভারতবর্ষীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন তবে অক্লেশে প্রবেশাধিকার পাইতেন। তাহার পরদিন যখন হোটেলের লোকেরা খবরের কাগজে তাঁহার অজস্র প্রশংসা ও বক্তৃতাদি পাঠ করিত তখন অনুতপ্ত ভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে দৌড়াইত। এই সব অসুবিধা দেখিয়া প্রচার-কার্য্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক সময় তাঁহার জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেন। এমন কি উত্তর দিকের সহরেও দাড়ি কামাইবার জন্য ক্ষৌরকারের দোকানে প্রবেশ করিলে অনেক সময়ে তাহারা রূঢ়ভাষায় তাঁহাকে দরজা দেখাইয়া দিত। অনেকদিন পরে তাঁহার এক পাশ্চাত্য শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি ঐ সব ক্ষেত্রে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেই যখন সব লেঠা চুকিয়া যাইত তখন তিনি কি জন্য

নিজের পরিচয় দিতেন না? তিনি তাহার উত্তরে স্বগতোক্তির ভাবে বলিয়াছিলেন 'What! Rise at the expense of another! I did not come to earth for that!' (কি! অপরকে ছোট করিয়া নিজে বড় হইব? ও জন্য ত আর জগতে আসিনি)। বাস্তবিক তিনি সাদা কালোর প্রভেদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। তিনি নিজে কৃষ্ণকায় জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কখনও লজ্জাবোধ করিতেন না, বরং ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ববোধ করিতেন এবং কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ তাঁহার সমক্ষে নিজ চর্ম্মের গৌরব দেখাইলে কঠোর বাক্য শুনাইতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

স্বামিজী প্রচারোদ্দেশ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে যেখানে যাইতেন সেই খানেই দেখিতেন সংবাদপত্রের স্তম্ভে বড় বড় অক্ষরে তাঁহার নাম। সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও সংবাদদাতাগণ সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন ও তাঁহার পূর্ব্বজীবন, রীতি প্রকৃতি, অভ্যাস, আহার ও ধর্ম্ম দর্শনাদি বিষয়ক মত, সকল বিষয়ের খোঁজ লইতেন ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত, তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী, তাঁহার দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও আচার পদ্ধতি এই সকল বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তারপর তাঁহার মতামত সহ ঐ সকল কথোপ-কথন নিজ নিজ পত্রে প্রকাশ করিতেন। আমেরিকার যে সকল লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপের সুযোগ পাইতেন না তাঁহারাও ঐ সকল সংবাদপত্রের সাহায্যে তাঁহার সম্বন্ধে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যই অবগত হইতে পারিতেন। ১৮৯৪ সালে

ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যখন ডেট্রয়েটে উপস্থিত হইলেন তখন খবরের কাগজের রিপোর্টারেরা দিনরাত তাঁহাকে জ্বালাতন করিত। এ সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে সকল সংবাদ পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বাহুল্যভয়ে এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল না। কেবল মাত্র "ডেট্রয়েট ফ্রীপ্রেস" নামক আমেরিকার অন্যতম মুখ্য পত্র যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশের অনুবাদ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল—

"হিন্দু প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। কংগ্রেসের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—যে ইংরাজী বলেন তাহা দোষ-শূন্য অথচ কোন নোট বা স্মারক-পত্র ব্যবহার করেন না। উচ্চারণও এত মধুর যে শ্রোতাদের অনেকেই বলেন, যদি কেহ উহার এক বর্ণও না বুঝিতে পারে তথাপি বলিবে উহা সঙ্গীতের ন্যায় সুখশ্রাব্য। মহাসভার অধিবেশন শেষ হইলে তিনি অনেক সহরে বৃহৎ বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা দিয়াছেন। সকলেই একবাক্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণী শক্তি ও প্রত্যেক বিষয়েই নূতন আলোকদান ও প্রাণ-সঞ্চারের ক্ষমতার কথা বলিতে আত্মহারা হইয়া থাকেন। আমেরিকাবাসীদের নিকট পৃথিবীর পরপার হইতে আগত এই ব্যক্তি স্বয়ং যেমন চমৎকার ও অপরূপ, বিবিধ উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলিও সেইরূপ। যখন এই শ্যামলকায়, শ্যামলকেশ উজ্জ্বল-গৈরিকধারী মহাপুরুষ তাহাদের ভাষা স্পষ্ট, বিশুদ্ধ ও অনর্গল ভাবে বলিতে থাকেন তখন প্রত্যেক আমেরিকাবাসী বিস্ময় ও আনন্দে পরিপ্লুত হন।"

*　　*　　*

১৮৯৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঐ পত্র আবার লিখিয়াছিলেন—

"হিন্দু দার্শনিক ও ধর্ম্মবিৎ স্বামী বিবেকানন্দ গতরাত্রে ইউনিটারিয়ান গীর্জ্জাঘরে তাঁহার ধারাবাহিক বক্তৃতাবলী শেষ করিয়াছেন। বক্তৃতার শেষ বিষয় ছিল 'মনুষ্যের দেবত্ব'। দুর্য্যোগ সত্ত্বেও গীর্জ্জাঘরে অতিশয় লোকসমাগম হইয়াছিল এবং আমাদের প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতার আগমনের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেই দ্বারদেশ পর্য্যন্ত লোকপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উৎকর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্যবহারাজীব, বিচারক, ধর্ম্মযাজক, বণিক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন। মহিলাবৃন্দের উল্লেখ তো বাহুল্যমাত্র—কারণ, তাঁহারা সকল সভায় পুনঃ পুনঃ ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য এরূপ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে ইঁহার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। বাস্তবিক ইনি সাধারণ স্থানে বক্তৃতা দিতেও যেমন পটু, ভদ্রগৃহে ছোট ছোট বৈঠক বা মজ্‌লিসেও তেমনি আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ। ইত্যাদি—"

মিসেস্ মেরী, সি, ফান্‌কে (Mary C. Funke) নাম্নী ডিট্রয়েট মহিলা-সমাজের একজন প্রধানা রমণী বহুদিন পরে এই সময়কার কথা এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমার স্মৃতিপথে একটী পৃথক্ পবিত্র দিবস হইয়া রহিয়াছে ; কারণ, ঐ দিনেই আমি সর্ব্বপ্রথম সেই মহাপুরুষ, সেই ধর্ম্মজগতের মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দের মূর্ত্তি দর্শন ও তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করি, যিনি দুই বৎসর

পরে আমায় শিষ্যপদে বরণ করিয়া লইয়া আমাকে অপার আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিলেন।

তিনি এই দেশের (আমেরিকার) বড় বড় নগরগুলিতে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন, এবং ডিট্রয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চে যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন তাহার প্রথমটি উক্ত দিবসে প্রদত্ত হয়। জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, সুবৃহৎ প্রাসাদটীতে সত্যসত্যই তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না, এবং স্বামিজী তথায় রাজসম্মানে সম্মানিত হন। যখন তিনি বক্তৃতামঞ্চে প্রথম পদার্পণ করিলেন, তাঁহা[illegible] তখনকার সেই রাজশ্রীমণ্ডিত মহিমময় মূর্ত্তি যেন এখনও আমার [illegible]চর হইতেছে। উহা যেন অসীম শক্তির আধার এবং মুহূ[illegible]লের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইতেছে! আর তাঁহার সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠনিঃসৃত প্রথম শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র—শব্দ নয়, যেন সঙ্গীত—এই বীণার ন্যায় করুণ রাগিণীতে বাজিতেছে, এই আবার গম্ভীর, শব্দময়, আবেগময় হইয়া ঝঙ্কার দিতেছে—সমস্ত সভা নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল—সে নিস্তব্ধতা যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল—এবং সেই বিপুল জনসঙ্ঘ শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় শ্বাসরুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

স্বামিজী তথায় সর্ব্বসমক্ষে পাঁচটী বক্তৃতা দেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, কারণ, তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের উপর অসাধারণ অধিকার ছিল, এবং তিনি এমন ভাবে কথা কহিতেন, যে বোধ হইত যেন তিনি চাপরাশ পাইয়াছেন। তাঁহার তর্কগুলি বহুল যুক্তিতে পূর্ণ থাকিত এবং লোকের সংশয় অপনোদন করিয়া দিত, আর বক্তৃতার অতি উৎকৃষ্ট অংশেও তিনি কদাপি

ভাবাবেশে চালিত হইয়া, যে সত্যটি তিনি লোকের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিতে প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই মূল বক্তব্য বিষয়টী হারাইয়া ফেলিতেন না।"

এই সময় বহু সভাসমিতি, গীর্জ্জা ও ভদ্রলোকের বাটীতে বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামিজী অনবরত আহূত হইতেন। ইহার ফলে তাঁহাকে আমেরিকার পূর্ব্ব ও মধ্য-পশ্চিম প্রদেশ সমূহের প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল এবং চিকাগো হইতে নিউইয়র্ক ও বোষ্টন হইতে বাল্টিমোর পর্য্যন্ত যে কতবার যাতায়াত করিতে হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নির্ণয় হয় না। তিনি সর্ব্বত্রই বক্তৃতাচ্ছলে অনেক হিতকর উপদেশ দিতেন এবং প্রায় প্রত্যেক স্থানেই গিয়া দেখিতেন তাঁহার আগমনের পূর্ব্ব হইতে 'Orange monk' বা 'গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী'র কীর্ত্তি লোকমুখে রটিত হইতেছে। তিনি সর্ব্বত্র বেদ, বেদান্ত, বৈদিক ঋষি ও হিন্দুস্থানের সাধুদিগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। তিনি আমেরিকার যুক্ত রাজ্য-সমূহের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীগণকে স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান, চরিত্র-মাধুর্য্য ও আশার আশ্বাস-বাণীতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং শত শত শিক্ষিত ও সুসভ্য ব্যক্তি তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। গোঁড়া ও অজ্ঞ মিশনরীরা সর্ব্বত্র ভারতের যে সকল কলঙ্ক ও অপবাদ রটনা করিয়াছিল তিনি তাহা অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 'জীবব্রহ্মে ঐক্য', 'অপরোক্ষানুভূতি' প্রভৃতি অদ্বৈত-তত্ত্ব-সমূহের বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা বেদ ও উপনিষদের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। সকলকে বুঝাইয়াছিলেন নির্গুণ ব্রহ্মবস্তু লাভই

মানব জীবনের চরম লক্ষ্য এবং চতুর্ব্বিধ যোগ সেই লক্ষ্য সাধনার উপায়।

সময়ে সময়ে স্বামিজীকে এক সপ্তাহের মধ্যে বারো, চৌদ্দ বা ততোধিক বক্তৃতা প্রদান করিতে হইত। এইরূপ অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে সময়ে সময়ে তাঁহার শরীর-মন এতদূর নিস্তেজ হইয়া পড়িত যে তিনি আর নূতন কিছু বক্তব্য খুঁজিয়া পাইতেন না, মনে হইত যেন তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়াছে, শত চেষ্টা করিলেও তাহা হইতে আর কোন নূতন চিন্তা বাহির হইবে না। তখন তিনি বিহ্বল হইয়া ভাবিতেন 'তাইত! কি হইবে? কালিকার বক্তৃতায় কি বলিব?' এই অবস্থায় সময়ে সময়ে তাঁহার কতকগুলি অদ্ভুত অনুভূতি হইত। গভীর রাত্রে তন্দ্রাবেশে শুনিতে পাইতেন পরদিন তাঁহাকে যে সব কথা বলিতে হইবে কে যেন তাহা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নিকটে বলিতেছে। কখনও কখনও ঐ শব্দ দূর হইতে আসিত, যেন বৃক্ষশ্রেণী-শোভিত রাজপথের অপর পার্শ্ব হইতে আসিতে আসিতে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইত, অথবা মনে হইত কে যেন তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছে, আর তিনি শুইয়া শুইয়া তাহা শুনিতেছেন। কখনও বা শুনিতেন যেন দুইটি কণ্ঠস্বর তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পরদিনকার বক্তব্য-বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতেছে। সময়ে সময়ে এই অদ্ভুত উপায়ে অনেক নূতন নূতন কথা, নূতন নূতন ভাব তাঁহার কর্ণগোচর হইত—সে সব তিনি ইহজন্মে কখনও শুনেন নাই বা ভাবেন নাই। নিদ্রাভঙ্গে এই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি পর দিবসের বক্তৃতায় বলিতেন।

স্বামিজী এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনাকে নিজ মনেরই সূক্ষ্ম প্রতি-ক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করিতেন। বলিতেন, আবশ্যকানুসারে মন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ঐরূপ কার্য্যসম্পাদনে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে এই অলৌকিক বক্তৃতাগুলি এত জোরে হইত যে অন্য ঘরের লোকের কাণে পর্য্যন্ত তাহা পৌঁছিত। তাহারা সেই জন্য পরদিন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'স্বামীজি, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে অত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কচ্ছিলেন?' স্বামিজী কথাটা কোনরূপে কাটাইয়া দিতেন।

এই সময়ে ও ইহার পরে পাশ্চাত্য দেশে অবস্থান কালে স্বামিজীর নানা প্রকার যোগজ শক্তি লাভ হইয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই স্পর্শমাত্র লোকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিতে পারিতেন, বহুদূরের ঘটনাবলী সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেন এবং লোকের মনোভাব অবগত হইয়া তাহাদিগের সন্দেহ নিরসন বা জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেন। এমন কি, লোকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার জীবনের অতীত ইতিহাস পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারিতেন। কচিৎ কদাচ তিনি দুই একজন সত্যার্থী লোককে ঐরূপ বলিয়া দিতেন, তাহারা তাঁহার কথার সত্যতা অনুভব করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়া যাইত, আর যাহাদের ভিতরে গলদ থাকিত তাহারা ভয়ে তাঁহার ত্রিসীমানা মাড়াইত না। উদাহরণস্বরূপ চিকাগো সহরের একজন ধনীব্যক্তির কাহিনী এস্থানে বলিতেছি। এই ব্যক্তি যোগদৃষ্টি বা যোগজশক্তিলাভ এ সব মোটে বিশ্বাস করিত না—বলিত ওসব গাঁজাখুরি কল্পনা মাত্র। স্বামিজীকে সে স্পষ্টই একদিন বলিল 'আচ্ছা মহাশয়, আপনার কথাই যদি সত্যি

হয় তবে আপনি আমার মনের ভাব বা অতীত জীবনের ঘটনা সব বলে দিন্ না কেন ?' স্বামিজী এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিলেন। তাহার পর তাহার চক্ষুর দিকে নিজ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া এরূপ গভীর মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন যে সে ব্যক্তির বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার মনের তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতেছে। সে দৃষ্টিতে কোন কঠোরতা ছিল না, কিন্তু তথাপি বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার শক্তি অপ্রতিহত, অপরাজেয় ও তাহা অন্তরের অন্তরতম স্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিতে সমর্থ। লোকটি সহসা চঞ্চল ও ভীত হইয়া রহস্য ত্যাগ করতঃ কাতর স্বরে বলিল 'স্বামীজি, আপনি আমার একি কচ্ছেন ? মনে হচ্ছে যেন আমার ভিতরটা মথিত ক'রে জীবনের সমস্ত গুপ্তরহস্য টানিয়া বাহির করিতেছেন !' এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ স্বামিজীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিল ও সেই দিন হইতে যোগশক্তি সম্বন্ধে তাহার আর অবিশ্বাস রহিল না। স্বামিজী কখনও এই সকল শক্তিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করিতেন না, বরং এগুলি অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। যাঁহার অন্তর নিরন্তর অদ্বৈতের অমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল, তাঁহার নিকট এ সকল শক্তির আর কি মূল্য ! তবে সাধারণ লোকে আবার এগুলি না দেখিলে উন্নত শ্রেণীর সাধু বলিয়া বিশ্বাসও করে না এমনি বিড়ম্বনা !*

---

* এই প্রসঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দ একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। স্বামিজীর শিষ্য গুড্উইন সাহেব (পাঠক পরে ইঁহার পরিচয় পাইবেন) একবার জড়-বাদের পক্ষসমর্থন করিয়া স্বামিজীর সহিত তর্ক করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তুমুল তর্ক চলিল, কিন্তু গুড্উইন সাহেব স্বামিজীর মন্তব্যসমূহ কিছুতেই

স্বামী বিবেকানন্দ।

আমেরিকার যে সকল লোক বহুবর্ষ ধরিয়া নানাবিধ মত শ্রবণ করিতে করিতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা স্বামিজীর বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণে যেন আশ্বস্ত হইল। তাঁহার অনিন্দিত দেবকান্তি, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, দিব্য জ্ঞান, প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভূতি যেন তাহাদের শুষ্কপ্রাণে নববারি সিঞ্চন করিল। এমন কথা তাহারা জীবনে কখন শুনে নাই, এমন লোকও তাহারা কখনও দেখে নাই। এমন করিয়া আপনার জনের মত প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়া কেহ তাহাদিগকে আশার মোহন বংশী শুনায় নাই, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলে নাই, ভবিষ্যতের উজ্জ্বলচিত্র আঁকে নাই। যাহারা সত্যের মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য বারবার বিফলপ্রযত্ন হইয়াছে এতদিনে তাহাদের সকল উদ্যম, সকল চেষ্টা সার্থক হইল। তাহারা দেখিল তিনি যাহা বলেন তাহার একটিও ধার-করা কথা নহে, সবই স্বীয় অন্তর্লব্ধ বোধ প্রসূত। এমন লোকটি তাহারা আর দ্বিতীয় দেখে নাই। যাঁহারা অতিথিরূপে কিছুদিন স্বামিজীকে লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা বলেন 'Swamiji was a Kaleidoscopic genius' তাঁহার প্রতিভা "বিচিত্র ও বহুবর্ণ-শোভিত"। বাস্তবিক এরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা জগতে খুম কমই দেখা গিয়াছে। একাধারে শিল্পী ও গায়ক, সাহিত্য ও

স্বীকার করিতে ছিলেন না। সেই সময়ে সহসা সাহেবের জীবনের অতীত ঘটনা সমূহ ঠিক বায়োস্কোপের চিত্রের ন্যায় স্বামিজীর চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বামিজী তদ্দর্শনে বলিয়া উঠিলেন 'তুমিত এইরূপ লোক, এই করিয়াছ, এই করিয়াছ, তোমার বুদ্ধিতে আর কত ধরিবে!' গুড উইন স্বামিজীর শক্তির পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তর্ক ছাড়িয়া নীরব হইলেন।

ইতিহাসবেত্তা, সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষক, সুরসিক ও গভীর চিন্তাশীল মনস্বী—এমন লোকের সংস্পর্শে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা যে তাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর ও মহান্ পুরুষ এবং সাধুর পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচনা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ভারতে জয়োল্লাস।

ইতোমধ্যে স্বামিজীর অপূর্ব্ব বিজয়বার্ত্তা ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সংবাদপত্র পরিচালকগণ আমেরিকার কাগজপত্র হইতে স্বামিজী কর্ত্তৃক মহাসভায় ও অন্যান্যস্থানে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সারাংশ নিজ নিজ পত্রে উদ্ধৃত করিতেছিলেন ও ঐ সকল বক্তৃতা আমেরিকায় কি সুফল প্রসব করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিতেছিলেন। সম্পাদকীয় স্তম্ভেও প্রত্যহ ঐ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ মন্তব্য ও আলোচনা প্রকাশিত হইতেছিল। এইরূপে মান্দ্রাজ হইতে আলমোড়া ও কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র স্বামিজীর যশোবার্ত্তা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। দেশের সকলেই তাঁহার কীর্ত্তিতে প্রাণে প্রাণে গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন।

মঠের ভ্রাতারাও এসংবাদে আনন্দে আত্মহারা হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব যাহা বলিতেন এতদিনে তাহা ঠিক ফলিয়াছে অর্থাৎ 'নরেন জগৎ মাতাইবে'।—আর মাতাইবার বাকি কি? অর্দ্ধেক পৃথিবী এখন তাঁহার জন্য পাগল বলিলেই হয়! সকলে ঠাকুরের দিব্যদৃষ্টি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

এইবার ভারতও মাতিল। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা, উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, রাজপুতানা সর্ব্বত্র কোটীকণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল, কোটি কণ্ঠে হাঁকিল 'জয় শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের জয়!'

ভারতে জয়োল্লাস।

'জয় শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের জয়!', কোটি মুখে বাহিরিল 'জয় হিন্দুধর্ম্মের জয়!' 'জয় হিন্দুস্থানের জয়!'—বহুশতাব্দীর মধ্যে এরূপ ভারতব্যাপী আন্দোলন, উৎসাহ, জয়োল্লাস ও হর্ষের কলরোল উত্থিত হয় নাই। মুমূর্ষু ভারতবাসী যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সঞ্জীবনী মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল। যেন নবমদে মাতিয়া, নব শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া, নব আশায় উৎফুল্ল ও নব প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া জগতের সমক্ষে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিল। এমন দিন ত আর কখনও হয় নাই! পরপদ সেবা করিয়া, পরের দুয়ারে হাত পাতিয়া, পরের লাঞ্ছনা অঙ্গের ভূষণ করিয়া যে জাতির দিন কাটিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে এমন একজন জন্মিয়াছেন, যাঁহার সিংহনির্ঘোষে আজ জগৎ কাঁপিতেছে, যাঁহার উপদেশ আজ সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতি মাথায় তুলিয়া লইতেছে, যাঁহার চরণধূলি মুছাইবার জন্য বিশ্বের লোক ছুটিতেছে। একি অদ্ভুত ভাগ্যবিপর্য্যয়!

সমগ্র ভারত আনন্দে উন্মত্ত হইল। সমগ্র ভারতের ঘরে ঘরে তাঁহার নাম তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় রটিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ জনসভা বসিল, বিরাট মিছিল বাহির হইল, বিপুল পুলকে সকলে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। রামনাদ হইতে মহারাজ ভাস্কর সেতুপতি, তাঁহাকে তারযোগে হৃদয়ের আনন্দ জানাইলেন, খেতড়ির রাজা অজিৎ সিং বাহাদুর এই উপলক্ষে বৃহৎ দরবার করিয়া হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন, মান্দ্রাজ হইতে রাজা স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার, দেওয়ান বাহাদুর স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার সি, আই, ই ও অন্যান্য অনেক

খ্যাতনামা ব্যক্তি একটি বৃহৎ সভা করিয়া স্বামিজীর কৃতকার্য্যতার জন্য বক্তৃতাদি দিয়া তাঁহাকে আপনাদের সহানুভূতি জানাইলেন। আর কুম্ভকোনাম্, বাঙ্গালোর, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরেও কত যে আনন্দ উৎসব হইল, কত সভা যে স্বামিজীকে কত অভিনন্দন পাঠাইল তাহার আর সংখ্যা হয় না।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহ দৃষ্ট হইল কলিকাতায়। ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার কলিকাতাবাসিগণ টাউনহলে রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা আহ্বান করিল। এই সভায় পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, রায় নন্দলাল বসু বাহাদুর প্রভৃতি হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, উমাচরণ তর্করত্ন, চণ্ডীচরণ স্মৃতিতীর্থ, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কেদারনাথ বিদ্যারত্ন, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, নন্দকুমার ন্যায়রত্ন, কৈলাসনাথ বিদ্যারত্ন, তারাপদ বিদ্যাসাগর, বেণীমাধব তর্কালঙ্কার, যদুনাথ সার্ব্বভৌম, অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন, বৈকুণ্ঠনাথ বিদ্যারত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি প্রভৃতি দেশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কুমার দিনেন্দ্রনাথ রায়, কুমার রাধিকা প্রসাদ রায়, রায় রাখালচন্দ্র চৌধুরী (বরিশাল), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী) প্রভৃতি সুশিক্ষিত, উৎসাহশীল ভূম্যধিকারিগণ, এবং মাননীয় জষ্টিশ্ (স্যার) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান নেশন সম্পাদক মিঃ এন, ঘোষ, মিরর সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, ডেলিনিউস সম্পাদক ডাক্তার

জে, বি, ড্যালি, ন্যাশনাল গার্জ্জেন সম্পাদক বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হোপ সম্পাদক বাবু অমৃতলাল রায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রায় শিউবক্স বগলা বাহাদুর, মিঃ জে, পাদ্‌শা, সিংহলের রাইট রেভারেণ্ড এন্, সাধনানন্দ প্রভৃতি দেশনায়কগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও কত যে উকীল, ডাক্তার, জমীদার ও শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া সহানুভূতিসূচক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল :—

(১) এই সভা, হিন্দুধর্ম্মের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মসভায় যে মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন ও পরে আমেরিকার অন্যান্য স্থানে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন।

(২) এই সভা, চিকাগো মহাসভার সভাপতি, ডাঃ জে, এইচ্, ব্যারোজ, বিজ্ঞানশাখার সভাপতি মিঃ মারউইন মেরী স্নেল ও সাধারণভাবে সকল আমেরিকাবাসীকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(৩) এই সভা, উপরোক্ত দুইটী প্রস্তাব যথাক্রমে উপরোক্ত ব্যক্তিত্রয়কে ও নিম্নলিখিত পত্রখানি স্বামী বিবেকানন্দকে পাঠাইবার জন্য সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ।

"শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর প্রতি।—

আর্য্য!

আপনি ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো মহানগরীর ধর্ম্মসভায় অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করাতে ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতানগরী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসীবৃন্দ কলিকাতা টাউনহলে একটি মহতী জনসভা আহ্বান করেন। তাহার সভাপতিরূপে আমি আপনাকে অতিশয় আনন্দ সহকারে স্থানীয় হিন্দুসমাজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে আপনি হিন্দুধর্ম্মের গৌরবধ্বজা উড্ডীন করিবার জন্য আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনার কঠোর আত্মত্যাগ ও দুঃসহ কষ্ট সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের হৃদয়ের প্রিয়বস্তু পবিত্র আর্য্যধর্ম্মকে আপনি যে ভাবে বক্তৃতা ও উপদেশাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তজ্জন্য আপনি বিশেষভাবে তাঁহাদিগের ধন্যবাদের পাত্র।

আপনি ১৮৯৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আপনার অভিনন্দন পত্রে হিন্দু ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি যেরূপ সুন্দর ও পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছেন, মনে হয় একটি বক্তৃতার মধ্যে ঐরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা আর হইতে পারে না। পরে আপনি ঐ বিষয়ে অন্যান্য স্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক ঐরূপ সরল ও বিশুদ্ধ। হিন্দু জাতির দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের ধর্ম্ম বহুদিন হইতে জগতে অনাদৃত ও মিথ্যারূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং যিনি সেই অনাদর দূর ও মিথ্যা কল্পনা নষ্ট করিয়া তাহার স্থলে সত্য

প্রতিষ্ঠার জন্য সাহস ও শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক বিদেশে বিভিন্ন-ধর্ম্মী, বিপরীতাচারী লোকের মধ্যে গমন করিয়াছেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকা যায় না।

যে মহোদয়গণ মহাসভার আয়োজন করিয়াছলেন ও আপনাকে উৎসাহ ও বলিবার সুযোগ দান করিয়াছিলেন ও যে সকল মহোদয় শ্রোতা ধীর সহিষ্ণু ভাবে ও প্রসন্নচিত্তে আপনার বচনাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও আমাদের কম ধন্যবাদের পাত্র নহেন। হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই প্রথম একজন এই ধর্ম্মের প্রচারক রূপে বিদেশে ও বিধর্ম্মীদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং সৌভাগ্যক্রমে সেই প্রচারক আপনার ন্যায় একজন কৃতী ও সর্ব্বগুণান্বিত মহানুভব পুরুষ।

আপনার স্বদেশীয়গণ, স্বনাগরিকগণ ও স্বধর্ম্মীগণ মনে করেন যে প্রাচীন ধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য প্রচার জন্য যদি তাঁহারা আপনাকে হৃদয়ের একান্ত সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা না জানান তাহা হইলে তাঁহারা কর্ত্তব্যহানিজনিত গুরুতর অধর্ম্মে লিপ্ত হইবেন। আপনি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন ভগবান্ তাহাতে আপনার সহায় হউন ও তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য আপনার মধ্যে উপযুক্ত বল ও শক্তি সঞ্চার করুন। ইতি

নিবেদক—

শ্রীপিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায়,

সভাপতি।”

এই উপলক্ষে যাঁহারা বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গ-ভাষায় বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের

ও ইংরাজীতে বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, ও মিঃ এন, ঘোষের বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বক্তৃতার কিয়দংশ এইরূপ :—

"কলিকাতা সহরে এই প্রকার সভা পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। কারণ অদ্য আমরা কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এ স্থানে সমবেত হই নাই। যে হিন্দু সন্ন্যাসী সমুদ্র পারে গমন করিয়া তাঁহার বিদ্যা ও বক্তৃতা প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তারের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহারই সম্মানার্থ আমরা আজ মিলিত হইয়াছি। আর গৌরবের বিষয় এই যে যাঁহার কার্য্যাবলী আলোচনা করিতে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি তিনি একজন ত্রিশবৎসর বয়স্ক যুবক মাত্র। তিনি যে এত অল্প বয়সে তাঁহার অসামান্য গুণগ্রাম প্রদর্শনে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাগ্রণী জাতিকে বিস্ময়াভিভূত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহাতে বুঝা যায় এই যুবক কিরূপ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। কথায় বলে সত্য ঘটনা কল্পনাচিত্র অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। আমার মনে হয় যে সম্প্রতি যাহা ঘটিতেছে তাহা ঔপন্যাসিকের কল্পনাপ্রসূত আখ্যায়িকা হইতে সমধিক বিচিত্র। আমার মনে সবিস্ময়ে এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে—'আমরা কি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছি?' নতুবা চিকাগো নগরের মহাধর্ম্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অত্যদ্ভুত কৃতকার্য্যতা ও তৎপরে সমগ্র মার্কিন দেশে তাঁহার কার্য্যাবলী কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তাঁহার সফলতায় হিন্দুজাতি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। বাস্তবিক উহাকে তাহাদের বর্ত্তমান অন্ধকারময় ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল রেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে

পারা যায়। কারণ উহার ফলে তাহাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হইয়াছে। যখন আমাদিগের সকল আশা উন্মূলিতপ্রায় তখন এই প্রতিভাবান্ যুবকের চেষ্টায় আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-লাভে আমরা অনন্ত আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। স্বামী বিবেকানন্দের মত পুরুষ জগতে অতি দুর্ল্লভ। জাতীয় ইতিহাস রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ নাট্যাংশ অভিনয় করিবার জন্য তাঁহার জন্ম। * * * আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইব তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামনা করেন তাঁহার মূলমন্ত্র হউক "কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম",—স্বদেশ-ভক্ত স্বামিজী যেরূপ নিষ্কাম ও একনিষ্ঠভাবে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা আমাদের সকলেরই অনুকরণযোগ্য এবং তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী।"

মিঃ এন্ ঘোষের ইংরাজী বক্তৃতার মাধুর্য্য অনুবাদে রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। তথাপি পাঠকগণকে উহার মর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য উহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম:—

"পুরাকালের গ্রীক্ পণ্ডিত সক্রেটিসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেকানেক মনীষি আচার্য্য আপনাদিগের মত প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু দেখা যায় সাধারণ লোকে তাঁহাদিগের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা দূরে থাকুক্. অবজ্ঞাভরে সে সকল প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এমন কি, অনেকস্থলে উক্ত আচার্য্যগণকে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেহ কখনও এত অল্পকাল মধ্যে এতাদৃশ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বাগ্মিতার ইতিহাসে এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভ বিরল। তিনি তাঁহার প্রাঞ্জল, সুমধুর ও যুক্তিগর্ভ

বচনবিন্যাসে শ্রোতৃবৃন্দকে অনায়াসে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছেন। কিন্তু একপক্ষে আমেরিকাবাসীদিগের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও গুণগ্রাহিতা এবং অপরপক্ষে বিবেকানন্দের অতুলনীয় বক্তৃতা—এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি যে অধিকতর প্রশংসনীয় তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। এরূপ অপূর্ব্ব বিজয়লাভের বার্ত্তা ইতিহাসে আর লিখিত নাই। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, কংফুছো প্রভৃতি মহামতি জগদ্‌গুরুগণের মধ্যেও কেহই প্রথম উদ্যমে শত শত ব্যক্তিকে স্বীয় ধর্ম্মমত গ্রহণ করাইতে পারেন নাই। কিন্তু এই হিন্দু ধর্ম্ম-প্রচারক, পীতবসনধারী সন্ন্যাসী, চেষ্টামাত্রেই শত শত লোকের মন হইতে বহুযুগসঞ্চিত ভ্রান্ত সংস্কারসমূহ দূর করতঃ সনাতন ধর্ম্মের সত্যতা উপলব্ধি করাইতে সক্ষম হইয়াছেন—যে ধর্ম্মের কথা তাহারা পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই, বা শুনিলেও ঘৃণার চক্ষে দেখিত, বিশেষতঃ এই যুগে, যখন মানবহৃদয়ে ধর্ম্ম ভাব ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায়। * * *

কিন্তু এই মহাপ্রাণ পুরুষের খ্যাতি কেবল একটি বক্তৃতার উপরই প্রতিষ্ঠিত নহে। মহাধর্ম্মসভার বক্তৃতাফলে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য সেই খানেই শেষ হয় নাই। ইত্যাদি—”

তৎকালে দেশের লোক স্বামিজীর প্রতি কিরূপ ভাব পোষণ করিতেছিলেন তাহা উপরোক্ত বক্তৃতাসমূহ হইতে কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শুধু তাঁহারই নাম উচ্চরবে ঘোষিত হইতেছে। তিনি তখন আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান গৌরবস্তম্ভ, আর্য্যজাতির আশাস্থল ও আর্য্যধর্ম্মের বরণীয় আচার্য্যরূপে সকল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

প্রকৃত কার্য্যারম্ভ।

বক্তৃতা-কোম্পানীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া স্বামিজীকে অনেক স্থানে ঘুরিতে হইয়াছিল ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। তারপর তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীন ভাবেও বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা বা লোকের বাটীতে বৈঠক অথবা ক্লাস করিয়া উপদেশাদি দিতেন। এইরূপে এক বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি আট্‌লাণ্টিকের উপকূল হইতে মিসি-সিপি নদীর তীর পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশের প্রত্যেক প্রধান সহরে ঘুরিয়াছিলেন এবং অসংখ্য সাধারণ সভা ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য আহূত ক্ষুদ্র বৈঠকে বক্তৃতা ও লোক-শিক্ষা দিয়া-ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সময়কার কার্য্যাবলীর বিশেষ বিবরণ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। তিনি যেখানেই যাইতেন কাহারও না কাহারও গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। ডেট্রয়েটে তিনি প্রায় একমাস মিচিগানের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জন, এইচ, ব্যাগ্‌লি মহোদয়ের সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মশীলা বিধবা-পত্নীর গৃহে অতিথি ছিলেন। এই অশেষ গুণবতী রমণী প্রায় বলিতেন 'এই কালে স্বামিজীর মুখে যে সব কথা শুনিতে পাওয়া যাইত তাহাতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান নিহিত ছিল।—তাঁহার পবিত্র, সৌম্য মূর্ত্তি ও সারগর্ভ উপদেশাবলী যেন জগদীশ্বরের বিশেষ আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে হইত।' মিসেস্ ব্যাগলীর গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামিজী দুই সপ্তাহ মাননীয় ডব্লিউ, পামার মহোদয়ের বাটীতে যাপন করিয়াছিলেন। ইনি

বিশ্ব-শিল্প-মেলাপরিষদের সভাপতি ও পূর্ব্বে মার্কিন দেশের একজন সেনেটর (মহাসভার সভ্য) ও স্পেন দেশে মার্কিণের রাজদূত ছিলেন। অন্য কোথাও যাইবার কথা না থাকিলে বা কোন স্থান হইতে নিমন্ত্রণ না আসিলে স্বামিজী প্রায় চিকাগোর জর্জ্জ হেল সাহেবের বাটীতে অবস্থান করিতেন। ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ডেট্রয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চে কতকগুলি ক্রমিক বক্তৃতা দেওয়ার পর তিনি মার্চ্চ মাস চিকাগোয়, এপ্রিল মাস নিউইয়র্কে, ও মে মাস বোষ্টনে অতিবাহিত করিলেন। জুন মাসটাও চিকাগোয় কাটাইলেন, আর গ্রীষ্মের মধ্যভাগে নিউইংলণ্ডের অন্তর্গত গ্রীন একার (Greenacre) নামক স্থানে কতকগুলি বক্তৃতা দিলেন। সেখানে তখন 'গ্রীন একার কন্‌ফারেন্স' নামক সমিতির কতকগুলি অধিবেশন হইতেছিল, ও তিনি সেই অধিবেশন সমূহে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। এখানে জন কতক আগ্রহশীল ছাত্র জুটিয়াছিল। তাহারা একটি প্রাচীন দেবদারু বৃক্ষের তলে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া স্বামিজীর মুখে বেদান্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত। তদবধি সকলে ঐ বৃক্ষটিকে 'স্বামিজীর দেবদারু' বৃক্ষ ('Swamijis Pine') বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

এই অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ বিবিধ-ধর্ম্মালোচনা-বিষয়ক বিদ্যালয়ের (School of Comparative Religions) সাহায্যে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ব্রুকলিন নৈতিক সভার (Ethical Association) বহুগুণান্বিত উদারমতি সভাপতি মৃত ডাক্তার লুইস্ জি, জেন্‌স্ (Lewis G. Janes) মহোদয় ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন। গ্রীণ একারের কার্য্য শেষ হইলে স্বামিজী

সেখানে তাঁহার অবিনশ্বর স্মৃতি অঙ্কিত রাখিয়া বোষ্টন, চিকাগো ও নিউইয়র্ক সহরের মধ্যে ও আশেপাশে বক্তৃতা দিবার জন্য তত্রত্য শিক্ষা ও সমাজনেতৃগণ কর্ত্তৃক আহূত হইলেন। এইরূপে অক্টোবরের শেষভাগ বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটনে কাটিল। নভেম্বরে তিনি বোষ্টন হইতে পুনরায় নিউইয়র্কে আসিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে কয়বার তিনি নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন সেই কয়বারই কাহারও না কাহারও গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাও দু'চারিটী দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বেশ রীতিমত কার্য্য হয় নাই। ঐরূপ একটি বক্তৃতাস্থানে স্বামিজীর সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত ডাক্তার লুইস জেনস্ সাহেবের আলাপ হয়। তিনি স্বামিজীর কথোপকথন শ্রবণে ও গুণগ্রাম দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে ব্রুকলিন নৈতিক সভার সমক্ষে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, স্বামিজীও সাদরে তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে জেনস্ সাহেবের সহিত তাঁহার আমরণ সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়। ৩১শে ডিসেম্বর স্বামিজী ব্রুকলিনে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দিলেন। এই এক বক্তৃতাতেই আসর জমিয়া গেল, কারণ সভাটি বৃহৎ ও তাহাতে উৎসাহশীল শ্রোতার অভাব ছিল না। তাঁহারা স্বামিজীর বক্তৃতায় এতদূর আকৃষ্ট হইলেন যে সভার কার্য্য শেষ হইবা মাত্র চতুর্দ্দিক হইতে রীতিমত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী সানন্দে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, পর পর অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোচনা-সভা বসিল এবং 'পাউচ্ ম্যান্সন্' নামক ভবনে অনেকগুলি সাধারণ

বক্তৃতাও হইয়া গেল। এ সম্বন্ধে 'ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"বিবেকানন্দের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কীর্ত্তিকথা লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছিল। সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব বিদ্যা, বাগ্মিতা, রসিকতা, সারল্য ও চরিত্রের পবিত্রতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল, ও তাঁহার নিকট হইতে অনেক মহদ্বস্তু লাভের আশা করিয়াছিল। তাহাদের এ আশা নিষ্ফল হয় নাই। আচার্য্য বিবেকানন্দ প্রকৃতই একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর লোক। এমন কি, লোকের মুখে যাহা শুনিতে পাওয়া যায় তিনি তাহা অপেক্ষাও মহত্তর। তাঁহার বক্তৃতাগুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী" ইত্যাদি—

১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে নিউইয়র্কে ধারাবাহিক বক্তৃতার সূত্রপাত হইল। এইখান হইতেই প্রকৃত কার্য্যের আরম্ভ। স্বামিজী এখন হইতে এদিক ওদিক যাওয়া বন্ধ ও নিমন্ত্রণ রক্ষা স্থগিত রাখিয়া নিজে স্থায়ীভাবে নিউইয়র্কে একটি বাসা লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখন আর নাম যশঃ তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কতকগুলি সত্যনিষ্ঠ, উৎসাহশীল ছাত্র না পাইলে ও তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া গঠিত করিতে না পারিলে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। অন্য লোক হইলে মনে করিত 'আর কি? এই খুব হইয়াছে—এত নাম যশঃ পশার প্রতিপত্তি—আর কি চাই?' কিন্তু স্বামিজী ওরূপ অন্তঃসারশূন্য বৃথা গর্ব্বিত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, নাম যশটা নিতান্ত

বাহিরের জিনিষ—উপরে দেখিতে খুব ভাল বটে, বাহ্য চাকচিক্যও যথেষ্ট, কিন্তু প্রকৃত কর্ম্ম-সাফল্য লাভ করিতে হইলে ওরূপ ভাসা ভাসা ভাবে কাজ করিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে ও ভবিষ্যতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য চালাইবার জন্য একদল কর্ম্মক্ষম লোক প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই জন্য তিনি এক্ষণে রীতিমত ক্লাস খুলিয়া বিনামূল্যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন ও তাহার সমুদয় ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা-কোম্পানীর কার্য্যে লব্ধ অর্থ এইরূপে ব্যয়িত হইতে লাগিল, এবং এই ধর্ম্ম-সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গুরুতর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। প্রায় সমস্ত ক্ষণই লোক-শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকিতেন এবং কয়েকজন বাছা বাছা শিষ্যকে নিয়ম করিয়া ধ্যান ধারণা শিক্ষা দিতেন। ধ্যান শিক্ষা দিতে গিয়া কিন্তু সময়ে সময়ে নিজে এমন ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন যে সহজে বাহ্য-চৈতন্য ফিরিত না। তাঁহার শিষ্যেরা তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে স্বামিজী শিক্ষাদান অপেক্ষা ধ্যানের ভাব অধিক প্রবল হওয়ার জন্য নিজের উপর বিরক্ত হইতেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ না ঘটে তাহার জন্য বিশেষ সতর্ক থাকিতে চেষ্টা করিতেন। দুই একজন শিষ্য নিকটে থাকিলে তিনি একটি নাম শিখাইয়া বলিয়া রাখিতেন যদি হঠাৎ তাঁহার গভীর ধ্যান বা সমাধি অবস্থা আসিয়া পড়ে তবে ঐ নাম কর্ণে শুনাইলে তৎক্ষণাৎ ধ্যান ভঙ্গ হইবে। কখন কখন তিনি অনুচ্চস্বরে বেদ বা উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি বা কোন

সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার শরীর হইতে যেন সত্য সত্য আধ্যাত্মিক তেজ ফুটিয়া বাহির হইত। বাস্তবিক দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চতুষ্পার্শ্বে যে গভীর শান্তি ও আধ্যাত্মিক আনন্দ বিরাজ করিত এক্ষণে সুদূর আমেরিকায় স্বামিজীর পার্শ্বেও যেন ঠিক সেইরূপ শান্তি ও আনন্দের ভাব উথলিয়া উঠিতেছিল।

ওদেশের একজন বিখ্যাত লেখক এই সময়ে স্বামিজীকে দেখিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা চিরদিন তাঁহার মনোহর ব্যবহার, প্রতিভার স্বর্গীয় জ্যোতি-মণ্ডিত শিশুর ন্যায় সরল সহাস্য বদন, বীণাবিনিন্দিত গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি ও সর্ব্বোপরি তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার বিষয় স্মরণ রাখিবেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এতদূর বিস্ময়কর যে তদ্দর্শনে শ্রোতৃবর্গের অন্তস্তল ভেদ করিয়া স্বতঃই এই কথা নিঃসৃত হয় 'দেবতার বরে এরূপ অপূর্ব্ব বাগ্মিতার অধিকার জন্মিয়াছে'।"

এবার নিউইয়র্কে আসিয়া স্বামিজী সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও সংবাদপত্র সমূহে তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বদাই কিছু না কিছু প্রকাশিত হইত। অন্যান্য পত্রের কথা ছাড়িয়া সুবিখ্যাত 'নিউইয়র্ক ক্রিটিক' হইতে নিম্নলিখিত অংশটি এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"He has preached in clubs and churches until his faith has become familiar to us. His culture, his eloquence, and his fascinating personality have given us a new idea of Hindu civilisation. * * * His fine,

intelligent face and his deep musical voice prepossesses one at once in his favour. * * * He speaks without notes, presenting his facts and his conclusions with the greatest art and the most convincing sincerity and rising often to rich inspiring eloquence."

"সভাসমিতি ও ধর্ম্মমন্দিরে বহুবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে এবং তাঁহার বিদ্যা, বাগ্মিতা ও মধুর ব্যবহার দর্শনে হিন্দু-সভ্যতা সম্বন্ধে নূতন ধারণা জন্মিয়াছে। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল ও গীতধ্বনিবৎ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁহার প্রতি শীঘ্রই অনুরাগের সঞ্চার করে। তিনি বক্তৃতা দিবার সময় কোন কাগজ পত্র দেখিয়া বলেন না, অথচ বর্ণনীয় বিষয় ও সিদ্ধান্ত সমূহ এরূপ কৌশলের সহিত ও প্রাণাস্পর্শী ভাষায় বলেন যে তাহাতে শ্রোতৃবর্গের বিশ্বাস উৎপাদন অনিবার্য্য।"

'নিউইয়র্ক ফ্রেনলজিক্যাল জর্ন্যাল' অর্থাৎ করোটি-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রেও স্বামিজী সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতুককর মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা এখানে সেগুলি পাঠককে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"স্বামী বিবেকানন্দ অনেক বিষয়ে তাঁহার স্বজাতীয়গণের একটী উৎকৃষ্ট নমুনা। তিনি দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফিট সাড়ে আট ইঞ্চি এবং তাঁহার ওজন ১৭০ পাউণ্ড অর্থাৎ দুই মণের উপর। তাঁহার মস্তকের উপরি ভাগের পরিধি এক কাণ হইতে অপর কাণ পর্য্যন্ত পৌনে বাইশ ইঞ্চি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তাঁহার মস্তিষ্কের পরিমাণ দৈহিক আয়তনের অনুপাতে ঠিক আছে। তিনি যেস্থানে

তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগী ও অনুকূল কর্ম্ম পাইবেন সেই খানেই স্বচ্ছন্দ চিত্তে থাকিতে পারিবেন এবং তাঁহার বন্ধুত্বের অর্থ তৎ-প্রচারিত কার্য্যের প্রতি যাঁহারা উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তাঁহার মনোবৃত্তিসমূহ এতদূর কোমল যে তাহাতে দাম্পত্য ভাবের পোষণ অসম্ভব। আর তিনি নিজেও স্বীকার করেন যে আজ পর্য্যন্ত তিনি কোন স্ত্রীলোককে প্রণয়ীর চক্ষে দেখেন নাই। তিনি দ্বন্দ্বের অবিরোধী, এবং বিশুদ্ধ অহিংসা ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, সুতরাং আশা করিয়াছিলাম কর্ণমূলের নিকট মস্তকের যে অংশ দ্বন্দ্ব ও হিংসাবৃত্তির পরিচায়ক তাঁহার মস্তকের সেই অংশ সঙ্কীর্ণ হইবে এবং দেখিলামও তাহাই। কিঞ্চিদূর্দ্ধে অর্থোপার্জ্জন ও সঞ্চয় এই দুই স্থানের পরিধিতেও ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিলাম। তিনি নিজেও সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে তিনি বিষয় সম্পত্তির কোন ধার ধারেন না এবং তাঁহার কোন সঞ্চিত ধন নাই। আমেরিকান দিগের কর্ণে এই কথা বিসদৃশ শুনায় সন্দেহ নাই, কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তাঁহার মুখমণ্ডলে যেরূপ শান্তি ও সন্তোষের চিহ্ন বিদ্যমান তাহা রসেল সেজ (Russel Sage), হেটী গ্রীণ (Hetty Green) এবং আমাদের অনেক ক্রোড়-পতিদিগের মুখেও দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা ও ধর্ম্মজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত এবং পরোপকার-প্রবৃত্তি সুপরিস্ফুট। ললাট-প্রান্তদ্বয়ের বিস্তৃতি হইতে সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বিশাল চক্ষুর্দ্বয়ে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় সুব্যক্ত এবং অদ্ভুত বাগ্মিতার নিদর্শন সূচিত। ললাটের ঊর্দ্ধ-ভাগে কারণানুসন্ধান-প্রবৃত্তি, মনুষ্য-চরিত্রের জ্ঞান ও অমায়িকতার

ভাব পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। তাঁহার মস্তিষ্কযন্ত্রের লক্ষণসমূহ মোটের উপর এই ভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে দয়া, সহানুভূতি, দার্শনিক বুদ্ধিমত্তা ও উচ্চশিক্ষা-সম্বন্ধীয় কৃতকার্য্যতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং এরূপ বিশুদ্ধ ইংরাজী বলেন যে মনে হয় যেন ইংলণ্ডেই তাঁহার জন্ম। তিনি বিশ্বশিল্প মেলায় যে উদার ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যদি আর কিছু না করিয়া কেবল তাহারই বৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হন তাহা হইলে তাঁহার এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সার্থক ও সুসিদ্ধ হইবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।"

একদিকে স্বামিজী এত প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিতেছিলেন, আর এক দিকে আবার তিনি একদল লোকের নিরতিশয় ঈর্ষ্যার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিজে মহর্ষি ঈশার একজন পরম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দর্শনে গোঁড়া ক্রিশ্চানরা নিজেদের স্বার্থহানি সম্ভাবনা দেখিয়া নানা প্রকারে বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে স্বামিজী স্বামি-শিষ্য সংবাদ প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শরৎ বাবুকে, স্বয়ং এইরূপ বলিয়াছিলেন—

শরৎ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা মশায়, গোঁড়া ক্রিশ্চানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই?

স্বামিজী। হ'য়ে ছিল বৈকি! আবার যখন লোকে আমায় খাতির কর্ত্তে লাগ্‌ল তখন পাদ্রীরা আমার পেছনে খুব লাগ্‌ল। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল। কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ কর্ত্তে বলত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য কর্ত্তুম

না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চালাকী দ্বারা জগতে কোনও মহৎকার্য্য হয় না; তাই ঐ সকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না ক'রে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যেতুম।' দেখতেও পেতুম, অনেক সময়ে যারা আমায় অযথা গালমন্দ করত তারা অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে Contradict (প্রতিবাদ) করে ক্ষমা চাহিত। কখনও কখনও এমনও হয়েছে—আমায় কোনও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে ঐ সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়ীওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভাঁ—কেউ নাই। আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হতে এসেছে। কি জানিস্ বাবা, সংসারে সবই দুনিয়াদারী। ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এ সব দুনিয়াদারীতে ভোলেরে বাপ্! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বল্ছে, ও কি বল্ছে, এসব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।"

(স্বামিশিষ্য সংবাদ পূর্ব্বভাগ ১৪৯—১৫০ পৃঃ)

শুধু নিম্নশ্রেণীর খ্রীষ্টান পাদ্রীরাই যে তাঁহার কার্য্যে বাধা দিয়াছিল তাহা নহে। ঐ সময়ে কিছুদিন পরে মাল্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজে প্রকাশিত স্বামী কৃপানন্দ নামক একজন আমেরিকান শিষ্যের পত্রে আমরা দেখিতে পাই স্বামিজীকে নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে হইয়াছিল। মূল পত্র খানি এত সুন্দর যে তাহা আমরা সম্পূর্ণভাবে পরিশিষ্টে সন্নিবেশ করিতে

বাধ্য হইয়াছি। ঐ পত্র পাঠে জানা যায় সে সময় সুসভ্য মার্কিণ দেশে লোকের অজ্ঞতার অভাব ছিল না। ধর্ম্মের নামে লোকে যতরকম আজগুবি কথাই বলুক না কেন, আর যত রকম জুয়াচুরীই করুক না কেন, আমেরিকায় চলিয়া যাইত। একটা অলৌকিক কিছু দেখিবার বা শুনিবার জন্য লোক হাঁ করিয়া থাকিত এবং তাহাদিগের অস্বাভাবিক কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতেও কাতর হইত না। প্রবঞ্চকের দলও সুযোগ পাইয়া শত শত সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ভূত, প্রেত, মহাত্মা, ভবিষ্যৎবক্তা প্রভৃতি দেখাইবার ছুতা করিয়া অগ্রিম ২৫ হইতে ১০০ ডলার পর্য্যন্ত শুধু প্রবেশের দক্ষিণা বলিয়া গ্রহণ করিত। কৃপানন্দ বলেন ঠিক যেন মধ্যযুগ ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই শঠতা, প্রবঞ্চনা, খেয়াল, কল্পনা ও কুসংস্কারের উর্ব্বরক্ষেত্রে স্বামিজী বেদের মহিমময় ধর্ম্ম, বেদান্তের গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ঋষিদিগের অনুপম জ্ঞানবার্ত্তা বিতরণ করিতে অবতীর্ণ হইলেন। পূতিগন্ধময় বিরাট আবর্জ্জনাস্তূপ পরিষ্কার করিয়া তাহার স্থানে সুরভি পুষ্পোদ্যান-সমন্বিত শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বুঝুন কি কঠিন কার্য্য! প্রথম প্রথম রাশি রাশি লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলেই যে ধর্ম্মপিপাসু তাহা নহে। কৌতুহলপরায়ণ হুজুকপ্রিয় লোক ছিল, আবার কতক পূর্ব্ব-কথিত জুয়াচোরের দলও ছিল। এই শেষোক্ত লোকেরা স্বামিজীকে তাহাদের দলে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল ও তাঁহার কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিবে বলিয়া নানারূপ সাহায্যের প্রত্যাশা ও প্রলোভন দেখাইল। শেষে আবার তাহাদের সহিত না মিশিলে

তাঁহার অনিষ্ট ও কার্য্যের ক্ষতি করিবে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শনও করিল। কিন্তু তাহাদের কাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তিনি সকল প্রস্তাবের একই উত্তর দিলেন,—"আমি সত্যের সারথী। সত্য কখনও মিথ্যার সহিত সখ্য-পাশে আবদ্ধ হইতে পারে না। যদি সমগ্র বিশ্ব আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তথাপি পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে।" তিনি শঠতা, প্রবঞ্চনা ও কুসংস্কারকে ঘৃণার সহিত দূরে পরিহার করিলেন তাহারাও তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ সরিয়া পড়িল।

খৃষ্টান পাদ্রীদের কথা ত পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কৃপানন্দ স্বামীও ইহাদের বিরুদ্ধাচরণের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু উহাদের অপেক্ষাও একদল যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বী স্বামিজীর বিরুদ্ধে লাগিয়াছিল। তাহারা সাধারণতঃ Freethinkers বা স্বাধীন-চিন্তাশীল সম্প্রদায় নামে অভিহিত। নিরীশ্বরবাদী, জড়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবাদী (Rationalists) প্রভৃতি ধর্ম্মের বিরোধী সকল শ্রেণীর লোকই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহারা মনে করিয়াছিল স্বামিজীকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিবে। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা স্বামিজীকে নিউইয়র্কে তাহাদের সমাজ-গৃহে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিল। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাহারা তর্ক যুক্তি ও বিজ্ঞানের বুকনি দিয়া অতি সহজেই ধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিবে এবং সেই মতলবে নিজেদের বহু শিষ্যসামন্তকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। স্বামিজী তাহাদের আহ্বানে একাকী নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের সভাগৃহে উপস্থিত হইলে তাহারা সদলবলে তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইল। ঘোর তর্ক চলিল—তাহারা মহা দম্ভে পদার্থ

(Matter), শক্তি (Force), বংশানুগতিকতা (Heredity), প্রাকৃতিক নিয়ম, ন্যায়শাস্ত্র, সাধারণ বুদ্ধি প্রভৃতি জড়বাদিদের ঝুলিতে যা কিছু চোখাচোখা ব্রহ্মাস্ত্র আছে তাহা একে একে ছাড়িতে লাগিল, কিন্তু কি বিপদ! দেখিল, যে সকল বড় বড় কথা শুনিয়া মূর্খ জনসাধারণ সহজেই বাবড়াইয়া যায় স্বামিজীর নিকট সেগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। তিনি শুধু অদ্বৈতেরই প্রচারক নহেন, জড়বাদীদের সব যুক্তি তর্ক যেন তাঁহার নখদর্পণে। তিনি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা তাহাদের সকল যুক্তি তর্ক খণ্ডন করিলেন ও সম্পূর্ণভাবে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে নিরুত্তর করিলেন।

তাঁহার এদিনকার বক্তৃতার ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলিল। পরদিন দলে দলে জড়বাদীদের শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অমৃতময় উপদেশ প্রার্থনা করিল।

এইরূপে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে স্বামীজি আপনার কার্য্য বিস্তার করিতে লাগিলেন ও দিন দিন তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কালক্রমে তিনি আমেরিকার অনেক বিখ্যাত ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার খ্যাতি যতই বাড়িতে লাগিল ততই তাঁহার ব্যবহারে অধিকতর বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে কলিকাতা টাউনহল-সভার পত্র ও ভারতের অন্যান্য স্থানের অনুমোদন ও অভিনন্দন লিপি তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি স্বদেশীয়গণের উৎসাহ দর্শনে আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং একান্তচিত্তে জগদীশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যেন তিনি সনাতন ধর্ম্মকে আরও উপযুক্তভাবে প্রচার করিতে পারেন। এই উৎসাহের

প্রেরণায় তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত সাধারণের নিন্দা প্রশংসা গ্রাহ্য না করিয়া কতকগুলি শিষ্যকে প্রাণপণে নিজ আদর্শে গঠিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এখন হইতে আমেরিকার কার্য্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখিলেন। তিনি দেখিলেন বিদেশে তাঁহার সফলতাদর্শনে দেশের লোকের মন এখন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, এখন যদি তাহাদিগকে যথাযথ পথে পরিচালনা করা যায় তবে কালে দেশ আবার পূর্ব্ববৎ উন্নত হইবে। বুঝিলেন এই উপযুক্ত অবসর। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত অভিনন্দনসমূহের উত্তরে স্বদেশীয়গণকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে রীতিমত পত্রাদি প্রেরণ দ্বারা কি ভাবে ভারতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সে সকল পত্রের প্রতি ছত্র হইতে যে কি অদম্য তেজ, বিশ্বাস, উৎসাহ, শৌর্য্য ও ইচ্ছাশক্তি ক্ষরিত হইতেছে তাহা পাঠক স্বয়ং না দেখিলে ধারণা করিতে পারিবেন না। ঠিক যেন রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান সেনাপতির আদেশধ্বনি! সে তূর্য্যনিনাদে যেন একই কথা উচ্চারিত হইতেছিল—'March on'! (অগ্রসর! অগ্রসর! অগ্রসর!) যাহারা আত্মশক্তিতে নির্ভর করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য বারংবার প্রার্থনা করিতেছিল তাহাদিগকে তিনি পুনঃ পুনঃ অভয় দিয়া লিখিলেন—

"Stand on your own feet. If you are really my children, fear nothing, stop at nothing. You will be like lions. We must rouse India and the whole world".

(ভাবার্থ ঃ—আত্মশক্তির উপর নির্ভর কর। যদি তোমরা বাস্তবিক আমার সন্তান হও, তবে কিছুতে ভয় পাইও না, কোনও কিছুর অপেক্ষা রাখিও না, সিংহের মত কাজ করিয়া যাও। ভারতকে জাগাইতে হইবে, সমস্ত জগৎকে জাগাইতে হইবে।)

তাঁহার এ সময়কার প্রত্যেক পত্র যেন অগ্নিবর্ষী। এ সকল পত্র মিশন হইতে প্রকাশিত "পত্রাবলী" নামক গ্রন্থসমূহে দৃষ্ট হইবে। আমরা নিম্নে যদৃচ্ছাক্রমে কতক কতক স্থল উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"বৎস! সাহস অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছায় ভারতে আমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর, আমরাই মহৎ কর্ম্ম করিব। এই গরীব আমরা—যাহাদের লোকে ঘৃণা করে, কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ যথার্থ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে।"

"সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, হিন্দুধর্ম্মের মহান্ উপদেশ সমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি-জনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।"

"বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষ-গণের শিক্ষালয় স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা,

ও সর্ব্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলেও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না।

"গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে।"

"ভগবান্ অনন্তশক্তিমান্; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থ-সারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষদিগের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বারনারীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়, এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর, বলি—জীবন-বলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন,—সেই দীন, দরিদ্র, পতিত, উৎ-পীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারত-বাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।"

"এ একদিনের কাজ নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু

পার্থ-সারথি আমাদেরও সারথি হইতে প্রস্তুত, আমরা তাহা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া শতশতযুগ-সঞ্চিত পর্ব্বত-প্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।"

"তবে এস, ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। তা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক। আমরা সিদ্ধি লাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! আমি এখনে অকৃতকার্য্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে। তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ঔষধও কি তাহা জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড় লোককে গ্রাহ্য করি না। হৃদয়-শূন্য, মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্র-প্রবন্ধ-সমূহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব,—একজন পড়িবে,—আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।

"আমাদের কার্য্য—কাজ করিয়া মরা—'কেন' প্রশ্ন করিবার অধিকার আমাদের নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমা দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ।"

"ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট ও অজ্ঞানান্ধ জনগণকে উন্নত করিবেন।"

"মনে করিও না, আমরা দরিদ্র; অর্থ জগতে শক্তি নহে, সাধুতাই, পবিত্রতাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্তি কিনা।"

"দৃঢ় ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও ও প্রভুতে বিশ্বাস রাখ। কাযে লাগো। আমি আসিতেছি। আমাদের কার্য্যের এই মূল কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিবে—জন সাধারণের উন্নতিবিধান—ধর্ম্মে একবিন্দু আঘাত না করিয়া।"

"আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরীব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!"

"বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হইতে পারে। স্বার্থের আবশ্যক নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়, তা তোমারও নয়, আমারও নয়, বা আমার গুরুর পর্য্যন্ত নয়। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর; হে বীরহৃদয় মহদাশয় বালকগণ, উঠে পড়ে লাগো। নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিষের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জ্জন দাও ও কার্য্য কর। মনে রাখিও "অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়।" তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত

হউক। তাঁহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর আসুক—আমি বিশ্বাস করি, তাঁর শক্তি তোমাদের মধ্যে বর্ত্তমানই রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন—"উঠ, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ থামিওনা।" জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিবসের আলোক দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবেনা। আমি পত্রের উত্তর দিতে দেরি করিলে বিষণ্ণ বা নিরাশ হইও না। লেখায় কি ফল? উৎসাহ বৎস, উৎসাহ—প্রেম, বৎস, প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় করিও না, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়।"

"অহঙ্কৃত হইও না। মতের বিভিন্নতার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিও না, কোন কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কায কেবল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য একত্রে রাখিয়া দেওয়া। প্রভু জানেন, কিরূপে ও কখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে। সর্ব্বোপরি আমার বা তোমাদের কৃতকার্য্যতায় অহঙ্কৃত হইও না, বড় বড় কায এখনও করিতে বাকি। যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে। সাধারণে এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে, আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য্য করিবার নির্ব্বাচিত যন্ত্র। ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতে উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না,—অনন্ত, অনন্ত, সর্ব্বগ্রাসী; সকলেই সাম্নে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক্। জয় প্রভুর জয়।"

"কার্য্যের আরম্ভ খুব সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও কায কর। * * লাগো, লাগো, বৎসগণ! প্রভুর জয়!"

"হে মহামনা রাজন! * এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর—জগতের ধন মান ঐশ্বর্য্য এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবন ধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে।"

"'না' বলিলে চলিবে না! আর কিছুতেই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, অকপটতা, ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবন-গতি নিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু।"

"পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য; কারণ, হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত প্রেত বই আর কি! হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হউক, তোমারা পাগল হইবার মত হও! তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবে তাঁহার নিকট

---

* মহীশূর-রাজ।

হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ—অনন্ত শক্তি আসিবে।"

"সত্যকে ধরিয়া থাক, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত যে কৃতকার্য্য হইব, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কাজ করিয়া যাও, মনে কর, আমি জীবিত নাই। এই মনে করিয়া কাযে লাগ, যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাযের ভার। ভাবী পঞ্চাশৎ শতাব্দী তোমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কায করিয়া যাও।"

"গুপ্ত বদমায়েসি, লুকানো জুয়াচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে; কিছুই লুকাইয়া করা হইবে না। কেহ যেন আপনাকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত না হন। এমন কি, আমাদের মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না, গুরুগিরিও চলিবে না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, কার্য্যে অগ্রসর হও। টাকা থাক্ বা নাই থাক্, মানুষের সহায়তা পাও বা নাই পাও, তোমার প্রেম ত আছে? ভগবান্ ত তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।"

"যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয় কিন্তু উহা অব্যর্থ।"

(ইংরাজীর অনুবাদ)

তাঁহার পত্রাবলী হইতে এইরূপ অসংখ্য স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে সেগুলি কিরূপ সদ্ভাবপূর্ণ ও স্বদেশপ্রেম-ব্যঞ্জক। কোথাও তিনি বেদান্তের গূঢ় মর্ম্ম পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতেছেন ঋষিদিগের প্রকৃত মনোভাব কি ছিল, কোথাও

দেখাইতেছেন ভারতবর্ষ ও নব্যজগতের মধ্যে প্রভেদ কোন্ খানে, কোন বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্য জাতি হইতে হীনতর, আবার কোন বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। কোথাও হয়ত ভারতের বর্ত্তমান অভাব কি, কি করিয়া সে অভাব পূরণ হইতে পারে, এই সম্বন্ধে নানাবিধ কার্য্যকরী উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই পত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় তিনি ভারতে আত্মত্যাগ ও বৈরাগ্যবান্ লোক সাহায্যে সুপ্রণালীবদ্ধ কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য কতদূর উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল বিশেষভাবে একদল সন্ন্যাসীকে সুশিক্ষিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ঐহিক ও পারমার্থিক বিদ্যা প্রচারের জন্য গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে প্রেরণ করিবেন।

একটী পত্রে তিনি লিখিতেছেন :—

"ভারতের জনসাধারণকে উন্নত করা এখন তোমাদের একমাত্র কার্য্য। ইহার জন্য মন প্রাণ দিয়া খাটিতে পারে এমন সব যুবক লইয়া কার্য্য আরম্ভ কর। * * * * আর একটি সদ্‌গুণ অভ্যাস করা আবশ্যক—সেটি হইতেছে আদেশ পালন। যাঁহাদিগের হস্তে অধ্যক্ষতার ভার ন্যস্ত, তাঁহাদিগের কথামত কাজ না করিলে কোন সঙ্ঘকেন্দ্র গঠিত হইতে পারে না। আর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত শক্তিসমূহ একস্থানে সংহত ও কেন্দ্রীভূত না হইলে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব। ঈর্ষ্যা অভিমান দূর কর। পরার্থে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা কর। ইহাই বর্ত্তমানে এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু।" (ইংরেজীর অনুবাদ)।

এই সকল পত্রের অধিকাংশ তাঁহার উত্তরভারত ও মাদ্রাজ-

বাসী শিষ্যদিগকে এবং মঠের গুরুভ্রাতৃগণকে লিখিত হইয়াছিল, এবং এতদ্দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে যে ফল হইত প্রায় তত্তুল্য ফল প্রসূত হইয়াছিল। যিনি তাঁহার পত্র পাঠ করিতেন তিনিই উৎসাহে পূর্ণ হইতেন এবং তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। এবার নিউইয়র্কে রীতিমত কার্য্য আরম্ভ করিবার পর স্বামিজী মান্দ্রাজী শিষ্যগণকে একখানি বেদান্তবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিতেছিলেন। এমন কি, এজন্য বক্তৃতা কোম্পানীর নিকট হইতে লব্ধ স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতেও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পরই ঐ পত্র 'ব্রহ্মবাদিন্' নামে পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি শিষ্যদিগকে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন ও কি ভাবে উক্ত 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজখানি চালাইতে হইবে তৎসম্বন্ধে নিউইয়র্ক হইতে ৬ই মে (১৮৯৫) তারিখে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"বেদান্ত অর্থাৎ বেদান্তের অন্তর্গত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত নামক সোপানত্রয়-সমন্বিত সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রে জগতের সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-ভাব নিহিত আছে। ঐ তিনটি সোপান ঠিক পর পর অবস্থিত ও মানব-মনের ত্রিবিধ অবস্থার উপযোগী। ইহাই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। প্রথম অবস্থায় দ্বৈতবাদ—খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে। তন্মধ্যে ইউরোপী জাতিরা খৃষ্টধর্ম্ম ও সেমিটিক জাতিরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

তারপর—বিশিষ্টাদ্বৈত।

সর্ব্বশেষ অদ্বৈত।—যোগ-ধারণার সহিত সংযুক্ত হইয়া এই ত্রিবিধ বাদসমষ্টিই হিন্দুধর্ম্ম নামে খ্যাত এবং হিন্দুস্থানের বিবিধ জাতির মধ্যে এই ত্রিবিধ অবস্থার লোকই বিদ্যমান। অতএব হিন্দুধর্ম্ম বলিতে কোন ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বুঝায় না। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে বুঝিবে বেদান্ত ধর্ম্ম, আর বেদান্ত ধর্ম্মই জগতের ধর্ম্ম। কেবল বিভিন্ন জাতির বিভিন্নরূপ অভাব আকাঙ্ক্ষা মনোবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে ইহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। মূলতত্ত্ব সেই এক। শুধু শাক্ত শৈবাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তোমরা তোমাদের পত্রিকায় ঐ তিন মতেরই সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইতে থাক, যে কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ নাই, তিনই একের অঙ্গীভূত, তবে পর পর ক্রমিক অবস্থায় প্রযুজ্য, তিনের মধ্যে কোন গোল বা অসামঞ্জস্য নাই। আর, তফাৎ যা, সে শুধু বহিরাচার অনুষ্ঠানে। মূলে লক্ষ্য এক। অর্থাৎ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বটি প্রচার করিয়া যাও, তার পর যাহার যেরূপ ভাব, সে সেইভাবে উহাকে আত্মগত করুক। কাগজখানি যেন তুচ্ছ বিষয় লইয়া থাকে না, ধীর, স্থির, গম্ভীর সুরে লেখা হয়। এইরূপে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে একনিষ্ঠ হইয়া আপন ব্রত সম্পাদন করিয়া যাও।" (ইংরাজীর অনুবাদ)।

এই সময়ে শুধু 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় নহে, ভারতের জনহিতকর অন্যান্য অনুষ্ঠানেও তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর হিন্দু-বিধবা

বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই স্কুলটি ব্রাহ্মদিগের স্কুল ও সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্ম-পরিচালিত। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। সেজন্য স্বামিজী অকপট আগ্রহের সহিত ইহার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ব্রুকলিন নৈতিক সভার (Brooklyn Ethical Association) সমক্ষে তিনি 'হিন্দুরমণীর আদর্শ' (The Ideals of Hindu women) শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতা উপলক্ষে যত টাকা উঠিয়াছিল তাহা তিনি সভাপতি মহাশয়কে শশিপদ বাবুর বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে সভাপতি ডাক্তার লুইস্ জেন্স্ (Dr Lewis G. Janes) মহোদয় শশিপদ বাবুকে নিম্নলিখিত পত্রের সহিত উক্ত সমুদয় অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"আপনার স্বনামধন্য দেশবাসী স্বামী বিবেকানন্দ একটি বক্তৃতা দিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহাই আপনাকে পাঠাইতেছি। তিনি আমাদের জন্য অনেকবার বৃহৎ জনমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং বেদান্তদর্শন ও ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা জানিবার জন্য এতদ্দেশবাসীর আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্বামিজীর মহত্বের পরিচয়স্বরূপ একথাও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যে আপনার স্কুলের জন্য বক্তৃতা দিয়া অর্থসংগ্রহ করিবার প্রস্তাব তিনিই সর্ব্ব প্রথম উত্থাপিত করেন ও পরে আমরা তাঁহাকে ঐ কার্য্যে সাহায্য করি।"

হিন্দু হউক, ব্রাহ্ম হউক, আর্য্যসমাজী হউক, মুসলমান বা খৃষ্টান, যে কোন ধর্ম্ম বা সমাজ হউক, যাঁহারা প্রকৃত প্রেমের সহিত স্বদেশ সেবা ও স্বদেশের হিতসাধন করিতেন বা কোন প্রকার উদার

ভাব পোষণ করিতেন, স্বামিজী কখনও তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না। বরং সুযোগ পাইলেই তাঁহাদের প্রশংসা ও তাঁহাদের কার্য্যের সহায়তা করিতেন। খৃষ্টান পাদ্রীরা ত তাঁহার এত নিন্দা ও গ্লানি ও তাঁহাকে এত জ্বালাতন করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি প্রকৃত খৃষ্টভক্তকে তিনি কতদূর সমাদর করিতেন, নিম্নলিখিত পত্র হইতে তাহা বোধগম্য হইবে :—

"এখানকার খৃষ্টধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিবে যে এপিস্‌কোপাল ও প্রেস্‌বিটিরিয়ান সম্প্রদায়ের অনেক খৃষ্টধর্ম্মযাজক আমার বন্ধু। তাঁহারা তোমাদিগের ন্যায় স্বধর্ম্মানুরক্ত ও উদার-প্রাণ। সর্ব্বত্রই দেখা যায় প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির হৃদয় প্রশস্ত (The real spiritual man is broad everywhere), প্রেমের প্রেরণায় তিনি এইরূপ উচ্চস্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মের নামে বাণিজ্য করিতে বসেন, তাঁহারাই ধর্ম্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতা টানিয়া আনিয়া অপরের অনিষ্ট সাধন করেন ও নিজেদের ক্ষুদ্রচিত্তের পরিচয় দেন।" (ইংরাজীর অনুবাদ)।

আবার এদেশের পাদ্রীরা তাঁহার নিন্দা ও তাঁহার কার্য্যকে আক্রমণ করিয়া যে বিষপুরিত সমালোচনা বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহার ভারতীয় বন্ধুরা তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—

"ভবিষ্যতে লোকে আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যাহাই বলুক্ না কেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি অবিশ্রান্ত ভাবে কার্য্য করিয়া যাইব—এমন কি, মৃত্যুর

পরেও জগতের কল্যাণের জন্য কার্য্য করিব। মিথ্যা অপেক্ষা সত্যের গুরুত্ব সহস্রগুণে বেশী (Truth is infinitely more weighty than untruth) * * * * চরিত্র-বল, পবিত্রতা-বল, সত্যের বল, মনুষ্যত্বের বল—এই থাকিলেই হইবে। যতক্ষণ আমার এসব আছে, ততক্ষণ তোমাদের কোন চিন্তা নাই—ততক্ষণ কেহ আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। যদি কেহ আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, নিশ্চয় জানিও সে বিফল-প্রয়াস হইবে—ইহা সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী।" (ইংরাজীর অনুবাদ)

সত্যের প্রতি ও নিজের প্রতি তাঁহার এমনই অগাধ ও অসীম বিশ্বাস ছিল!

এ সময়ে তিনি নিন্দাস্তুতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বরাবরই ঐ ভাব ছিল, তবে প্রথম প্রথম তিনি ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোকদিগের উপর চটিয়া যাইতেন। ১৮৯৪ সালে কলিকাতার পাদ্রীরা গবর্ণমেণ্টের চক্ষে তাঁহাকে একজন রাজ-নৈতিক প্রচারক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার আমেরিকার কার্য্যকলাপের বিকৃতার্থ করিয়া বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার কোন কোন শিষ্য দুঃখিত হইয়া পাদ্রীদিগের দুষ্টামির উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন। তাহার উত্তরে তিনি ১৮৯৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিলেন :—

* * * কল্‌কাতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে যে সব বই ছাপা হয়েছে, তাতে একটা জিনিষ আমি দেখ্‌তে পাচ্চি। তাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়্‌লে বোধ হয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা কচ্ছি।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি রাজনীতিজ্ঞ বা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নই। আমার লক্ষ্য কেবল আত্মতত্ত্বের দিকে—সেইটে যদি ঠিক হ'য়ে যায়, তবে আর সমস্ত ঠিক হ'য়ে যাবে—এই আমার মত। * * * অতএব তুমি কল্‌কাতার লোকদের অবশ্য অবশ্য সাবধান করে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভিতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা ক'রে আরোপ করা না হয়। কি আহাম্মকি! * * * শুন্‌লাম, রেভারেণ্ড কালীচরণ বাঁড়ুয্যে নাকি খৃষ্টীয় মিশনরিদের সমক্ষে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। যদি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে এ কথা বলা হ'য়ে থাকে, তবে আমার তরফ থেকে উক্ত বাবুকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি তাঁর উক্ত কথাটা কল্‌কাতার যে কোন সংবাদপত্রে লিখে হয় প্রমাণ করুন, না হয় ঐ বাজে অর্থহীন কথাটা প্রত্যাহার করুন। এটা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে অপদস্থ করবার জন্য খৃষ্টান মিশনরীদের একটা কৌশলমাত্র। আমি সাধারণ ভাবে সমুদয় খৃষ্টীয়ান-পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ্য ক'রে সরল ভাবে সমালোচনাচ্ছলে কয়েকটা কড়া কথা ব'লেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমার রাজনৈতিক বা তজ্জাতীয় বিষয়চর্চ্চার দিকে কিছু ঝোঁক আছে, অথবা রাজনীতি বা তৎসদৃশ কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সংস্রব আছে। যাঁরা ভাবেন, ঐ সব বক্তৃতা থেকে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত ক'রে ছাপানো একটা মস্ত হুজুক নয়, আর প্রমাণ ক'র্ত্তে চান যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তাঁদের আমি বলি 'হে ঈশ্বর, এই সব বন্ধুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।' * * * আমার বন্ধুগণকে ব'লবে,

যাঁরা আমার নিন্দাবাদ কচ্চেন, তাঁদের কথায় আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। আমি যদি ঢিল খেয়ে পাটকেল ছুড়ি, তবে তাদের সঙ্গে আর আমার পার্থক্য রইল কি! আমার বন্ধুদের ব'লবে—সত্য নিজেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা কর্‌বে, আমার জন্য তাদের কাহারও সঙ্গে বিরোধ ক'র্ত্তে হ'বে না। * * * * সাধারণের সাম্‌নে বেরোনোর দরুণ এই ভূয়ো নাম যশ পেয়ে ও খবরের কাগজে নাম বেরিয়ে বেরিয়ে ক্রমাগত হৈ চৈ সৃষ্টি হওয়ায় আমি একেবারে দিক্‌ হ'য়ে গেছি। এখন কেবল প্রাণ চাচ্চে—হিমালয়ের সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই।" (ইংরাজীর অনুবাদ)

কর্ম্মের প্রসার।

নিউইয়র্কে স্বামিজী যে ক্লাস খুলিয়াছিলেন তাহাতে প্রধানতঃ রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ শিক্ষা দেওয়া হইত। তিনি শিষ্যদিগকে প্রথম হইতেই বুঝাইয়া দিলেন যে ধর্ম্ম একটা বিশ্বাসমাত্র নহে, সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়। ইহা লাভ করিতে হইলে শরীর ও মনের সংযমবিধায়ক কতকগুলি নিয়ম প্রত্যহ অভ্যাস করা আবশ্যক। অষ্টাঙ্গ যোগশাস্ত্রে এই সমুদয় নিয়ম সুপরিষ্কৃত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই যোগেরই নাম রাজযোগ। স্বামিজী নিজেও এই সময়ে আহারাদি সর্ব্ববিষয়ে যোগীজনোচিত সংযম পালন করিতেন। সুতরাং তাঁহার শিক্ষাগারটি অনেক পরিমাণে একটি মঠের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল।

রাজযোগের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা জোর দিতেন ধ্যানের উপর। ধ্যান অর্থে বিষয় বিশেষে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ মনঃসংযম বুঝায়। এ অবস্থায় মনকে বলপূর্ব্বক কোন বিষয়ে লিপ্ত করিতে হয় না, অভ্যাসবশতঃ মন আপনিই ধ্যেয় বিষয়ে তন্ময় হইয়া পড়ে। ধ্যানের পরিপক্কাবস্থার নাম সমাধি। সে অবস্থায় বাহ্য বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়। স্বামিজী বলিতেন রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ কোন না কোন আকারে বরাবরই পৃথিবীর নানা স্থানে বিদ্যমান আছে। মধ্যযুগে রোমানক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সেণ্ট বার্ণার্ড অব্ ক্লেয়ারভো, সেণ্ট বোনাভেনচুরা অব্ দি ফ্রান্-সিস্কান অর্ডার, এবং সেণ্ট থেরেসা অব্ যীশাস্ প্রভৃতি উচ্চ

শ্রেণীর সাধকগণ (mystics) ইহা অবগত ছিলেন, তবে ভারতে এই পথগুলি যেরূপ সুন্দর ও সুপরিষ্কৃতভাবে গঠিত হইয়াছে জগতের আর কুত্রাপি তাহা হয় নাই। স্বামিজী বলিতেন, এই দুরূহ বিষয়গুলি ঋষিদিগের হস্তে প্রকৃত বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল, অন্য দেশের লোকেরা অজানিত ভাবে তাহার কতক কতক অংশের আভাস পাইয়াছিল মাত্র। তিনি আরও বলিতেন, রাজযোগের সাধনা করিতে হইলে অতিশয় নিয়মপূর্ব্বক ধ্যান-ধারণা অভ্যাস ও ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি শিষ্যদিগকে অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বলিতেন, কারণ ঐরূপ ইচ্ছা প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের পথে বিষম অন্তরায়। ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে শুধু একনিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বর-চিন্তা করিতে হয়। অন্যদিকে মন দিলে সাধক কখন অভীষ্ট লাভে সমর্থ হন না। এইহেতু তিনি পরমহংসদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শিষ্যদিগকে সর্ব্বদা বলিতেন "Seek only after one thing and that God"—(শুধু এক বস্তুর অনুসন্ধান কর—ঈশ্বর)।

স্বামিজী কেবল যোগমার্গের তত্ত্ব উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, কেমন করিয়া সে তত্ত্বের সাধনা করিতে হয় তাহা স্বয়ং কার্য্যে দেখাইতেন। তিনি একাধারে জ্ঞানী ও সাধক ছিলেন, তাই আমরা দেখিতে পাই তিনি নিউইয়র্কের এই নিভৃত আশ্রমে প্রাতে, সন্ধ্যায়, বা গভীর রজনীতে প্রায়ই ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। সময়ে সময়ে এই ধ্যান এরূপ গাঢ় হইত যে তিনি সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন।

এইরূপ গুরুই প্রকৃতপক্ষে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দিবার উপযুক্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ।

যিনি পরমহংসদেবের চরণ ছায়ায় বসিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা ও মুহুর্মুহুঃ সমাধি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং যিনি সেই ঈশ্বর-প্রতিম শ্রীগুরুর জ্বলন্ত ত্যাগ বৈরাগ্যের উচ্চাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিরজীবন ঈশ্বরচিন্তা, কঠোর তপস্যা ও সাধন ভজন করিয়াছেন, তিনি যে যোগ-বিদ্যার সকল গূঢ় রহস্যই অবগত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি প্রত্যেক শিষ্যের মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া তদুপযোগী উপদেশ দিতেন এবং ধ্যানজ দর্শন সমূহের অতি সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ ও অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া অন্য কোন জিনিষ শিষ্যদিগের নিকট বলিতেন না। স্নায়ু-বিধান-গঠন-কৌশল, মস্তিষ্কের সহিত উক্ত বিধানের সম্বন্ধ এবং স্নায়বিক পরিবর্ত্তনের সহিত মানসিক অবস্থার সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিসমূহ আমেরিকার বহু চিকিৎসক ও শারীরবিদ্যাবিৎ (Physiologists) পণ্ডিতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাঁহাদের অনেকে তাঁহার মতসমূহ অকাট্য বলিয়া স্বীকার করিতেন; বলিতেন, যদিও তাঁহার মতগুলি অতিশয় অদ্ভুত রকমের (bold) তথাপি উহাদিগের মধ্যে প্রকৃত সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয় এবং ঐগুলি বিশেষ যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ধ্যানের দ্বারা মনুষ্য-বুদ্ধির বিকাশ ও অতীন্দ্রিয়-শক্তি লাভ হয় ও সেই শক্তিকেই এতাবৎকাল সকলে দৈবশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন তাঁহার এই কথায় আমেরিকার প্রধান প্রধান মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, বিশেষতঃ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্‌স্, জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভক্ত, সাধক ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণের বিভিন্ন প্রকার মানসিক

অবস্থার পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজ শিষ্যেরা এসকল ধর্ম্মবিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার সহিত কোন সংশ্রব না রাখিয়া বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে সাধন ভজনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

স্বামিজীর নিজের ধ্যানাবস্থায় এত বিবিধ প্রকারের অনুভূতি হইত যে তিনি কোনরূপ দর্শন বা শ্রবণেই আশ্চার্য্যবোধ করিতেন না। পূর্ব্বে পূর্ব্বেও এ প্রকার অনুভূতি অনেকবার হইয়াছিল। বরাহনগরের মঠে ধ্যান করিতে করিতে একদিন তিনি দেহাভ্যন্তরস্থ ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়কে দেখিতে পাইয়াছিলেন। আর একবার (সম্ভবতঃ ১৮৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে) পরিব্রাজক অবস্থায় গভীর ধ্যানকালে দেখিয়াছিলেন, যেন একজন ঋষিতুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তি সিন্ধুনদের তটে দাঁড়াইয়া

"আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥"

এই বৈদিক গায়ত্রী-প্রণাম-মন্ত্র অতি অপূর্ব্ব সুরে উচ্চারণ করিতেছেন, সে সুর ঐ মন্ত্রের প্রচলিত সুর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্বামিজী বলিতেন, সম্ভবতঃ প্রাচীন আর্য্যগণ ঐরূপ সুরে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন।

রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তিনি যে সকল গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি যে যে বিষয়ে উপদেশ দিতেন তৎসমুদয় স্বয়ং অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আর এই কারণেই সভ্যজগতের মহা মহা জ্ঞানী ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার কথায় অতদূর আস্থাস্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা

তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যদিগের উক্তির সমর্থন করিয়া বলিতে পারি—

" He was a man who had seen God and had fathomed the very depths of the Soul "

(প্রকৃতই তিনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার সম্পন্ন, আত্মজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন)।

এই সময়েই ইঁহার বিখ্যাত 'রাজযোগ' গ্রন্থ ও পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভাষ্য রচিত হয়। কতকটা প্রথমে শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য বক্তৃতাকারে প্রদত্ত হইয়াছিল, বাকীটা পরে ব্রুকলিনবাসিনী মিস্ ওয়াল্ডো (Miss Waldo) নাম্নী তাঁহার এক ছাত্রী কর্ত্তৃক তাঁহার সম্মুখে লিখিত হইয়াছিল। স্বামিজী মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন, মিস্ ওয়াল্ডো লিখিয়া লইতেন। মিস্ ওয়াল্ডো লিখিয়াছেন :—

"It was inspiring to see the Swami as he dictated to me the contents of the work. In delivering his commentaries on the *Sutras*, he would leave me waiting, while he entered deep states of meditation or self-contemplation, to emerge therefrom with some luminous interpretation. I had always to keep the pen dipped in the ink. He might be absorbed for long periods of time and then suddenly his silence would be broken by some eager expression or some long deliberate teaching."

ভাবার্থ :—সূত্রের ব্যাখ্যা করতে করতে স্বামিজী মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হইতেন। আমি এদিকে কলমটি কালিতে ডুবিয়ে চুপ

করে অপেক্ষা করছি। অনেকক্ষণ পরে হয়ত তাঁর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ল, তিনি একটি চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন, আমি তৎক্ষণাৎ সেটি লিখিয়া লইলাম। তাঁহার তন্ময়তা দেখে অন্য লোকের পর্য্যন্ত ভাবোদ্রেক হ'ত।

জুন মাসে 'রাজযোগ' গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। ইতোমধ্যে আমেরিকার অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি স্বামিজীর অনুরাগী, পৃষ্ঠপোষক ও শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল কতকগুলিকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার কার্য্য পরিচালনার ভার তাহাদিগের উপর দিয়া যান। দুজন প্রকাশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই সকলের নিকট আপনাদিগকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম ম্যাডাম মেরীলুই (Madame Marie Louise) ও হার লিওঁ ল্যান্সবর্গ (Herr Leon Lansberg)। মেরীলুই একজন ফরাসী রমণী, বহুদিন হইতে নিউইয়র্কে বাস করিতেছিলেন। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ইনি জড়বাদী, ও সোশালিষ্টদিগের অগ্রণী ও একজন নির্ভীক, উন্নতিপ্রয়াসী ও বিদুষী রমণী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন রুষজাতীয় ইহুদী, ইঁহারও পূর্ব্ববৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে ইনি নিউইয়র্কের একখানি প্রধান সংবাদপত্রের লেখক ও পরিচালক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর ইঁহারা যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য ভক্তের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত নরওয়েবাসী বেহালাবাদক ও ন্যাশনালিষ্টের পত্নী মিসেস্ ওলীবুল (Ole

Bull), ডাক্তার এলান ডে (Allan Day), মিস্ এস, ই, ওয়াল্ডো (S. E. Waldo), প্রফেসর ওয়াইম্যান (Wyman), প্রফেসর রাইট (Wright), ডাঃ ষ্ট্রীট (Doctor Street) ও আরও বহু বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক ও সাধারণলোক। এই সময়ে বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ড (Sarah Bernhardt) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার দার্শনিক উপদেশ ও জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা মাদাম কাল্‌ভেও (Madame Calve) তাঁহার একজন বিশেষ ভক্তমধ্যে পরিগণিত হন। এতদ্ব্যতীত নিউইয়র্ক সমাজের সর্ব্বজন-সুপরিচিত ধনী ও ক্ষমতাশালী মিঃ ফ্রান্সিস্ লেগেট (Mr. Francis Leggett) ও তাঁহার পত্নী এবং মিস্ জে, ম্যাকলাউড (Miss J Macleod) তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুশ্রেণীভুক্ত হন, এবং বহু প্রকারে তাঁহার সাহায্য করেন। 'ডিক্‌সন্ সোসাইটি' নামক সভার সম্মুখে তিনি অনেকবার বক্তৃতা প্রদানার্থ আহূত হইয়াছিলেন। তাহার সভ্যেরাও তাঁহার সকল ভাব বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি, তড়িৎবিদ্যাবিশারদ জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিকোলাস্ তেস্‌লা (Nicolas Tesla) পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া সাংখ্যোক্ত প্রাণ, আকাশ, ও কল্পবাদ-পূর্ণ সৃষ্টি-তত্ত্বকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে তিনি নিজে গণিতশাস্ত্রসাহায্যে ঐ তত্ত্ব প্রমাণ করিতে পারেন ও বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান যদি সৃষ্টিতত্ত্বের সমাধান করিতে চাহেন তবে একবার ঐ সাংখ্যোক্ত তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

কর্ম্মের প্রসার।

এইরূপে ১৮৯৫ সালের প্রারম্ভ হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত স্বামিজী অমানুষিক পরিশ্রমসহকারে সমগ্র আমেরিকাখণ্ডে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিয়া সহস্র সহস্র ভক্ত ও অনুরাগী শিষ্যলাভ করিলেন। তাঁহার এমন অনেক শিষ্য আছেন যাঁহারা জীবনে কখনও তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু তাঁহার ভাবগুলি গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী জীবন যাপন করিতেছেন। এমন কি, খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দির ও ভজনালয়ে পর্য্যন্ত এবং সাধারণ সভায়ও অনেকে তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেকে হয়ত সেগুলি প্রচার করিবার সময় তাঁহার নাম করিত না, তথাপি তাঁহার ভাব যে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে ইহা দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইতেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর মন শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িল। একাকী নূতন দেশে নূতন লোকের মধ্যে আজন্মসঞ্চিত কুসংস্কাররাশি দূর করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাব প্রতিষ্ঠা করা যে কি দুঃসাধ্য কার্য্য তাহা আমরা অনুমান করিতেও পারি না। তবে এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, সুমেরুর ন্যায় অটল যাঁহার অধ্যবসায় ও বর্ষাবারিস্ফীত গিরিদরীর ন্যায় দুর্ব্বার যাঁহার কর্ম্মচেষ্টা, তিনি নিতান্ত সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্ত বা কাতর হয়েন নাই।

তিনি বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পাত করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। সেই জন্য শত সহস্র বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়াও অবিরত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কিন্তু তাঁহার অনুরাগী ভক্তেরাও বুদ্ধির দোষে তাঁহাকে জ্বালাতন করিত। বোষ্টনের একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে বক্তৃতাশিক্ষার ক্লাসে (Elocution class) গিয়া

কেমন করিয়া বক্তৃতা দেওয়া শিখিতে হয় তৎসম্বন্ধে উপদেশ লইবার জন্য বলিতে লাগিলেন। যাঁহার বাগ্মিতায় জগৎ মুগ্ধ, যাঁহাকে আজন্ম-বাগ্মী বলিলেও দোষ হয় না, তাঁহাকে আবার বক্তৃতা-শিক্ষার ক্লাসে গিয়া বক্তৃতা দেওয়া শিখিতে হইবে! কি অত্যাচার! আর একজন তাঁহাকে দল গড়িবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। আর একজন বলিতে লাগিলেন "স্বামিজী, আপনার এই এই করা উচিত—ভাল বাড়ীতে ভাল ভাল গণ্যমান্য লোকের মধ্যে থাকা উচিত—যদি আপনি সমাজের বড় বড় লোককে বাগাইতে চান তবে আপনার নানা রকম 'চাল' দুরস্ত করা চাই, কারণ এটা ফ্যাশনের দেশ—এখানে বাহ্যভড়ং না হ'লে কোন কাজ উদ্ধার হয় না," ইত্যাদি। স্বামিজী এ সকল অনাবশ্যক উপদেশের উত্তরে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "ও সব তুচ্ছ জিনিষে আমার দরকার কি? আমি সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসীর মত থাকিব। ইহার বেশী কোন 'চাল' আমার দরকার নাই। আমি যে কাজ করিতে বা যে কথা শুনাইতে আসিয়াছি তাহারই সময় পাই না, আমি আবার তোমাদের ভব্যতা শিখিতে যাইব! আমার সে সময় কৈ? আমি যেমন জানি সেই মত বলিয়া যাইব। যাহার ভাল লাগিবে, শুনিবে। যাহার ভাল লাগিবে না, সে শুনিবে না। আমি তোমাদের ধারণামত কার্য্য উদ্ধার করিতে চাহি না।"

বাস্তবিক লোকগুলির ধৃষ্টতা দেখিলে হাসি পায়!

স্বামিজী কোন বিষয়ে কাহারও প্রত্যাশী বা মুখাপেক্ষী ছিলেন না, কিন্তু যাহাদিগের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাহায্য পাইতেন তাহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে কখনও বিস্মৃত হইতেন

না। আমেরিকা আগমনের প্রারম্ভে তাঁহার দুর্দ্দিনে যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি সুযোগ পাইলেই নানাবিধ দ্রব্য উপহার দিতেন। কাহাকেও কাশ্মীরি শাল, কাহাকেও মহার্ঘ গালিচা, মস্‌লিন বা রেশমী বস্ত্র, কাহাকেও বা পিত্তল-নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ও অন্যান্য কারুকার্য্য-খচিত দ্রব্যদানে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেন। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই জুনাগড়ের প্রধান মন্ত্রী ও মহীশূরের মহারাজ তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতবর্ষে পত্র লিখিয়া তথা হইতে তাঁহার শিষ্য-গণের জন্য কুশাসন ও রুদ্রাক্ষের মালা আনাইয়াছিলেন।

১৮৯৫ সালের জুনমাস পর্য্যন্ত গুরুতর পরিশ্রমের সহিত নিজ ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান ও ডাঃ পল কেরাস (Dr. Paul Carus) এর সহিত ধর্ম্ম বিস্তার মহাসভার (Parliament of Religious Extension) জন্য সুবৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে দিন দুই তিনবার বক্তৃতা করিবার পর শ্রান্ত ক্লান্ত স্বামিজীর ভাগ্যে বিশ্রাম লাভের সুযোগ ঘটিল। মেন ক্যাম্প (Maine Camp) নামক জন-বিরল স্থানের এক বন্ধু তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য নিজ আবাসে আসিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। স্বামিজীও আনন্দসহকারে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল ঐ স্থানের নির্জ্জন পাইন-কুঞ্জের মধ্যে যাপন করিলেন। 'মেন-ক্যাম্প' এ যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিউইয়র্কস্থ শিক্ষাগারের ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সকলেই তাঁহাকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বারংবার বলিয়াছিল কিন্তু তখন গ্রীষ্ম পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি আর

কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে সমুদ্রতীর বা শৈলাবাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সুতরাং কিছু-দিনের জন্য ক্লাসের কার্য্য বন্ধ রাখাই স্থির হইল। তখন এই সময়টা কি করা যায় ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। কিন্তু বেশী জল্পনা-কল্পনার প্রয়োজন হইল না। স্বামিজীর এক শিষ্যা প্রস্তাব করিলেন সেণ্টলরেন্স নদীর মধ্যস্থিত 'সহস্রদ্বীপোদ্যান' (Thousand Island Park) নামক বৃহত্তম দ্বীপে তাঁহার একটি রমণীয় কুঞ্জকুটির আছে, স্বামিজী যদি ইচ্ছা করেন তবে কিছু দিন ঐ স্থানে গিয়া থাকিতে পারেন।

স্থানটি অতি নির্জ্জন ও মনোরম। চতুর্দ্দিক জলরাশিবেষ্টিত, নদীবক্ষে দূরে দূরে আরও অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ অস্পষ্ট প্রতিভাত এবং কুটীরখানি দ্বীপের মধ্যভাগে অনতিউচ্চ শৈলোপরি অবস্থিত। সেখানে অধিক লোকের স্থান নাই বটে, কিন্তু দশ পনর জন অক্লেশেই থাকিতে পারে। প্রস্তাবটি স্বামিজীর ভাল লাগিল, তিনি মেনক্যাম্প হইতে ফিরিয়া ওখানে থাকিবেন স্থির হইল। কুটীর-স্বামিনী এই উপলক্ষে স্থানটিকে পবিত্র দেব-নিকেতনের ন্যায় সজ্জিত করিতে বাসনা করিলেন এবং স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্যদিগের সুবিধার জন্য পূর্ব্ব কুটীরের ন্যায় বৃহৎ আর একটি নূতন অংশ নির্ম্মাণ করাইলেন। এখানে স্বামিজী সশিষ্যে দেড়মাসেরও অধিক কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথমে শিষ্যসংখ্যা দশ জন ছিল। তারপর আরও দুই জন বহুশত মাইল দূর হইতে আসিয়া তাঁহা-দিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে দুইজন পরে স্বামিজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা ও আর পাঁচজন ব্রহ্মচর্য্যব্রত

গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাকী কয়জনও তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে মিস্-ওয়াল্ডো ও মিসেস্ ফাঙ্কে (Mrs. Funke) যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল। তাহা পাঠ করিয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কতদূর ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এখানে ১৯শে জুন বুধবার হইতে ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মমত শিক্ষা প্রদত্ত হইত। প্রথম দিন বাইবেলের যোহন লিখিত সুসমাচার লইয়া আরম্ভ করা হয়, তারপর বেদান্তসূত্র, গীতা, নারদ-ভক্তি-সূত্র, যোগদর্শন, বৃহদারণ্যক ও কঠ উপনিষদ, অবধূতগীতা প্রভৃতি নানা বিষয়ের অধ্যাপনা ও আলোচনা হইত। এই সময়কার প্রাণস্পর্শী উপদেশাবলী মিস্ ওয়াল্ডো কর্ত্তৃক "Inspired Talks by Swami Vivekananda" (বাঙ্গলায় ইহা 'দেববাণী' নামে অনুদিত হইয়াছে) নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই স্থানে অবস্থানকালে সেণ্টলরেন্স নদীতীরে একদিন স্বামিজী নির্ব্বিকল্প সমাধিরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু ঐ দিনকার অনুভূতিকে তিনি তাঁহার জীবনের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি বলিয়া মনে করিতেন।

এই স্থানেই তিনি সুবিখ্যাত 'Song of Sannyasin' (সন্ন্যাসীর গীতি) নামক কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ধনী-দিগের পরিবর্ত্তে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া একজন শিষ্য ঐ সঙ্কল্পের প্রতি কটাক্ষ করিয়া

তাঁহাকে এক পত্র লেখেন, তাহারই প্রতিবাদস্বরূপ তিনি এই কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ উচ্চ ও গম্ভীরভাবপূর্ণ কবিতা জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে সেই কাননবেষ্টিত নিভৃত শৈলনিবাসে স্বামিজীর দিনগুলি পরম শান্তিতে কাটিতে লাগিল। অধ্যয়ন অধ্যাপনার অবকাশে তিনি কখনও কখনও স্বহস্তে পাক করিয়া শিষ্যদিগকে ভোজন করাইতেন এবং হিন্দু পুরাণাদি হইতে নানাবিধ গল্প বলিতেন।

ইংলণ্ড যাত্রা।

সহস্রদ্বীপোদ্যান হইতে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী ইংলণ্ডগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মে মাস হইতেই ওখানে যাইবার সংকল্প মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল এবং মিস্ হেন্‌রিয়েটা মূলার (Miss Henrietta Muller) তাঁহাকে নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যগতিকে এতদিন যাইবার সুবিধা হয় নাই। এক্ষণে আবার ই, টি, ষ্টার্ডি (E. T. Sturdy) নামক অপর এক ইংরাজ বন্ধুও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ লণ্ডনে আসিবার জন্য লিখিতে লাগিলেন ও 'এখানে কার্য্যের বিস্তৃতক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, আপনি আসিলেই আমরা সব ব্যবস্থা করিয়া দিব', এইরূপ আশা দিতে লাগিলেন। সুতরাং অগত্যা স্বামিজী ইংলণ্ড যাওয়া স্থির করিলেন। যাত্রার আরও এক সুযোগ উপস্থিত হইল। নিউইয়র্কের একজন ধনী বন্ধুরও সেই সময়ে প্যারি হইয়া ইংলণ্ডে যাইবার কথা ছিল। তিনি স্বামিজীকে তাঁহার সহিত একত্রে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। সুতরাং আগষ্টের মাঝামাঝি স্বামিজী উক্ত বন্ধুর সহিত একত্রে নিউইয়র্ক ত্যাগ করিলেন ও ঐ মাসের শেষভাগে প্যারিতে পৌঁছিলেন। প্যারি ইউরোপী সভ্যতার জন্মভূমি। স্বামিজী প্যারি দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং নেপোলিয়ানের সমাধিস্থান, চিত্রশালা, গির্জ্জা, মিউজিয়ম প্রভৃতি বহুবিধ দ্রষ্টব্যস্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিদর্শন করিলেন। এখানেও তিনি তাঁহার বন্ধুর সাহায্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন

এবং তাঁহাদিগের নিকট নানা বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বহু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিলেন।

কিন্তু এখানে দুদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াও নিস্তার নাই, ভারতবর্ষের পত্রে তিনি জানিতে পারিলেন যে মিশনরীরা তাঁহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে ও তাঁহার আহার, বিহার, লোক-শিক্ষা ও মতের সমালোচনা করিয়া নানাবিধ প্রবন্ধ, কাগজপত্র ও পুস্তিকা চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতেছে। এমন কি তাঁহার অমল-ধবল চরিত্রের উপরও কলঙ্কারোপ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। তিনি মিশনরীদের চালাকী বড় গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার শিষ্যদিগের মনে কষ্ট হইতেছে ও হিন্দু সমাজের অনেক ব্যক্তি ঐ সকল মিথ্যা প্রবন্ধাদি পাঠে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতেছে দেখিয়া তিনি বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। বাস্তবিক অনেক হিন্দুর ধারণা হইয়াছিল যে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া স্বামিজীর জাতি গিয়াছে, এবং যিনি অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন তিনি সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মই করিতে পারেন। সুতরাং ৯ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন যাত্রার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন :—

"আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে তোমরা মিশনরীদের আবোল তাবোল কথায় এতদূর বিচলিত হইয়াছে। ভারতের লোক যদি চায় যে আমি ঠিক খাঁটি হিন্দুর খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকিব, তাহা হইলে একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও তাহাকে রাখার উপযুক্ত অর্থাদি পাঠাতে ব'লো। আসল বিষয়ে একটুও সাহায্য না ক'রে আহা-ম্মোকের মত এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করা দেখে আমার হাসি পায়। পক্ষান্তরে যদি পাদ্রীরা তোমাদের ব'লে থাকে যে

আমি সন্ন্যাসীর যে দুটি আসল ধর্ম্ম অর্থাৎ কামকাঞ্চন ত্যাগ তা'থেকে এক তিলও ভ্রষ্ট হ'য়েছি তা'হলে ব'লো তারা ঘোরতর মিথ্যাবাদী। * * *

আর আমার নিজের সম্বন্ধে কি জান, আমি কাহারও হুকুমের চাকর নই। আমি জানি আমার জীবনের কাজ কি, তাই ক'রে যাব। হৈ চৈএর ধার ধারি না। আমি ভারতের যেমন, সমুদয় জগতেরও তেমনি। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি আমার পশ্চাতে এক মহাশক্তি দাঁড়িয়ে আমায় চালাচ্ছেন। আমি কারও সাহায্য চাই না। মনে করেছ কি, আমি তোমাদের হাল-ফ্যাশনের শিক্ষিত হিন্দুদের মত জাতের গোঁড়া, হৃদয়হীন, কুসংস্কারের ঢিপি, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, কপট কাপুরুষ? কাপুরুষতা আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। কাপুরুষতা কি রাজনৈতিক বাঁদ্‌রামোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি রাজনীতি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার রাজনীতি—ভগবান্ ও সত্য। আর সব ছাই আর ভস্ম। (ইংরাজীর অনুবাদ)।

বাস্তবিক মিশনরীরা চতুর্দ্দিক হইতে স্বামিজীর বিরুদ্ধে যেরূপ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল অন্য লোক হইলে তাহাতে মহাবিব্রত হইয়া পড়িত। কিন্তু স্বামিজী সাধারণ লোকের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না, তিনি অতিশয় তেজস্বী ও নির্ভীক ছিলেন এবং আবশ্যক হইলে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া আত্মরক্ষা করিতে জানিতেন। প্রকৃত পক্ষে হইয়াছিলও তাহাই। তাঁহাকে প্রতিপদে ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের সহিত সংগ্রাম করিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন নতুবা তাঁহার দেশের লোক, দেশের ধর্ম্ম, লোক শিক্ষা ও

সুনাম সবই নষ্ট হইয়া যায়। মিশনরীরা যখন তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়াছিল তখন তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় তাহাদের কথার উত্তর দিয়াছিলেন। সে উত্তরে এতটুকু সঙ্কোচ বা ইতস্ততঃ ভাব ছিল না। তবে কখনও কখনও তাঁহার বালকের ন্যায় সরল প্রাণে অভিমান হইত, তখন তিনি নির্জ্জনে জগজ্জননীর চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। এমন কি, আমেরিকায় প্রথম অবস্থায় একদিন তিনি তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে কতকগুলি অমূলক নিন্দাবাদ পাঠ করিয়া সত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিকটস্থ ব্যক্তিরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন—"Oh ! How deep is the wickedness of the world and to what lengths men would go, in the name of religion, to cast aspersions upon another worker in God's vineyard!" (ওঃ জগতের লোকগুলা কি দুষ্ট, এবং ধর্ম্মের নামে তারা আর একজন ঈশ্বর সেবকের কিরূপ নিন্দা করিতে পারে দেখুন!) এই সকল গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতা দর্শনে তাঁহার বন্ধুশ্রেণীভুক্ত অনেক আমেরিকান ধর্ম্মযাজকও এদেশের নীচ পাদ্রীদের উপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীকে উত্তমরূপ জানিতেন এবং অনেকে তাঁহাকে "Our Eastern Brother" (আমাদের প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতা) বলিয়া সম্মানের সম্বোধনে অভিহিত করিতেন। এইরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অন্যায় অপবাদ রটনা করাতে তাঁহারা আন্তরিক দুঃখিত হইয়া স্বামিজীর সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ তাঁহার শত্রুদিগের

উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখনী পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতা রমাবাই ওদেশে শিক্ষাকার্য্যের জন্য টাকা তুলিতে গিয়াছিলেন। কথা উঠিল যে স্বামিজী নাকি ব্রুকলিন নৈতিক সভায় বক্তৃতা দিতে দিতে রমাবাইয়ের নিন্দা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি রমাবাই সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কথাই উত্থাপন করেন নাই। ব্রুকলিন নৈতিক সভায় ত' মোটেই নহে—তবে একবার Long Island Historical Society নামক সভার হলে তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে একজন তাঁহাকে রমাবাই সম্বন্ধে গুটিকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে রমাবাইয়ের শিক্ষাবিস্তার কার্য্যের সহিত তাঁহার খুব সহানুভূতি আছে, কিন্তু তিনি ওদেশে যে উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন সেই উপায়গুলি অবলম্বন সম্বন্ধে তাঁহার কিঞ্চিত মতভেদ আছে, আর হিন্দুবিধবা, তাঁহাদের জীবনযাপন প্রণালী ও তাঁহাদিগের উপর নির্য্যাতন সম্বন্ধে যে-সকল কথা রমাবাই কর্ত্তৃক ওদেশে প্রচারিত হইয়াছে তিনি তাহার অনুমোদন করেন না। ডাঃ লুইস্ জেন্স্ এসম্বন্ধে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন' নামক পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন :—

"......In justice to the Swami Vivekananda it should be remembered that his criticism of Ramabai—never volunteered and seldom uttered in public—were always directed against her unwise methods of exaggeration and wholesale denunciation of her people and never against her legitimate educational work......"

(অর্থাৎ, স্বামিজী প্রকাশ্যে বা স্বেচ্ছায় রমাবাইয়ের সম্বন্ধে কোন সমালোচনাই করেন নি। আর যা কিছু দুই এক কথা বলেছিলেন তাও তাঁর শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যসম্বন্ধে নয়, তৎকৃত সালঙ্কার স্বজাতি-নিন্দার বিরুদ্ধে।')

যাহা হউক অতঃপর স্বামিজী লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলেন। লণ্ডনে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিজিত জাতির একজন প্রচারককে কি ভাবে গ্রহণ করিবে এ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে পৌঁছিবামাত্র তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইল, এবং শীঘ্রই তাঁহার যশোধ্বনিতে ইংলণ্ডের আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল। তিনি ওখানে বহু বন্ধু কর্ত্তৃক সমাদৃত হইলেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বপরিচিত মিষ্টার ষ্টার্ডি ও মিস্ হেনরিয়েটার নাম পাঠক অবগত আছেন। তিনি এই সকল বন্ধুদিগের বাটীতে কয়েকদিবস যাপন করিয়া ধীরে ধীরে সামান্যভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মধ্যাহ্নে লণ্ডনের দর্শনীয় স্থান সমূহ দেখিয়া বেড়াইতেন, প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ক্লাস করিতেন, বা যাঁহারা দেখা করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন। শীঘ্রই তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। এইরূপে লণ্ডন পৌঁছিবার তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি গুরুতর পরিশ্রমে ব্যাপৃত হইলেন এবং বেদান্ত ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের চতুর্ব্বিধ মার্গ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

লণ্ডনে যে সকল বন্ধু স্বামিজীর কার্য্য-বিস্তারের সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ ই, টি, ষ্টার্ডি সাহেবের নাম

উল্লেখযোগ্য। ইনি একজন অবস্থাপন্ন, পণ্ডিত ও বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। বহুদিন হইতে ভারতীয় চিন্তাসমূহের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভারতবর্ষে আসিয়া হিমালয়ের পার্ব্বত্যনিবাসে বহু কঠোর তপস্যাও করিয়াছিলেন। ইনি স্বামিজীর সহিত অনেকের আলাপ পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, এমন কি প্রথম অবস্থায় লেডী ইসাবেল মার্গেসন (Lady Isabel Margesson) ও অভিজাত সম্প্রদায়ের আরও কয়েকজন নিয়মমত স্বামিজীর ক্লাসে যোগ দিতেন। তাহার পর ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেট, ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদপত্র সমূহের লোকেরা তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিল ও ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষাসম্বন্ধে মহাসুখ্যাতি করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথমে তিনি এই প্রচারকার্য্য বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। এই 'হিন্দু যোগী'কে দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। তখন বাধ্য হইয়া তাঁহার বন্ধুগণ ২২শে অক্টোবর 'পিকাডিলি'স্থ 'প্রিন্সেস্ হল' নামক বাটীতে তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এখানে স্বামিজী বহু শ্রোতার সমক্ষে 'Self-knowledge' (আত্মজ্ঞান) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতা-ক্ষেত্রে লণ্ডনের অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিত সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতাটি শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। পরদিন প্রাতে সংবাদ-পত্র সমূহে তাঁহার খুব প্রশংসা বাহির হইল।

'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্র লিখিলেন—

"সেদিন এক ভারতীয় যুবক 'প্রিন্সেস্ হলে' বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত ভারতবাসীর মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট বক্তা আর কখনও ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে দৃষ্ট হয় নাই। * * * বক্তৃতা প্রদান কালে, তিনি মহাত্মা বুদ্ধ বা যীশুর দুই চারিটি কথার তুলনায় রাশি রাশি কলকারখানা, বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পুস্তকাদি দ্বারা মানুষের যে কত সামান্য উপকার সাধিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি তিনি যে পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখেন নাই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর এবং বক্তৃতা দিবার সময়ে মুখে একটি কথাও বাধে না।"

দি লণ্ডন ডেলী ক্রণিক্‌ল্, ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেট প্রভৃতি আরও বহু পত্রে ঐরূপ সমালোচনা বাহির হইল।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেটের একজন সংবাদদাতা স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এই সাক্ষাতের বিবরণ উক্ত কাগজের ২৩শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন "স্বামিজী যখন কথা কহেন, তখন তাঁহার মুখ বালকের মুখের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে—মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদ্ভাবপূর্ণ"; এবং এই বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছিলেন "আমার সহিত যত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহার মধ্যে ইনি যে একজন প্রধান মৌলিক-ভাবপূর্ণ ব্যক্তি এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"

এইরূপে লণ্ডনে আগমনের এক মাসের মধ্যে স্বামিজী লণ্ডনবাসীর চিত্তের উপর বিশেষ আধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। এই সময়েই মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্ (যিনি পরে সিষ্টার নিবেদিতা

নামে জগৎ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) স্বামিজীর দর্শন লাভ করেন ও তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের উদারতা এবং দার্শনিক যুক্তির নূতনত্বে বিস্মিত হন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মিস্ নোবল্ শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। তিনি সিসেম ক্লাবের একজন বিশিষ্টা সভ্যা ছিলেন ও নিজে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অধ্যক্ষতা করিতে-ছিলেন। তিনি বিদ্বান্ ও বিদুষীদিগের সংসর্গে বাস করিতেন ও আধুনিক জগতের সর্ব্বপ্রকার মতামত ও চিন্তাপ্রবাহের সহিত পরিচিত ছিলেন। স্বামিজীর কথাগুলি তাঁহার নিকট নূতন ও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সব ধারণা করিতে পারিলেন না। বাস্তবিক স্বামিজী অতি সরল ভাবে বুঝাইলেও বেদান্ত বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করা বৈদেশিকের পক্ষে বড় সহজ নহে। বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করা আরও দুরূহ। সেই জন্য মিস্ নোবল্ স্বামিজীর সকল কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তথাপি ঐগুলি মনোমধ্যে বারংবার আন্দোলন ও গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎফলে স্বামিজী ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই মিস্ নোবল্ তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই প্রথম দর্শন লাভের বৃত্তান্ত নিবেদিতা তাঁহার 'My master as I saw him' ('মদীয় আচার্য্যদেব—যেমনটি তাঁহাকে দেখিয়াছি') নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের অভিজাতসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের আলয়ে মধ্যে মধ্যে যে সকল কথোপকথন-সভা (Conversazione) হইত স্বামিজী তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের, বিশেষতঃ বেদান্তমার্গের, প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা করিতেন। এইরূপে কখনও কর্ম্ম ও পুনর্জন্মবাদ, কখনও শান্তদাস্যাদি পঞ্চভাবের সাধনা, কখনও জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগ এই চতুর্ব্বিধ মোক্ষলাভের পথ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হইত। তাঁহার ক্লাসেও বহু ব্যক্তির সমাগম হইত। শিষ্যেরা তাঁহার কথা শ্রবণের জন্য এত ব্যগ্র হইত যে স্থানাভাবে ঘরের মেজে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করিত না। এ সম্বন্ধে একটি দৈনিক পত্রে একজন সংবাদ-দাতা লিখিয়াছিলেন :—

"বাস্তবিক লণ্ডনের গণ্যমান্য-পরিবারভুক্ত মহিলাগণকে চেয়ারের অভাবে ঠিক ভারতীয় শিষ্যদের ন্যায় সশ্রদ্ধভাবে গৃহতলে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে দেখা এক বিরল দৃশ্য! স্বামিজী ইংরাজ জাতির হৃদয়ে ভারতের প্রতি যে প্রেম ও সহানুভূতি সঞ্চার করিতেছেন তাহা ভারতের উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইবে।"

এইরূপে স্বামিজীর ইংলণ্ডগমনে আশাতিরিক্ত ফল ফলিল। ইংলণ্ডে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ওদেশে বেদান্ত প্রচারের সুবিধা হইবে কিনা তাহাই অল্পস্বল্প পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, কিন্তু ফলে যাহা দাঁড়াইল, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইলেন। ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সমূহ বাছা-বাছা ক্লাব, সোসাইটি, সাধারণ নরনারী, অভিজাতবর্গ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়, এমন কি

ধর্ম্মযাজকেরা পর্য্যন্ত সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও তাঁহার ভাব গ্রহণ করিতে লাগিল। তিনি ইংলণ্ডীয় সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-গণের সহিত মিশিলেন এবং সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁহার সহিত চিরবন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

ইংলণ্ডে গিয়া স্বামিজী এইটুকু বুঝিলেন যে আমেরিকার লোকে খুব আগ্রহের সহিত নূতন ভাব গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সে ভাব তাহাদিগের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কিনা সন্দেহ। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের লোক যদিও সহজে নূতন মত গ্রহণ করিতে বা নূতন লোককে আমল দিতে চাহে না, তথাপি যদি একবার তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে কোন ভাব বা মত উত্তম তবে তাহারা চিরদিনের জন্য সেটিকে গ্রহণ করিবে ও কিছুতেই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। ইংরাজ চরিত্রের এইটুকু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া তিনি ইংলণ্ডে অধিকতর কার্য্যবিস্তারের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এ যাত্রা তাহা হইয়া উঠিল না। তাঁহার আমেরিকান বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যগণ তাঁহাকে আমেরিকায় ফিরিয়া যাইবার জন্য পত্রের উপর পত্র লিখিতেছিলেন এবং প্রতিপত্রে জানাইতেছিলেন যে আমেরিকার কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক ব্যাপকভাবে চলিবার সম্ভাবনা হইয়াছে * ইত্যাদি। এদিকে ইংরাজবন্ধুগণও তাঁহাকে ইংলণ্ডে আরও কিছুদিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে আরব্ধ কার্য্য এরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া গেলে

* কারণ এই সময়ে বোষ্টনের একজন ধনবতী মহিলা আগামী শীতের সময়ে স্বামিজীর কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক উৎসাহের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল।

সব পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বামিজী বলিলেন "ইংলণ্ডে যে বীজ বপন করিয়া গেলাম ইহার অঙ্কুর উৎপত্তি হইতে কিছু সময় লাগিবে। এখন এই পর্য্যন্ত থাকুক্। ইহার পর আবার আসিব।" তবে ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট বন্ধুকে আরব্ধ কার্য্য চালাইবার পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে ই, টি, ষ্টার্ডি সাহেবের চেষ্টায় একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হইল। তাঁহারা নিয়ম মত ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ পঠন পাঠন ও আলোচনা করিতে লাগিলেন।

স্বামিজীর এই একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অতি অল্প কথায় বড় বড় ভাব ও জটিল দার্শনিক তত্ত্বসমূহ জলের মত সহজ করিয়া বুঝাইতে পারিতেন। তাঁহার সহিত যে একবার দেখা করিতে যাইত সেই সম্পূর্ণ নূতন ও উচ্চভাব লইয়া ফিরিত। সেই প্রাণে প্রাণে বুঝিত এইরূপ মহাপুরুষ সে জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। যিনি যতই বিরোধীভাব লইয়া প্রথমে তাঁহার নিকট আসুন না কেন, ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানবৈরাগ্য ও ভগবৎ-প্রেমের সম্মুখে অবনত মস্তকে আন্তরিক শ্রদ্ধার অঞ্জলি উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। নিবেদিতার মত অনেকেই প্রথম প্রথম তাঁহার সমগ্র ভাব গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে 'গুরু ও আচার্য্য' (master) বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমেরিকায় বেদান্তের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন।

স্বামিজীর ইংলণ্ডে অবস্থানকালে স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ ও মিস্ ওয়াল্ডো আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা নিউইয়র্ক সহরে নিয়ম করিয়া প্রতি সপ্তাহে একটি সভা আহ্বান করিতেছিলেন এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য সহরেও স্বামিজী-প্রদর্শিত পথে কার্য্য করিতেছিলেন। এইরূপে বাফেলো ও ডেট্রয়েট নামক স্থানে দুইটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রেই বহু সত্যান্বেষী শ্রোতার সমাগম হইত। স্বামিজী ইংলণ্ডে তিন মাস অতিবাহিত করিয়া ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার সুন্দর স্বাস্থ্য লইয়া নিউইয়র্কে প্রত্যাগমন করিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার পরিশ্রম যদিও কম হয় নাই তথাপি তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল এবং মনেও খুব স্ফূর্ত্তি বোধ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি ও কৃপানন্দস্বামী ৩৯নং ষ্ট্রীটে দুটি বৃহৎ ঘর লইয়া বাস করিতে লাগিতেন ও উহাকেই তাঁহাদের প্রধান কার্য্যস্থান করিলেন। ঐ ঘরদুটিতে দেড়শত লোকের স্থান হইতে পারিত। বোষ্টনের যে স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে সাহায্যের আশা দিয়াছিলেন, তিনি কোন কারণবশতঃ উপস্থিত সে সাহায্য করিতে সক্ষম হইলেন না। কিন্তু স্বামিজী কোন লোক বা কাহারও সাহায্যের উপর বড় বেশী নির্ভর করিতেন না। সুতরাং তিনি নিজেই পুনর্ব্বার প্রবল উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। এবার তিনি প্রধানতঃ 'কর্ম্মযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে

লাগিলেন। এই বক্তৃতাগুলি এক্ষণে 'কর্ম্মযোগ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে তাঁহার এই গ্রন্থখানিকে তৎপ্রণীত রচনাসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া থাকেন। দুই সপ্তাহ এই প্রকারে অবিরাম প্রচার চলিল। প্রতি সপ্তাহে সতেরটী ক্লাস হইত; তা'ছাড়া বিস্তর চিঠিপত্র লেখা ছিল ও যে সকল লোক দেখা করিতে আসিত তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইত। এই সময়ে যে সব বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহার মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

(1) The Claims of Religion: Its truth and utility. (ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি?)
(2) The Ideal of a Universal Religion: How it must embrace different types of minds and methods. (সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের আদর্শ)।
(3) The Cosmos: The order of Creation and Dissolution. (বিশ্বজগৎ; সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্রম)
(4) Cosmos (contd.) (বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্রম)।

স্বামিজী স্বয়ং কখনও কোন বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করাইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া মুখে মুখে (extempore) বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে অনর্গল বলিয়া যাইতেন, তাহার কোন খসড়া বা নকল থাকিত না। এইরূপে অনেক সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা নষ্ট হইয়া যায়। তদ্দর্শনে তাঁহার শিষ্যদের ইচ্ছা হইল একজন রিপোর্টারকে দিয়া ঐগুলি টুকিয়া রাখেন। তদনুসারে ১৮৯৫ সালের শেষে তাঁহারা একজন রিপোর্টারকে নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু তিনি স্বামিজীর সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারিলেন না। বাস্তবিক তাহা সম্ভবপরও নহে। কারণ, প্রথমতঃ, বিষয়টাই তাঁহার জানা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, স্বামিজী এত দ্রুত বলিতেন যে বিশেষ অভ্যাস না থাকিলে কাহারও পক্ষে তাঁহার বক্তৃতা লিখিয়া যাওয়া সহজ ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে বিদায় দিয়া আর একজনকে আনা হইল। কিন্তু তিনিও তদ্রূপ হইলেন। অবশেষে দৈবক্রমে জে, জে, গুড্‌উইন নামক এক ব্যক্তিকে পাওয়া গেল। ইনি অল্পদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে নিউইয়র্কে আসিয়াছিলেন। ইঁহাকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করা মাত্রই আশ্চর্য্য ফল ফলিল। ইনি সাঙ্কেতিক-লিখনপ্রণালী সাহায্যে স্বামিজীর প্রত্যেক কথাটি ঠিক ঠিক তুলিয়া লইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে তাহা প্রচলিত ইংরাজী অক্ষরে লিখিতে লাগিলেন। এই ভদ্রলোকের বিষয়বুদ্ধি বেশ পাকা-রকমের ছিল এবং ইনি জীবনে অনেক জিনিষ দেখিয়া শুনিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বামিজীকে প্রথম দেখা অবধি ইনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, এবং স্বামিজী তাঁহার নিকট নিজের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করিলে তাঁহার মনের ভাব এমনি বদ্‌লাইয়া গেল যে সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি স্বামিজীর একজন অতিশয় অনুরাগী ভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যায় রত থাকিতেন। স্বামিজীর বক্তৃতাগুলির জন্য তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন। প্রথমে সাঙ্কেতিক অক্ষরে (Short-hand) লেখা—তারপর সেই দিনই সেগুলি টাইপ করিয়া প্রেসে

পাঠান ও পুনরায় পরদিনের বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হওয়া—এই ভাবে খাটিতে খাটিতে তিনি এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের অবকাশ পাইতেন না। স্বামিজী তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন ও তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতেন। তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত 'my faithful Goodwin' (ভক্ত গুড্উইন)। বাস্তবিক স্বামিজী যেখানে যাইতেন গুড্উইন তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। একদিনের জন্য তাঁহার কাছ-ছাড়া হইতেন না। এইরূপে ১৮৯৬ সালে ডেট্রয়েট ও বোষ্টনে এবং পরে স্বামিজী ইংলণ্ডে যাইলে ইংলণ্ডে ও সেখান হইতে স্বামিজীর সহিত ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়। গুড্উইনের বিয়োগে স্বামিজী অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন Now my right hand is gone. My loss is incalculable. (আজ আমার যে ক্ষতি হইল তাহা বলিবার নহে—আমার ডান হাত খসিয়া গেল)। বাস্তবিক গুড্উইনের মৃত্যুতে জগতের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। স্বামিজী মুখে মুখে বক্তৃতা দিতেন বলিয়া লেখালিখির ধার ধারিতেন না। বস্তুতঃ রাজযোগের কিয়দংশ ও অন্যান্য দুই চারিটি রচনা ব্যতীত তিনি নিজে আর কোন দার্শনিক গ্রন্থ লেখেন নাই। সুতরাং গুড্উইন সাহেব না থাকিলে আমরা আজ স্বামিজীর বক্তৃতার সামান্য যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি তাহাও দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। ধন্য প্রভুভক্ত গুড্উইন! তুমিই জগতে স্বামিজীর জ্ঞানগরিমার বিমলরশ্মি চির-দিন প্রদীপ্ত রাখিয়াছ, নতুবা ইহা বহুদিন পূর্ব্বেই হয়ত অনন্ত কালগর্ভে বিলীন হইয়া যাইত।

আমেরিকায় বেদান্তের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে স্বামিজী বোষ্টনে গমন করিয়া মিসেস্ ওলীবুলের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ওখান হইতে পুনরায় নিউ-ইয়র্কে ফিরিয়া (১৮৯৬ সালের) ৫ই জানুয়ারী হইতে প্রতি রবিবার হার্ডমান হল (Hardeman Hall) নামক স্থানে উদ্দীপনা-ময়ী বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এ সকল বক্তৃতার জন্য তিনি কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিলেন না। ব্রুক-লিনের তত্ত্ববোধিনী সভা (Metaphysical Society) এবং নিউ-ইয়র্কের সাধারণ ধর্ম্মসমাজে (People's Church) তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতেও বহু শ্রোতার সমাগম হইত ও সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। প্রকাশ্য জনসভায় এই সকল বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নির্ব্বাচিত-ছাত্র-শ্রেণীও সপ্তাহে দুইবার করিয়া একত্র মিলিত হইতেছিল এবং উহার আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। যাঁহারা প্রকাশ্য সভায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন তাঁহাদের অনেকে আবার এখানেও আসিয়া জুটিতে লাগিলেন, এবং হার্ডমান হলে সময়ে সময়ে এত লোকের ভিড় হইত যে দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত জায়গা থাকিত না। লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল Lightning orator (বিদ্যুদ্বৎ বক্তা), কেহ বা বলিত Cyclonic Hindu (প্রভঞ্জনসদৃশ হিন্দু) এবং শীঘ্রই নিউইয়র্ক সহরময় তাঁহার বাগ্মিতার এরূপ খ্যাতি প্রচারিত হইল যে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হইলে এখানে লোকের জায়গা হইবে না বুঝিয়া 'ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন' (Madison Square Garden) নামে একটি সুবৃহৎ হল ভাড়া লওয়া হইল। ঐ হলে দেড় হাজারেরও অধিক লোকের

বসিবার স্থান ছিল। এখানে 'ভক্তিযোগ', 'মানবাত্মার স্বরূপ' (The real and apparent man) ও 'মদীয় গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামক তিনটি বক্তৃতা দেওয়া হয়। এই মাসে তিনি 'হার্টফোর্ড' এর 'তত্ত্ববোধিনীসভা' নামক সভার আহ্বানে উক্ত সোসাইটি-গৃহে 'জীবাত্মা ও পরমাত্মা' (Soul and God) সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে 'দি হার্টফোর্ড ডেলী টাইমস' লিখিয়াছিলেন :—

"এঁর কথাবার্ত্তা আজকালকার নাম-সর্ব্বস্ব খৃষ্টানদের মতন নয়, বরং অনেকটা খৃষ্টেরই মত। তাঁহার উদার ভাব সকল ধর্ম্ম ও সকল জাতির প্রতি ব্যাপ্ত। আমরা তাঁহার গতরাত্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং তাঁর লাল আলখাল্লা ও হলদে রং এর পাগড়ীতে তাঁহার সুন্দর মুখখানি ঠিক একখানি ছবির মত দেখাইতেছিল। আর তার উপর তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের কথাগুলি যেন কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। তিনি চমৎকার ইংরেজী বলেন, আর উচ্চারণের ধরণ এমনি যে তাতেই যেন কথাগুলি আরও মধুর বোধ হয়।"

এই ফেব্রুয়ারীতে তিনি 'ব্রুকলিন নৈতিক সভা'র সমক্ষেও কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে সর্ব্বত্র বিষম উৎসাহের স্রোত বহিয়াছিল। দিন দিন তাঁহার প্রভাব ও কৃতকার্য্যতা দর্শনে ১৮৯৬ সালের জানুয়ারীর শেষে নিউইয়র্কের প্রধান সংবাদপত্র 'দি নিউইয়র্ক হেরাল্ড' লিখিয়াছিলেন :—

"আজকাল স্বামী বিবেকানন্দের নাম নিউইয়র্কের অনেক ধনী ও পণ্ডিত মহলে যেন যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। তাঁর কার্য্য যথেষ্ট

সফলতা লাভ ক'রেছে। তিনি নিজের অতীত জীবনের বিষয় বড় একটা বলেন না, তবে মাঝে মাঝে তাঁর গুরুদেবের কথা ব'লে থাকেন। সেই গুরুদেবের ভাবই তিনি এদেশে প্রচার কচ্ছেন।

তাঁর চালচলন যে চিত্তাকর্ষক সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই এবং লোককে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করবার শক্তিও তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এদেশের নরনারী যেরূপ গম্ভীরভাবে ও প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনে তাহা দেখিলেই বুঝা যায় শুধু শিক্ষণীয় বিষয়ের মনোহারিত্বই যে তাহাদিগকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছে তাহা নহে, তা ছাড়া আরও অনেক জিনিষ আছে।"

নিউইয়র্ক হেরাল্ডের সংবাদদাতা স্বামিজীর এই প্রকার বিবরণ দিয়া লিখিতেছেন :—

"কিছুদিন পূর্ব্বে আমি স্বামিজীর এক ক্লাশে গিয়াছিলাম। দেখিলাম অনেকগুলি লোক তথায় উপস্থিত—সকলেরই সুন্দর বেশ ও প্রতিভাব্যঞ্জক আকৃতি। তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসক, ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ, অন্যান্য শ্রেণীর গণ্যমাণ্য ব্যক্তি এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয়া মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। গৈরিকবসনাবৃত স্বামী বিবেকানন্দ সকলের মধ্যভাগে বসিয়াছিলেন—লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় একশত হইবে—তাঁহারা স্বামিজীর উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে সমাসীন। বিষয় ছিল—'কর্ম্মযোগ'। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে স্বামিজী সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার সহিত করমর্দ্দন বা তাঁহার বিশেষ পরিচয় লাভের জন্য যে প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন তাহাতেই বুঝা গেল তাঁহাদের উপর স্বামিজীর

প্রভাব কতদূর! কিন্তু নিজের সম্বন্ধে স্বামিজী নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই একটি কথা ব্যতীত আর কিছু বলিলেন না।" ইত্যাদি।

ব্রুকলিন হইতে হেলেন হান্টিংডন স্বামিজী সম্বন্ধে মান্দ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্' নামক ইংরাজী মাসিক পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমরা ভারতবর্ষ হইতে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা লাভ করিয়াছি। তাঁহার মহান্ গম্ভীর তত্ত্বকথা ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে এদেশীয় ধর্ম্মনীতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই পূতচরিত্র ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী মহাপুরুষকে দেখিয়া আমারা আধ্যাত্মিক জীবনের এক অতি উচ্চস্তর, বিশ্বপ্রেমরূপ ধর্ম্ম, আত্মোৎসর্গ ও মানবের কল্পনায় যতদূর নির্ম্মল ও পবিত্র ভাব ধারণা করা সম্ভব তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম কোন মত বা বিশ্বাসের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। এই ধর্ম্ম মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া যায়, মনুষ্যচরিত্রের মালিন্য নাশ করে ও দুঃখের সময় অশেষ সান্ত্বনা দেয়—ইহা দোষ-সম্পর্ক-শূন্য এবং ভগবৎপ্রেম ও সর্ব্বাঙ্গীন পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভক্তগণ ব্যতীত আরও অনেকের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধুত্ব হইয়াছে। তিনি সমাজের উচ্চনীচ সকল লোকের সহিত বন্ধু ও ভ্রাতৃভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এখানকার সহরগুলির মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ও চিন্তাশীলতায় অগ্রণী তাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ ও বৈঠকে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাবে ইতোমধ্যেই এখানে ধর্ম্মজীবনের বিকাশ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। নিন্দা বা প্রশংসায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না এবং পদগৌরব তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই। কেহ তাঁহাকে অযথা

বা অসঙ্গতভাবে আপ্যায়িত করিতে চাহিলে তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম-যাজকের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া সেরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন ও ভবিষ্যতে সেই ব্যক্তিকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করেন। যাহারা অসৎ চিন্তা বা অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত, তিনি শুধু তাহাদিগেরই নিন্দা করেন এবং পবিত্রতা ও সৎপথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। এক কথায় এইরূপ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া রাজা মহারাজারাও পরিতৃপ্ত হন।”

এ সময়ে আমেরিকান সমাজের উপর স্বামিজীর প্রভাব সম্বন্ধে স্বামী কৃপানন্দ ১৮৯৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী ‘ব্রহ্মবাদিন্’ পত্রিকায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ এথানে উদ্ধৃত হইল :—

“আমার গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখের পত্রের পর গুরুদেব আরও অনেক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার বৈঠকে ছাত্র সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া ও রবিবারের বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের জনতা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাঁহার শিক্ষা এদেশে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে। হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিকতা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি অসীম শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। তাঁহার অমানুষিক চেষ্টা যে দেখিবে সেই চমৎকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে। তাঁহাকে দিন দুইবার বক্তৃতা দিতে হয়, বহুলোককে পত্রাদি লিখিতে হয়, অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, অনেককে পৃথক্ ভাবে উপদেশ দিতে হয় এবং যাঁহারা তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিবার জন্য পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে হয়। এই সকল কার্য্যের জন্য প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে

নিরন্তর পরিশ্রম করিতে হয়। বিশ্বপ্রেমপ্রসূত অদম্য ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে, এরূপ কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার ওরূপ বলিষ্ঠ দেহও এতদিনে ভাঙ্গিয়া পড়িত। ইচ্ছাশক্তির বলেই তিনি প্রফুল্লচিত্তে এপ্রকার দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। একদিকে তিনি যেমন পরম ভক্ত ও জ্ঞানী, অপরদিকে তিনি তেমনি কর্ম্মযোগের অবতার। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—এই তিনটির একাধারে সম্মিলন তাঁহার পূজনীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শ ছিল। স্বামিজী তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য বটে!

স্বামিজী-প্রদত্ত শিক্ষা ও উপদেশ পুস্তকাকারে পাইবার জন্য বহুলোক উদ্‌গ্রীব হওয়ায় তাঁহার রবিবাসরীয় বক্তৃতাসমূহের কয়েকটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং অতি সামান্য মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। পুস্তিকাগুলি খুব শীঘ্র শীঘ্র বিক্রয় হইতেছে এবং এইরূপে যেখানে বেদান্তদর্শনের কথা কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই সেখানেও তাহার প্রচার হইতেছে। 'কর্ম্মযোগ' সম্বন্ধে স্বামিজীর আটটি উপদেশ পূর্ণ প্রবন্ধ শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে। এই কার্য্যে স্বামিজীর কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

... ... তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মভাবের প্রবল স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং জনসাধারণের মন হইতে আজন্মপোষিত ভ্রান্তি ও কুসংস্কাররাশি দূর হইয়া সত্যানুসন্ধান-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে। এইরূপে তাঁহার উপদেশসমূহ শনৈঃ শনৈঃ সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার ও তাহার আধ্যাত্মিক কল্যাণবিধান করিতেছে। বেদান্ত-দর্শনের পাঠার্থী-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং যাহাদের মুখে কেহ কখনও সংস্কৃত

শব্দ বা বাক্য শুনিবার প্রত্যাশা করেন নাই সেই আমেরিকাবাসীগণ যখন-তখন ঐ সকল শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। যেখানে যাও দেখিবে—আত্মা, পুরুষ, প্রকৃতি, মোক্ষ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইতেছে, এবং হাক্সলী ও স্পেন্সারের ন্যায় রামানুজ ও শঙ্করাচার্য্যের নাম সকলের মুখে মুখে ফিরিতেছে। সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকালয়গুলি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা কিছু পাইতেছে তাহাই ক্রয় করিতেছে। মোক্ষমূলর, কোলব্রুক, ডয়সন, বর্ণুফ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হিন্দু দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন তৎসমুদয় বহু পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। এমন কি, জর্ম্মান দার্শনিক শোপেনহয়ারের পুস্তকগুলি নীরস ও জটিল হইলেও, বেদান্ত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, লোকে আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতেছে।"

এই সময়ে স্বামিজী তাঁহার ক্লাসে 'ভক্তিযোগ' শিক্ষা দিতেছিলেন এবং জ্ঞানযোগ, সাংখ্য ও বেদান্ত সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন' এ তাঁহার শেষ বক্তৃতা হয়। ঐ বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মদীয় আচার্য্যদেব' (My master)। তাঁহার গুরুদেব সম্বন্ধে এইটী তাঁহার সর্ব্বপ্রধান বক্তৃতা এবং ইহাতে তাঁহার বাগ্মিতা ও বর্ণনাচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঘটনাক্রমে ঐ তারিখেই ভারতে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের বাৎসরিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

ইতিমধ্যে ২০শে তারিখে (বৃহস্পতিবার) কয়েকজন যুবক ও যুবতী স্বামিজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৬ই তারিখে ডাঃ ষ্ট্রীট (Dr. Street) স্বামিজীর

নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'যোগানন্দ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপার স্বামিজীর অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের সম্মুখে সম্পন্ন হইয়াছিল। একবৎসরের মধ্যে যে তিনজন উচ্চশিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোক ভোগসুখমগ্ন পাশ্চাত্য দেশে সকল ঐহিক বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য পণ করিয়া স্বামিজীর পন্থানুসরণ করিলেন ইহাতেই ওদেশে তাঁহার প্রভাব দিন দিন কিরূপ বদ্ধমূল হইতেছিল তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। সংবাদ পত্র সমূহ এই ঘটনাকে "One of the most marvellous evidences of the Swami's powerful influence for good" (তাঁহার সাধুতার অত্যাশ্চার্য্য প্রভাব) বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইহাতে তাঁহার কার্য্যেরও প্রসার খুব বাড়িল। লোকে দেখিল সত্যই তাঁহার ক্ষমতা অদ্ভুত এবং বাস্তবিকই তিনি একজন সদ্গুরু ও আচার্য্য।

যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার অনুরাগী ভক্তমাত্র ছিলেন তাঁহাদের অনেকে এক্ষণে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি আমেরিকার লোকেরা তাঁহাদের 'বিশ্বকোষ' বা Encyclopœdiaতে তাঁহাকে একজন আমেরিকান বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাঁহার জীবনী পর্য্যন্ত লিখিতে উদ্যত হইলেন। এসম্বন্ধে স্বামী কৃপানন্দ রহস্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"* * আর এক কথা। ভারতবর্ষ এখনই যেন স্বামিজীর উপর তাহার স্বত্ব দখল সাব্যস্ত করে। কারণ, মার্কিন দেশের জাতীয়

বিশ্বকোষ (National Encyclopœdia) নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে তাঁহার জীবনী লিখিত হইবে, এবং তাহা হইলে তো তিনি আমেরিকার লোক হইয়া যাইবেন। মহামতি হোমারের জন্মস্থান লইয়া যেমন প্রাচীনকালে সাতটি নগরী বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আমার মনে হয় ইঁহাকে লইয়াও আবার তদ্রূপ ঘটিবে। হয়তো ইহার পর সাতটি বিভিন্ন দেশের প্রত্যেকেই এই বলিয়া দ্বন্দে প্রবৃত্ত হইবে যে 'আমিই এই সুসন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছি।' ফলে, এই উজ্জ্বলরত্নের প্রসবিনী বলিয়া ভারতমাতা যে সম্মানের অধিকারিণী তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন।"

'নিউইয়র্ক হেরাল্ড'ও লিখিয়াছিলেন :—

"বহু গণ্যমান্য লোক যে স্বামিজীর মতাবলম্বন করিতেছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক ধর্ম্মযাজক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। 'ডিক্সন্ সোসাইটি'তে বক্তৃতা দিবার জন্য ডাক্তার রাইট্ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর ছাত্রগণের মধ্যে কয়েকজন এ নগরে সুপরিচিত। তন্মধ্যে তাঁহার গৃহে এই কয় জনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়—এলা হুইলার্ উইলকক্স্, মিঃ ও মিসেস্ ফ্রান্সিস্ লেগেট্, ম্যাডাম এণ্টয়নেট্ ষ্টার্লিং, ডাঃ এলেন ডে, মিস্ এমা থার্সবি এবং প্রফেসর ওয়াইম্যান। মিসেস ওলীবুলও তাঁহার একজন ছাত্রী। 'হার্ভার্ড' বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দিগের দর্শনালোচনা সমিতি'তে (The Harvard Graduate Philosophical Club) বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামিজী এইমাত্র মিঃ জন, পি, ফক্স্ এর নিকট হইতে এক আমন্ত্রণ পত্র পাইলেন। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া স্বামিজী

এখানে সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার দিন দুইবার করিয়া বক্তৃতা দেন।"

মিসেস্ এলা হুইলার উইলকক্স (Mrs. Ella Wheeler Wilcox) আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং জগতের প্রতিভাশালিনী রমণীসমাজের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। তিনি স্বামিজী সম্বন্ধে ১৯০৭ সালের ২৬শে তারিখে 'নিউইয়র্ক আমেরিকান' নামক পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এখানে পাঠকদিগকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যাকালে শুনিলাম যে বিবেকানন্দ নামে এক ভারতীয় দার্শনিক বক্তৃতা দিবেন। কৌতূহলবশতঃ আমি ও আমার স্বামী উহা শুনিতে গেলাম। দশ মিনিট শুনিতে না শুনিতে বোধ হইল যেন আমাদের মন এক অভিনব সূক্ষ্ম ভাবভূমিতে আরোহণ করিতেছে। বক্তৃতার শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার উপযোগী নূতন সাহস, নূতন আশা, নূতন বল ও বিশ্বাস লইয়া গৃহে ফিরিলাম। স্বামী বলিলেন 'এতদিন যাহার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম আজ সেই তত্ত্ব, ঈশ্বরের সেই ভাব, ধর্ম্মের সেই কথা শুনিলাম!' সেইদিন হইতে সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য, এবং দুর্লভ সত্যরত্ন, নব আশা ও শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য আমার স্বামী আমার সঙ্গে কয়েক মাস ধরিয়া মহাত্মা বিবেকানন্দের নিকট যাতায়াত করিলেন। সেবার বড় দুর্ব্বৎসর। কতশত ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া গেল, কত কলকারখানার লাভালাভ হাওয়ায় উড়িয়া গেল,

কত ব্যবসায়ী সর্ব্বস্ব, হারাইয়া পথে বসিল—যেন মহাপ্রলয় সমুপস্থিত! মনঃকষ্টে ও দুর্ভাবনায় রাত্রিতে নিদ্রা না আসিলে কতদিন আমার স্বামী স্বামিজীর উপদেশ শুনিতে গিয়াছেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় দারুণ শীতে, অন্ধকারময় পথে তিনি হাসিয়া বলিতেন 'হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। কিসের জন্য দুঃখ করি?' আমিও আত্মোন্নতির সঙ্গে প্রসারিতদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দমনে কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম এবং আমোদপ্রমোদে যোগ দিতাম।

যদি কোনও দর্শনশাস্ত্র, কোনও ধর্ম্ম এরূপ ঘোর দুর্দ্দিনে মানবের এমন উপকার করিতে পারে—শুধু তাহাই নহে—যদি সেই ধর্ম্ম মানব-হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রীতি ও বিশ্বপ্রেম বর্দ্ধিত করিয়া পরজীবনের আলোচনায় মানুষকে আনন্দ প্রদান করিতে পারে, তবে সে ধর্ম্ম কত মহৎ ও সত্য!

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মাহাত্ম্য আমাদের শিক্ষা করা আবশ্যক, এবং প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান-সহায়ে আমাদের মতগুলি উদার ও উন্নত করা কর্ত্তব্য। * * * বিবেকানন্দ এক নূতন বার্ত্তা লইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছেন। তিনি বলেন,—'আমি তোমাদিগকে কোন নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আসি নাই। তোমরা স্ব স্ব ধর্ম্মেই থাক—তবে, যে মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাকে আরও ভাল মেথডিষ্ট হইতে বলি, যে প্রেসবিটিরিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাকে আরও ভাল প্রেসবিটিরিয়ান হইতে বলি এবং যে ইউনিটেরিয়ান তাহাকে আরও নিষ্ঠাবান্ ইউনিটেরিয়ান হইতে বলি। আমি চাই তোমরা সত্য উপলব্ধি কর এবং তোমাদের হৃদয়-মন্দিরে জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত হউক।"

এই রমণীকুল-শিরোমণি কেবল স্বামিজীর দর্শনলাভ করিয়াই তৃপ্ত হন নাই, তিনি স্বামিজী-প্রদর্শিত ধর্ম্মও ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিয়াছেন—"তাঁহার অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া কর্ম্মবদ্ধ সংসারী জীবের প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয়, চঞ্চলা রমণী স্থিরভাবে চিন্তা করিতে শিখে, কলা-বিদ্যাবিতের মনে নূতন আশা ও উদ্যমের উন্মেষ হয় এবং পিতামাতা, পতিপত্নী সকলেই স্বীয় কর্ত্তব্যসম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

বাস্তবিক অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এবং নিউ-ইয়র্ক সমাজের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্রগণ এসময়ে স্বামিজীর গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা সাধারণ স্থানে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতেন এবং ফিরিবার সময় নূতন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি লইয়া ফিরিতেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বামিজী নিজে তাঁহার ভারতীয় বন্ধুদিগকে লিখিত এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"I have succeeded in arousing the very heart of American civilisation" (আমি আমেরিকান সভ্যতার মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছি)। কথাটি একটুও অতিরঞ্জিত নহে। তাৎকালীন আমেরিকার সংবাদপত্রাদি হইতে আমরা দেখিতে পাই আমেরিকার সহস্র সহস্র লোকে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়াছিল এবং শুধু তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্রকাশ্যে আপনাদিগকে বেদান্তবাদী ও স্বামিজীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। এইরূপে স্বামিজী যে উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হইল। আমেরিকার সাধারণ নরনারীর

মধ্যে বেদান্তের ভাব শতধারে উৎসারিত হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে 'রাজযোগ,' 'কর্ম্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে তিনি ক্লাসে ছাত্রদিগের নিকট যে সব বক্তৃতা ও উপদেশ দিতেছিলেন তাহা গুডউইন সাহেবের চেষ্টা ও পরিশ্রমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার উপযোগীভাবে ছাপাখানায় পাঠান হইল। এই প্রকারে নিউইয়র্কের কার্য্য শেষ হইলে স্বামিজী ডেট্রয়েটের অধিবাসীদিগের আহ্বানে দুই সপ্তাহের জন্য বক্তৃতা ও ক্লাস করিতে ডেট্রয়েটে গেলেন। এখানকার কার্য্য সম্বন্ধে মিসেস্ ফাঙ্কে (Mrs. Funke) লিখিয়াছেন :—

"উক্ত সময়ে তিনি দুই সপ্তাহের জন্য ডিট্রয়েটে আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার সাঙ্কেতিকলেখক (Stenographer) বিশ্বস্ত গুড্-উইন। তাঁহারা 'রিশিলু'তে (The Richelieu) কয়েকখানি ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। রিশিলু একটি ক্ষুদ্র 'ফ্যামিলি-হোটেল'—তথায় একাধিক লোক সপরিবারে বাস করিত। তত্রত্য বৃহৎ বৈঠকখানাটিকে তিনি ক্লাসের অধিবেশন ও বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করিতে পাইতেন। কিন্তু উহা এত বড় ছিল না যে উহাতে সেই বিপুল জনসঙ্ঘের সকলের স্থানসঙ্কুলান হয়, সুতরাং অনেককে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত। বৈঠকখানা, দর-দালান, সিঁড়ি এবং পুস্তকাগারে সত্য সত্যই একতিল স্থান থাকিত না। সেই কালে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুর স্থান ছিল না—ভগবৎপ্রেমই তাঁহার ক্ষুধা, ভগবৎপ্রেমই তাঁহার তৃষ্ণা। তিনি যেন ঈশ্বরের ভাবে উন্মাদের ন্যায় হইয়াছিলেন এবং প্রাণারাধ্য জগজ্জননীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার মত হইয়াছিল।

"ডিট্রয়েটের জনসাধারণকে তিনি শেষ দর্শন দেন বেথেল মন্দিরে। স্বামিজীর জনৈক অনুরাগী ভক্ত রব্বাই লুই গ্রস্‌ম্যান * এই মন্দিরের পূজারী ছিলেন। সেদিন রবিবার, সন্ধ্যাকাল, এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের ভয় হইতেছিল পাছে লোকে বিহ্বল হইয়া কি একটা করিয়া বসে। রাস্তার উপরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত লোকের ঠাস এবং আরও শত শত লোক ফিরিয়া যাইতেছিল। বিবেকানন্দ সেই বৃহৎ শ্রোতৃসঙ্ঘকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—India's message to the West (পাশ্চাত্য জগতের প্রতি ভারতের বাণী) এবং "The Ideal of a Universal Religion (সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ)। তাঁহার বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ হইয়াছিল। সে রজনীতে গুরুদেবকে যেমনটী দেখিয়াছি তেমনটী আর তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা এ পৃথিবীর নহে। মনে হইতেছিল যেন তাঁহার আত্মাপক্ষী দেহ-পিঞ্জর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই স্পষ্ট বুঝিলাম তাঁহার দেহাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই। বহুবর্ষের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছেন, আর অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না।"

* গ্রস্‌ম্যান অন্যভাবেও স্বামিজীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম সখ্য ও অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। পাদরীরা স্বামিজীকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলে ইনি তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া পাদ্রীদের মিথ্যা দোষারোপের সদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন এবং মন্দিরে স্বামিজীর পরিচয় দিবার সময় হিন্দুজাতি ও হিন্দু-ধর্ম্মের খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৪।১৫ দিন এখানে অতিশয় কৃতকার্য্যতার সহিত প্রচার করিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্যপরিচালনার ভার কৃপানন্দ স্বামীর উপর ন্যস্ত করিয়া স্বামীজি বোষ্টন যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে ডেট্রয়েটে অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

ইহার পর আমরা স্বামিজীকে দেখিতে পাই সুবিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক বিভাগের গ্রাজুয়েট ছাত্রবৃন্দের সমক্ষে। এই ছাত্রসমাজ জগতের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্যতম। ইঁহারা স্বামিজীর ভাব ও দার্শনিক মতসমূহ জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে Mr. John P. Fox স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। স্বামিজী তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ২৫শে মার্চ্চ তারিখে হার্ভাডের ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সমক্ষে "বেদান্তদর্শন" সম্বন্ধে এরূপ গম্ভীর বক্তৃতা দিলেন যে সকলেই তাঁহার পাণ্ডিত্যে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। বক্তৃতার শেষে আরও অনেক প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল। সেদিনকার সে সকল কথাবার্ত্তা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ তাঁহাকে নিজেদের নিকটে রাখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন "আমি সন্ন্যাসী—চাকরী করিব কি করিয়া ?"

হার্ভার্ডের পণ্ডিতাগ্রণীগণের সমক্ষে দার্শনিকতত্ত্ব বিশ্লেষণ ও বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কম সাহসের কর্ম্ম নহে। বস্তুতঃ সেটী স্বামিজীর জীবনে একটী বিষম পরীক্ষার দিন বলিলেও হয়। কিন্তু সেই দিন স্বামিজীর ব্যাখ্যাসমূহ এত পরিষ্কার, হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তি

পূর্ণ হইয়াছিল যে শ্রোতারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই বক্তৃতা, স্বামিজীকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তাহার উত্তর ও স্বামিজী কর্ত্তৃক আলোচিত প্রসঙ্গসমূহের সহিত একত্রে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক The Rev. C. C. Everett D. D. L L. D. মহোদয় যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন স্বামিজী ওদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে অদ্বৈতভাবে কতদূর অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—

"* * * চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু-ধর্ম্মমত জ্ঞাপনের প্রণালী সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে। পরেও ঐ সম্বন্ধে তিনি এ দেশের নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়াছেন। বাস্তবিক ধর্ম্মপ্রচারই তাঁহার ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বত্রই অনেকে তাঁহার সহিত গভীর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা সানন্দে শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ ভারতবর্ষ হইতে যেরূপ উৎসুকনেত্রে তাঁহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছেন ও তাঁহার কৃতকার্য্যতায় যেরূপ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব প্রীতিকর। একখানি পুস্তিকায় দেখিলাম প্রাচ্যদেশের ভাবসমূহ পাশ্চাত্যদেশে প্রবেশ করায় কলিকাতার টাউনহলে এক বিরাট সভা করিয়া তথাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ সন্তোষের অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। তবে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে বলিয়াছেন আমরা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত

হইয়া যাইতেছি উহা সম্পূর্ণ ঠিক না হইলেও, এ কথা নিশ্চিত স্বীকার্য্য যে, বিবেকানন্দের চরিত্র ও আরব্ধ কার্য্য লোকের হৃদয়ে বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বস্তুতঃ পঠনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর মনোরম বোধ হয় আর কিছুই নাই। অনেকের ধারণা আছে বেদান্ত দর্শন একটা অলীক ও অসার কল্পনামাত্র—বাস্তব জগতের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু বাস্তবিক যদি এমন কেহ সশরীরে বর্ত্তমান থাকেন যিনি সত্যসত্যই উক্ত দর্শন-প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশ্বাস করেন ও অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহা হইলে তাঁহার মুখ হইতে উহা শ্রবণ করিতে যেরূপ আনন্দ বোধ হয় তাদৃশ আনন্দ জগতে দুর্ল্লভ। বেদান্ততত্ত্বকে স্বপ্নজালসম উচ্ছৃঙ্খল কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা করা অনুচিত। হেগেল বলেন স্পিনোজার মত হইতে প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের আরম্ভ, কিন্তু আমি বলি ঐ কথা বেদান্তবাদ সম্বন্ধে আরও বেশী খাটে। কারণ, আমরা (পাশ্চাত্য দেশের লোক) 'বহু' লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু যে 'একত্বের' উপর 'বহুত্ব' প্রতিষ্ঠিত, সেই 'একত্ব' জ্ঞান না হইলে 'বহুত্বে'র উপলব্ধি হইবে কি প্রকারে? ফলতঃ 'এক ছাড়া দুই নাই'—এ সত্য প্রাচ্যদেশই আমাদিগকে শিখাইতে সমর্থ, এবং স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে ঐ শিক্ষা প্রদান করায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ।"

এই সময়ে 'বোষ্টন ট্রান্সক্রিপ্ট' নামক সংবাদপত্রে স্বামিজীর হার্ভার্ড ও অন্যান্য স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ ও সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে দেখিতে পাই স্বামিজী কয়দিবস 'এ্যালেন জিম্ন্যাসিয়াম' (Allen Gymnasium) এ চারিটি বক্তৃতা দিয়া-

ছিলেন। ইহার প্রত্যেকটিতে চারি পাঁচশত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তা'ছাড়া কেম্ব্রিজে ওলীবুলের বাটীতে দুইটি, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে একটি ও 'বিংশ শতাব্দী সভা'য় (Twentieth Century Club) একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উক্ত পুত্র বলিতেছেন—

"স্বামিজী প্রমাণ করিয়াছেন ধর্ম্ম শুধু কথার কথা বা কতকগুলি চমৎকার ভাবমাত্র নহে। জীবনের প্রতিকার্য্যে সেই ভাব দেখাইতে পারিলে তবে ধর্ম্মলাভ হয়। বেদান্তধর্ম্মে এ জীবনেই মনুষ্যের এই দেবত্বলাভ সম্ভব।"

১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামিজী বক্তৃতা বন্ধ করিয়া স্থায়ীভাবে বেদান্তপ্রচারের জন্য 'নিউইয়র্ক বেদান্তসভা' (The Vedanta Society of New York) নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। এই সভা কোন বিশেষ ধর্ম্মমত পোষণ না করিয়া সকল ধর্ম্মের মধ্যেই বেদান্তভাব উপলব্ধি করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে স্বামিজীর 'রাজযোগ', 'কর্ম্মযোগ', ও 'ভক্তিযোগ' নামক পুস্তক কয়খানি প্রকাশিত হইল। আমেরিকান পত্রসমূহ পুস্তকগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া নিজ নিজ পত্রে উহাদের সমালোচনা বাহির করিলেন এবং 'রাজযোগ' গ্রন্থখানি অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শারীরস্থান'-ও-'মনস্তত্ত্ব'-বিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিল।

এইরূপে আমেরিকায় বেদান্তের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বামিজীর শরীর ক্ষয় হইতে

আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের কাহাকেও আনাইয়া আমেরিকার কার্য্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ ও আমেরিকান শিষ্যদিগের মধ্যে দুই এক জনকে ভারতে বিজ্ঞান, শিল্প, শ্রমসমবায়, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি প্রচারের জন্য পাঠাই-বার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে থাকিতেই তিনি সারদানন্দ স্বামীকেও এদেশে যাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এতাবৎ পর্য্যন্ত তিনি বা আর কেহ স্বামিজীর অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

১৮৯৬ সালের বসন্তকালে ইংলণ্ডীয় শিষ্যগণ স্বামিজীকে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিতে লাগিলেন। স্বামিজীরও মনে হইল এ সময়ে আর একবার ইংলণ্ডে গিয়া সেখানকার কার্য্যটি পাকা করার চেষ্টা করা উচিত। তিনি দেখিলেন লণ্ডন ও নিউইয়র্ক এই দুইটি নগর পাশ্চাত্য জগতের দুইটি প্রধান কেন্দ্রস্থল। নিউ-ইয়র্কে তাঁহার কার্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন লণ্ডনে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই তিনি অবকাশ গ্রহণ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি ১৫ই এপ্রিল লণ্ডন যাত্রা করিলেন এবং যাইবার পূর্ব্বে সারদানন্দ স্বামীকে পুনরায় স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন যে তিনি যেন শীঘ্র লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া ই, টি, ষ্টার্ডি সাহেবের গৃহে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন। ইংলণ্ডযাত্রার পূর্ব্বে তিনি আরও একটি কার্য্য করিলেন। মিস্ এস, ই, ওয়াল্ডো (ইনি এখন সিষ্টার হরিদাসী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন) ও অন্যান্য কতিপয় শিষ্যকে তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাতে তাঁহারা সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ

করিতে পারেন তদ্রূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনি মিস্ ওয়াল্ডোকে রাজযোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং তাঁহাকে রাজযোগ শিক্ষা দিবার অধিকার ও উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। আর স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ ও যোগানন্দ এবং আর কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে বেদান্ত শাস্ত্রের ত্রিবিধ মতবাদ উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন ও তিনের মধ্যে যে কোন বিবাদ বিসংবাদ নাই, তিনটিই আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের পর পর সোপান, ইহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়াছিলেন। মিঃ ফ্রান্সিস্ এইচ, লেগেট্কে তিনি বেদান্তসভার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচন করিলেন এবং অন্যান্য শিষ্যদিগের উপর অন্যান্য কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। যাঁহারা এসময়ে স্বামিজীর কার্য্যবিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উপরোক্ত শিষ্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়জনের নাম প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। মিস্ মেরী ফিলিপস্ (Miss Mary Phillips)—ইনি রাজধানীর সর্ব্ববিধ মহিলা-চালিত শিক্ষা ও পরহিতকর অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপিনী ছিলেন। মিসেস আর্থার স্মিথ (Mrs. Arthur Smith) মিঃ ও মিসেস্ ওয়াল্টার গুডইয়ার (Mr. & Mrs. Walter Goodyear) এবং সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা মিস্ এমা থার্সবি (Miss Emma Thursby).

এই সময়কার অন্যান্য চিত্র।

স্বামিজী যদিও অহোরাত্র কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। বিশ্রাম ও অবকাশকালে তিনি একেবারে বালকের ন্যায় অবাধ স্ফূর্ত্তি ও আনন্দস্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন। তখন তিনি যে একজন বিশ্ববিখ্যাত লোকশিক্ষক এরূপ ভাবের লেশ মাত্র মনে থাকিত না। যখন অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িত তখন তিনি ঐরূপ চিত্তবিনোদন দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজে পুনরায় কাজ করিবার শক্তি ফিরাইয়া আনিতেন। হয়ত 'পঞ্চ' (Punch) বা ঐরূপ একটা হাস্যরসাত্মক পত্রিকা লইয়া পড়িতে বসিলেন ও আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিলেন। পড়িতে পড়িতে হাসির চোটে যতক্ষণ না চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত ততক্ষণ থামিতেন না। তিনি জানিতেন যে তাঁহার মন স্বভাবতঃ গম্ভীর বিষয়ে আসক্ত, কিন্তু অতিরিক্ত গুরুতর চিন্তা অনিষ্ট জনক বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন খুঁজিতেন ও কোন একটা লঘু বিষয়ে মনটাকে লাগাইয়া রাখিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন তাঁহারাও তাঁহাকে বালকের ন্যায় ক্রীড়ারত দেখিলে আন্তরিক আনন্দিত হইতেন। তিনি রঙ্গকৌতুকের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। ঐরূপ গল্প একবার শুনিলে কিছুতেই ভুলিতেন না ও সুযোগমত অন্যস্থানে উহার প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যেরা এইরূপ কতকগুলি গল্পের বিষয় বলিয়া

থাকেন। ১৮৯৪ সালের আগষ্ট মাসে স্বামিজী যখন 'এমিস কোয়াম' এ মিসেস্ ব্যাগলীর বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন সেখানে মিসেস্ ব্যাগ্‌লীর একজন মহিলা-বন্ধুও তাঁহার অতিথি রূপে বাস করিতেছিলেন। সেই সূত্রে স্বামিজীর সহিত উক্ত রমণীর বিশেষ জানাশুনা হয় এবং তাঁহার স্বামী স্বামিজীর একজন বন্ধু হইয়া উঠেন ও স্বামিজীকে প্রথম শ্লেজ গাড়ীতে চড়াইয়া ভ্রমণ করান। এই স্ত্রীলোকটি সিষ্টার নিবেদিতাকে লিখিয়াছিলেন :—

"স্বামিজীর সহিত আমার শীঘ্রই বন্ধুত্ব হইল। তিনি 'এমিস্ কোয়াম' এ একবার মাত্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সে সময়টা গ্রীষ্মাবকাশ। তিনি আমায় প্রায় বলিতেন 'একটা গল্প বল দেখি'। আমার মনে আছে একবার আমি এক চীনেম্যানের গল্প বলেছিলাম, তাতে তিনি বড় আমোদ পেয়েছিলেন। গল্পটি হচ্ছে এই— এক চীনেম্যান শূকরমাংস চুরি করার জন্য পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছিল। জজ তাহাকে বলিলেন 'আমি জানিতাম চীনারা শূকর খায় না'! তাহাতে চীনেম্যান বলিল 'Oh me Melican man now. Me, Sir, me steal, me eat pork, me everything." (ওঃ আমি এখন মেলিকান লোক—অর্থাৎ আমেরিকান, আমি চুরি করি, শোর খাই—সব করি)। এই গল্প শুনার পর স্বামিজীকে কতবার অনুচ্চস্বরে বলিতে শুনিয়াছি 'Me Melican man.' অন্যের নিকট এ সব জিনিষ তুচ্ছ বোধ হইতে পারে কিন্তু আপনার ন্যায় যাঁহারা স্বামিজীকে জানেন তাঁহাদের নিকট তাঁহার সম্বন্ধীয় কোন কথাই তুচ্ছ নহে।

আমি কানাডার আদিম অধিবাসীদের (Red Indians) মধ্যে

তিনবৎসর ছিলাম। এই সকল আদিমবাসীদের গল্প শুনিতে স্বামিজী কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। আমার মনে আছে একটি গল্প তাঁহার বড় ভাল লাগিত। একজন রেড ইণ্ডিয়নের পত্নী-বিয়োগ হওয়াতে সে শবাধারের জন্য কতকগুলি পেরেক চাহিতে আমাদের গৃহে (অর্থাৎ পুরোহিত বাটী) উপস্থিত হয়। পেরেকের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই সে আমার রাঁধুনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, সে (রাঁধুনী) তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী আছে কি না। রাঁধুনী ত রাগিয়াই খুন! আর বাস্তবিক রাগিবারই কথা। কিন্তু তাহার অসম্মতিপূর্ণ প্রত্যাখ্যানের উত্তরে ইণ্ডিয়ানটি শুধু বলিল 'Wait, you see' (আচ্ছা রোসো)। পর রবিবার দিন দেখি সে ব্যক্তি আমাদের ফটকে বসিয়া আছে। টুপিতে খুব বড় বড় পালক আঁটিয়াছে এবং এত তেল মাখিয়াছে যে তাহা তাহার গণ্ড বাহিয়া গড়াইতেছে। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে স্বামিজীর একখানি 'অয়েলপেণ্টিং' (তৈলচিত্র) তোলা হইতেছিল। আমরা ছবিখানি কতদূর হইয়াছে দেখিবার জন্য ষ্টুডিওতে গিয়া দেখি অঙ্কিত মূর্ত্তিটির গালের কাছে একটুখানি তেল ঝরিয়া পড়িয়াছে। দেখিবামাত্র স্বামিজী বলিয়া উঠিলেন "Getting ready to marry the cook!" (রাঁধুনীকে বিয়ে ক'র্ত্তে চ'লেছে আর কি!) স্বামিজী কিরকম লোক ছিলেন আপনি ত তাহা জানেন, সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছেন তাঁহার কি সুন্দর রহস্যজ্ঞান ছিল।

কিন্তু দুটি গল্প তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সে দুটি তিনি যখনই শুনিতেন হাসিয়া অস্থির হইতেন। একটি হইতেছে এক নূতন খৃষ্টান মিশনরীর গল্প। এক খৃষ্টান পাদ্রী প্রথম এক দ্বীপে

গিয়াছেন, সেখানে নরখাদকদের বাস। তিনি সে স্থানের প্রধান ব্যক্তির সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "Well how did you like my predecessor ?" (আচ্ছা আমার আগে যিনি এখানে ছিলেন তাঁকে তোমাদের কেমন লাগিত ?) সে ব্যক্তি উত্তর করিল "He was simply de-li-cious" (অতি উ-পা-দেয়)। আর একটি হইতেছে আফ্রিকার এক কালা পাদ্রীর গল্প। কালা পাদ্রী সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"You see God was making Adam and he was a-making im out o' mud. And when he had a-got im made, he stucks im up again a fence to dry. And then— (দেখ, ঈশ্বর—কি বলে—এডামকে—মাটী থেকে তৈরী কল্লেন। তারপর—তাকে—কি বলে—একটা বেড়ার গায়ে—শুকুতে দিলেন। তারপর—) এমন সময়ে শ্রোতাদিগের মধ্য হইতে একজন জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল—"Hold on, there, preacher, what abouts dat ere fence ? Whos a-made dat fence ?" (থামো গো কথক ঠাকুর থামো—ও বেড়াটার ব্যাপার কি ? ওটাকে কে তৈরী কল্লে ?) প্রচারক বিরক্ত হইয়া বলিলেন "Now youse listen ere. Sam Jones. Don't youse be agwining to ask such ere question. youse'll ere smash up all theology.,, (দেখ বাপু সামজোন্স একটু মন দিয়ে শোন—ওরকম—কি বলে—বিশ্রী প্রশ্ন—ফট্‌করে জিজ্ঞাসা করোনা—তা হ'লে বলে দিচ্ছি—সব ধর্ম্মতত্ত্ব—কিবলে—একদম মাটী হয়ে যাবে—বলে দিচ্ছি হ্যাঁ !)

এই সময়কার অন্যান্য চিত্র।

স্বামিজীর অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার বিশ্রাম ও চিত্তরঞ্জনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া স্ব স্ব গৃহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেন। সেখানে তাঁহাকে যথেচ্ছভাবে আরাম উপভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া হইত। তিনি যদি গল্প করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা একান্ত ব্যগ্রভাবে তাঁহার কথা শুনিতেন। যদি তিনি গান গাহিতে ইচ্ছা করিতেন, অনায়াসে এ দেশীয় গান গাহিতে পারিতেন। যদি তাঁহারা দেখিতেন স্বামিজী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বৃথা না বকাইয়া ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে চলিয়া যাইতেন। তিনি তাঁহাদের অনেককে আদরের নামে ডাকিতেন। মিঃ ও মিসেস্ হেল্‌কে বলিতেন :— 'ফাদার পোপ' ও 'মাদার চার্চ্চ', কাহাকেও বলিতেন 'যুম্' (Yum) কাহাকেও 'জোজো' (Jojo) এইরূপ। যদি তাঁহারা কোন নূতন খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া স্বামিজীকে আহার করিতে বলিতেন, অনেক সময় তিনি কাঁটা-চামচের পরিবর্ত্তে শুধু হাতে খাইবার ইচ্ছায় তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিতেন ও তাঁহারা ঐরূপ চাহনির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন হাতে করিয়া খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে—ও রকম ক'রে খেলে বেশী তৃপ্তি হয়। প্রথম প্রথম ওদেশের লোকেরা তাঁহাকে শুধু হাতে খাইতে দেখিলে যেন স্তম্ভিত হইয়া যাইত— কারণ ওদেশে কাঁটা-চাম্‌চে ব্যবহার না করা ঘোর অসভ্যতার চিহ্ন! —কিন্তু তাহারা তাঁহাকে এত ভালবাসিত ও তাঁহার কার্য্যের প্রতি তাহাদের এতদূর সহানুভূতি ছিল যে শেষে তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না, বরং উহাতে তিনি স্বচ্ছন্দতা বোধ করিবেন ভাবিয়া আরও আনন্দিত হইত। একান্তে

অবস্থান কালে তিনি কলার, বুট খুলিয়া ফেলিয়া চটি পায়ে দিয়া বসিয়া থাকিতেন। ও জিনিষগুলা তাঁহার অত্যন্ত বিরক্তি উৎপাদন করিত। বিশেষ, হাতের কাফ্‌গুলা তাঁহার দু'চক্ষের বালাই ছিল। সন্ন্যাসীর অত নিয়মকানুন ও সভ্যতার কায়দা ভাল লাগিবে কেন? —তারপর টাকাকড়ি। টাকাকড়ির প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার খরচ-পত্রের জন্য কিছু দিলে তিনি উহা লইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেন না, আর ঝঞ্ঝটের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। সে জন্য হয় সেগুলি তৎক্ষণাৎ গরীবদুঃখী ও অভাবগ্রস্ত লোকদের বিলাইয়া দিতেন, না হয় শিষ্য ও বন্ধুমণ্ডলীর জন্য উপঢৌকনাদি কিনিতে খরচ করিয়া ফেলিতেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানে কার্য্য শেষ হইলে শিষ্যদের প্রদত্ত একটা মোটা টাকা তিনি এইরূপে খরচ করিয়াছিলেন।

স্বামিজী অপরের ইচ্ছানুসারে চলিতে মোটেই পারিতেন না। সর্ব্ববিষয়ে নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতেন। সেই জন্য একজন ধনবতী মহিলা তাঁহার কাজকর্ম্মের বন্দোবস্তাদির জন্য নিজের অভিপ্রায় চালনা করিবার উদ্যোগ করিলে তিনি কখনও তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে দিতেন না। এবিষয়ে তাঁর কোন দোষ ছিল না। সে স্ত্রীলোকটির মধ্যে বেশ একটু 'হামবড়া' ভাব ছিল। তিনি সকলেরই উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু স্বামিজীকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। শেষ মুহূর্ত্তে স্বামিজী যখন তাঁহার সব মতলব ফাঁসাইয়া দিতেন তখন স্ত্রীলোকটি প্রথমতঃ খুব চটিয়া যাইতেন বটে, কিন্তু পরে মেজাজ ঠাণ্ডা হইলে হাসিয়া বলিতেন—"At the last moment he upsets all

my plans for him. He must have his cwn way. He is just like a mad bull in a china-shop." (শেষ মুহূর্ত্তে উনি আমার সব মতলব উল্টে ফেলে দিয়ে নিজের খুসীমত কাজ করেন। ঠিক যেন চীনে বাসনের দোকানে পাগলা ষাঁড় ছেড়ে দেওয়া !)

অন্য লোকের উপকারার্থ স্বামিজী সব করিতে রাজী ছিলেন ও যতদূর সম্ভব অপরের মতানুসারে চলিতে পারিতেন। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তিনি কাহারও বাধ্য হইতেন না। কাহারও কাহারও সহিত ব্যবহারে তিনি নিজের আন্তরিক বিরক্তি সত্ত্বেও অত্যন্ত সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতেন। কারণ, বুঝিতেন যে তাঁহার কার্য্য সাধনের জন্য ঐ ঐ লোক ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছেন। অপর কতকগুলি লোককে তিনি কিছুতেই আমল দিতেন না।

ডেট্রয়েট সহরের একজন শিষ্য তাঁহার বালকবৎ সরলতার বিষয়ে নিম্নলিখিত গল্পটি করিয়াছিলেন। একবার স্বামিজী তাঁহার কোন ভক্তের বাটীতে গিয়া তাঁহার প্রকৃতিসুলভ অকপটতাসহকারে একটা ভারতীয় ভোজ্যবস্তু পাক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ উহাতে সম্মতি দিলে তিনি পকেট হইতে কতকগুলি মশলার মোড়ক বাহির করিলেন। ঐ গুলি ভারতবর্ষ হইতে তাঁহাকে পাঠান হইয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন মোড়ক লইয়া যাইতেন। একসময়ে তাঁহার জিনিষপত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ জিনিষ ছিল মান্দ্রাজ হইতে কোন ভদ্রলোক প্রেরিত এক বোতল চাট্‌নি। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যেরা তাঁহাকে নিজেদের রন্ধনশালায় রাঁধিতে দিতে পাইলে ভারী খুসী

হইত। তাহারা নিজেরাও তাঁহাকে সাহায্য করিত এবং নানা নূতন প্রকার রন্ধনের পরীক্ষা করিতে করিতে সময়টা খুব স্ফুর্ত্তিতে কাটিয়া যাইত। তিনি তরকারিতে এত ঝাল দিতেন যে আর কেহ সহজে খাইতে পারিত না। তিনি নিজে ঝাল ভালবাসিতেন বলিয়া যে দিতেন, শুধু তাই নহে, অনেক সময়ে দেখিতেন ওদেশের জিহ্বায় কতটা ঝালমশলা সহ্য হইতে পারে। তিনি বলিতেন যে ঐ সব ঝালমশলা তাঁহার লিভারের পক্ষে ভাল। বস্তুতঃ কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত। তবে তাঁহার মুখে ভাল লাগিত বলিয়া তিনি ঝাল দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না। সময়ে সময়ে রাঁধিতে খুব দেরী হইয়া যাইত, তখন শিষ্যদের হয়ত ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি অনেক সময়ে কৌতুক দেখিবার জন্যও ঐরূপ করিতেন, কারণ অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে তাহারা কটু তীক্ষ্ণ কিছুই গ্রাহ্য করিত না।

শীতের সময় অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া অতীত জীবনের চিত্রগুলি স্মরণ করিতে বা কোন সাময়িক পত্র পড়িতে তিনি যেরূপ আহ্লাদিত হইতেন, আর কিছুতে সেরূপ নহে। হাস্যরসাত্মক পত্রিকা পাইলে মলাট শুদ্ধ পড়িয়া ফেলিতেন, কিন্তু দৈনিক পত্রের মধ্যে সাধারণতঃ হেডিং গুলারই উপর চোখ বুলাইয়া যাইতেন। উহাই ছিল তাঁহার বিশ্রাম। কিন্তু ঐ সময়েও যদি কেহ কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিত অমনি তাঁহার হাস্যস্রোত বন্ধ হইয়া যাইত, মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিতেন ও অতিশয় ধীরভাবে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন। অনেকে সেই জন্য মনে করিত যেন

দুইটা পৃথক্ লোক রহিয়াছে। বাস্তবিক তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন শত ক্রীড়াচাপল্যের মধ্যেও তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আর একটি উচ্চতর ভাবের ধারা সর্ব্বদা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

আমেরিকার কার্য্যশেষ হইলে তিনি সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কারণ যদিও তাঁহার মস্তিষ্ক বরাবর পরিষ্কার ছিল, তথাপি অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। একদিন ট্রেণে যাতয়াত করিলে সাত দিন পর্য্যন্ত যেন তাঁহার মাথায় ট্রেণের ঘর্ঘর শব্দ বাজিতে থাকিত। বন্ধুবর্গ সকলেই আশঙ্কা করিলেন তাঁহার স্বাস্থ্য জীবনের মত ভাঙিতে বসিয়াছে।

তাঁহার নিজের অদ্ভুত প্রকৃতি ও উপদেশ অপরের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিত তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহা লিখিয়া আর গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। শুধু এক জনের উক্তি হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেই যথেষ্ট হইবে, যে, "তাঁহার চিন্তা ও যুক্তিতর্ক সমূহ এরূপ গভীর ছিল ও মনোমধ্যে এরূপ প্রবল আন্দোলন উত্থাপিত করিত যে শ্রোতাদিগের অনেকে শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, বুঝিতে পারিতেন তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইয়াছে।" এই ব্যক্তি আরও বলেন 'আমি এক জনকে জানি যিনি স্বামিজীর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ায় স্নায়ুতে এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে তাহার ফলে তিন দিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।'

আমেরিকায় কার্য্যকালে স্বামিজীর মনে অনেক রকম সঙ্কল্প ছিল।

প্রথম হইতেই তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল যে একবার ওদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই 'বিশ্ব-মন্দির' (Temple Universal) নামে একটি উপাসনালয় স্থাপন করিবেন যেখানে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোক সকল দ্বন্দ্ব, কলহ, ঈর্ষ্যা ও মতদ্বৈধ ত্যাগ করিয়া এক ওঙ্কারের অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে। কিন্তু বেদান্তপ্রচার কার্য্যে লিপ্ত হইয়া তিনি আর এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার আর একটি সঙ্কল্প ছিল কাট্‌স্‌কিল পাহাড়ের উপর একশত আট একার জমী খরিদ করিয়া তাঁহার শিষ্যদের সাধনার জন্য কতকগুলি কুটীর নির্ম্মাণ করিবেন। ইহার সমুদয় ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কারণ ক্ষমতাসত্ত্বে অপরের নিকট সাহায্য গ্রহণ তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল। অনেক সময়ে অনেক ধনীব্যক্তি তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে চাহিতেন, কিন্তু তিনি ধন্যবাদের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেন "যাহাদের অভাব ও প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত অধিক তাহাদিগকে যেন ঐসব অর্থ দেওয়া হয়"।

নীচশ্রেণীর খৃষ্টান পাদ্রীদের ঈর্ষ্যাবিদ্বেষপ্রণোদিত তীব্র আক্রমণের কথা পুনঃ পুনঃ অবতারণা করা যদিও অত্যন্ত অপ্রীতিকর তথাপি এখানে আর একবার তাহাদিগের প্রচারিত একটি কদর্য্য কুৎসার বিষয় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। কারণ, তাহা না হইলে জীবনী-লেখকের গুরুতর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর। স্বামিজীর প্রচারের ফলে ওদেশে ভারতবর্ষীয় মিশনরী ফণ্ডের চাঁদা এক বৎসরে দেড়কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছিল, তাহাতে মিশনরীরা ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে জব্দ ও সকলের নিকট

হেয় প্রতিপন্ন করিবার মানসে একটা মিথ্যা জনরব প্রচার করে যে "বিবেকানন্দের অসংযত আচরণের জন্য মিচিগানের ভূতপূর্ব্ব শাসন কর্ত্তার পত্নী মিসেস্ ব্যাগলী একটি দাসীকে কর্ম্মচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" সৌভাগ্য ক্রমে উক্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের লিখিত তিন তিন খানি পত্র এখনও বিদ্যমান আছে যাহা হইতে আমরা নিঃসন্দেহ রূপে জানিতে পারি যে ঐ জনরব সর্ব্বৈব মিথ্যা।

১৮৯৪ সালের ২২শে জুন মিসেস ব্যাগ্‌লী এমিসকোয়াম, ম্যাসাচুসেট্‌স্ হইতে তাঁহার এক মহিলা বন্ধুকে লিখিতেছেন :—

"তুমি আমার প্রিয়বন্ধু বিবেকানন্দের কথা লিখিয়াছ। তাঁহার চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে আমি বড় খুসী হই, কারণ তাঁহার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কেহ যে কোন কথা বলিবে তাহা আমার অসহ্য। আমেরিকায় তিনি জীবনের যে সকল উচ্চাদর্শ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। এই প্রাচীন ডিট্রয়েট সহরে বিস্তর গোঁড়া লোকের বাস। এখানকার প্রত্যেক সভা সমিতিতে তাঁহার মত সম্মান কেহ কখনও পায় নাই। সুতরাং আমি বেশ বুঝিতে পারি যে তাঁহার বিরুদ্ধে যাহারা একটি কথা বলে তাহারা শুধু তাঁহার মহত্ত্ব ও দিব্য আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃই ঐরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা কেন ঐরূপ করে?—তাঁহার প্রতি এরূপ করিবার ত' কোন সঙ্গত কারণ নাই। তিনি আমাদের (খৃষ্টানদের) নিকট সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ। * * * তাঁহার সহায়তায় আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মহৎ ও পবিত্র

জীবন যাপন করা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার সমকক্ষ ধর্ম্মোপদেষ্টা ও আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তি আর কেহ আছেন কিনা জানি না, সুতরাং তাঁহাকে অসংযত বলা কতদূর অন্যায় ও মিথ্যা! যাঁহারা প্রতিদিন তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সাগ্রহে তাঁহার অতুলনীয় চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন ও একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করেন—বিশেষতঃ ডিট্রয়েট সহরের লোকেরা—যাহারা অপরের সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করে ও কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না। * * * তিনি প্রায় মাসাবধি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন! আমার পুত্র ও জামাতাগণ এবং আমার পরিবারস্থ সকলেই বিশেষ রূপে অবগত আছেন, স্বামী বিবেকানন্দ কিরূপ ভদ্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন, তাঁহার ব্যবহার কত সুন্দর ও তাঁহার সঙ্গ কত মধুর। তিনি আমাদের গৃহের চিরবাঞ্ছিত অতিথি। তাঁহার দর্শন লাভের জন্য আমি তাঁহাকে আমাদের আমিস্‌কোয়ামের গ্রীষ্মাবাসে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। এই গৃহে তিনি চিরদিন আদর ও সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে আমার রাগ অপেক্ষা দুঃখই অধিক হয়, কারণ লোকে না জানিয়া শুনিয়া যাহা-তাহা বলে। তিনি চিকাগো সহরে যতদিন ছিলেন তাহার অধিকাংশ সময়ই মিষ্টার ও মিসেস্‌ হেলের বাটীতে যাপন করিয়াছেন—সেটা যেন তাঁহার নিজেরই বাটী। তাঁহারা প্রথমে অতিথির মত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আর তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না! তাঁহারা প্রেস্‌বিটিরিয়ান মতের লোক, আর খুব শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন বলিয়া পরিচিত—তাঁহারাও বিবেকানন্দকে যথেষ্ট

শ্রদ্ধাভক্তি করেন ও ভাল বাসেন। বাস্তবিক বিবেকানন্দ একজন মহৎ ও শক্তিশালী পুরুষ, সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তায় বিভোর, এবং শিশুর ন্যায় সরল ও নির্ভরশীল। আমি ডিট্রয়েটে একদিন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনি, সেই সঙ্গে অনেক পুরুষ ও মহিলাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার এক পক্ষ পরে তিনি আমাদের বৈঠকখানা ঘরে 'প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণ ও তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা' সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা ধরিয়া এক বক্তৃতা করেন। সেই সভায় ব্যবহারাজীব, বিচারক, ধর্ম্মযাজক, সামরিক কর্ম্মচারী, চিকিৎসক, ও অনেক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ও তাঁহাদের পত্নী ও কন্যাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শেষ পর্য্যন্ত অতীব আগ্রহসহকারে ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করেন। বিবেকানন্দ যেখানেই কিছু বলিতেন, সেখানেই সকলে তাঁহার কথা শুনিয়া সানন্দে বলিয়াছেন যে 'আমরা আজ পর্য্যন্ত কোন লোকের মুখে এমন কথা শুনি নাই।' তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন না, অথচ সকলকেই উন্নত করিবার চেষ্টা করেন—লোকে দেখে মানুষের-তৈরী ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িক মতামত অপেক্ষা আরও একটি বড় জিনিষ আছে, এবং তাঁহার মত ও নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য অনুভব করে। তাঁহার সঙ্গে একত্রে একস্থানে বাস করিলে ও তাঁহার যথাযথ পরিচয় পাইলে উন্নত না হইয়া থাকা যায় না। আমি চাই আমেরিকার প্রত্যেক লোক তাঁহাকে জানুক, এবং ভারতে যদি এরূপ লোক আরও থাকেন, তবে তাঁহারা এদেশে আসুন।"

১৮৯৫ সালের ২০শে মার্চ্চ তিনি আবার লিখিয়াছেন :—

"আমার সর্ব্বপ্রথম কথা এই যে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে সকল কথা রটিত হইয়াছে তাহা আদ্যোপান্ত ও সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহা অপেক্ষা মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। তিনি যে দেড় মাস আমাদিগের নিকট ছিলেন তাহার প্রত্যেক দিনটি মহানন্দে কাটিয়াছে। ডিট্রয়েটে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভদ্র সভাসমিতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার সম্মানের জন্য ভোজ দেওয়া হইয়াছিল—উদ্দেশ্য, যে আরও অধিক লোকে তাঁহাকে দেখুক, তাঁহার সহিত আলাপ করুক ও তাঁহার কথা শুনুক। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার যোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা কেহই তাঁহার সাধুতা, নির্ম্মল চরিত্র ও ধর্ম্মভাবের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমি বিগত গ্রীষ্মকালে পুনরায় আমাদের আমিস-কোয়ামের বাটীতে আসিবার জন্য তাঁহাকে লিখি। তিনি তখন বোষ্টনে ছিলেন, সেখান হইতে আমাদের আহ্বান সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাদের নিকট আসিয়া তিন সপ্তাহ যাপন করেন। তাহাতে কেবল আমিই যে কৃতার্থ হইয়াছিলাম তাহা নহে, আমার প্রতিবেশীগণও অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। আমার গৃহের ভৃত্যেরা সকলেই পুরাতন এবং এখনও আমার অধীনে কর্ম্ম করে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন এমিস্‌কোয়ামে গিয়াছিল, অবশিষ্ট সকলে বাটিতেই ছিল। অতএব দেখিতেই পাইতেছ যে এ সব গল্প সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তুমি ডিট্রয়েট নগরে যে স্ত্রীলোকটীর কথা বলিতেছ সেটী যে কে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে তাহার একটা কথাও সত্য নহে, সবই মিথ্যা।

* * * আমরা সকলেই বিবেকানন্দকে জানি। কিন্তু যাহারা এত মিথ্যার সৃষ্টি করিতেছে তাহারা কে ?"

উঁহার কন্যা হেলেন ব্যাগ্‌লী এসম্বন্ধে এক পত্রে লিখিয়াছেন :—

"শুনিয়া সুখী হইলাম যে র—কর্ত্তৃক এই গল্প প্রচারিত হয় নাই। যদি সম্ভব হয় একবার শ্রীমতী স—র সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিব কিসের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল কথা রটান হইতেছে। ইহা লইয়া অবশ্য হৈ চৈ করিব না, তবে একবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এসব আজগুবী কথা কোথা হইতে বাহির হইতেছে। এ সকল জিনিষ শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে, আর যদি একটার উচ্ছেদ করা যায় তাহা হইলে হয়ত ঐ স্ত্রীলোকগুলা এত তাড়াতাড়ি ঐরূপ গল্প চাউর করার আগে খানিকক্ষণ ও সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিবে। তাহারা যদি শুধু একবার একটু খোঁজ করে তাহা হইলেই তাহাদিগের কথার অসারত্ব বুঝিতে পারিবে।"

স্বামিজী স্বয়ং এসম্বন্ধে ১৮৯৫ সালের ২১শে মার্চ্চ মিসেস্ ওলী বুলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি তাঁহার শিষ্যদিগের নিকট আছে। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন—

"I am astonished to hear the scandals the R—circle are indulging in about me. Among others, one item is that Mrs. Bagley of Detroit had to dismiss a servant-girl on account of my bad character !!! Don't you see Mrs. Bull, that however a man may conduct himself, there will always be persons who will invent the blackest

lies about him. At Chicago I had such things spread every day against me. And these women are invariably the very Christian of Christians!"

ভাবার্থঃ—'র—র' দলের লোকেরা আমার নামে যে সব কলঙ্ক রটনা কচ্ছে তাতে আমি আশ্চর্য্য হ'লুম। তার মধ্যে একটা এই যে আমার মন্দ স্বভাবের জন্য নাকি ডেট্রেয়েটের ব্যাগ্‌লী-গৃহিণী তাঁর একটি দাসীকে জবাব দিতে বাধ্য হয়েছেন!!! দেখ্‌চ মিসেস্ বুল, লোকে যেমন করেই চলুক্ না কেন, কতকগুলো লোক আছে, যারা তার বিরুদ্ধে রাশখানেক জঘন্য মিথ্যের চূড়ান্ত মাথা ঘামিয়ে বার কর্‌বেই কর্‌বে। চিকাগোয় আমার বিরুদ্ধে রোজ এই রকম কর্ত্তো। এই সব স্ত্রীলোকেরাই আবার খৃষ্টানি ফলান্!'

এই সময়ে স্বামিজী আরও যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই সকল নিন্দনীয় কুৎসাকারীদিগের বিরুদ্ধে তিনি যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা নাকি এমন পর্য্যন্ত বলিয়াছিল "আমরা বরং চিরজীবন নরকে পচিতে রাজী আছি তথাপি এই দুর্বৃত্ত (damned) হিঁদুটাকে আমাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিবনা।" স্বামিজী প্রথম প্রথম বুঝিতে পারেন নাই তাহারা কেন তাঁহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছে, সুতরাং অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু তারপর শুনিলেন ওদেশে ঐ সব বর্ণজ্ঞানহীন, নীচাশয় লোকদের কেহ চেনেও না এবং সমাজে উহাদের কোন প্রতিষ্ঠা বা মর্য্যাদা নাই। উহাদিগকে উচ্চশ্রেণীর উদারচেতা খৃষ্টানেরা Blue-nosed (নীলনাসিক), hard-shelled (কঠিন আবরণবিশিষ্ট), soft-shelled (কোমলাবরণবিশিষ্ট) প্রভৃতি

ঘৃণাসূচক সম্ভাষণে অভিহিত করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তিনি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন 'অক্সফোর্ড মিশন' প্রভৃতি সুশিক্ষিত, ভদ্র ও দশের প্রতিষ্ঠাভাজন পাদ্রীসম্প্রদায় এক দিনের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ ত করেনই নাই, বরং অনেকে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। আবার ইংলণ্ডের বরেণ্য ধর্ম্মযাজকগণ ও খৃষ্টধর্ম্মজগতের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত যতদূর সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করিতে হয় তাহা করিয়াছিলেন।

অবশ্য তাঁহার নিজের মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার চরিত্রকে আক্রমণ করিয়া কেহ তাঁহার কার্য্যের ক্ষতিসাধন বা অন্য কোনরূপ সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে না, কারণ সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবেই, মিথ্যা কখনও চিরদিন তাহাকে ভস্মাবৃত রাখিতে পারিবে না। যিনি জীবনে স্বপ্নেও কখন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হইতে একতিল স্খলিত হন নাই তাঁহার আবার ভয় কিসের? আর বাস্তবিক তাঁহার অমানুষী পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক নিষ্ঠার অদ্ভুত প্রভাব সম্বন্ধে প্রমাণ ও সাক্ষ্যস্বরূপ আমেরিকার চতুর্দ্দিক হইতে শত শত পত্র তাঁহার হস্তগত হইত। সুতরাং তিনি শত্রুদিগের চাতুরীতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। একবার কিন্তু তিনি সত্যই বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কতকগুলা লোক পরমহংস দেবের একখানি ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়া তাহা মধ্য-পশ্চিম সহরের একখানা বড় সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়াছিল ও সেই সঙ্গে তাঁহার আকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া অতি নীচ রকমের কতকগুলা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল এবং সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু যোগিগণকে আক্রমণ করিয়া কতকগুলা ছাই ভস্ম লিখিয়াছিল। সেদিন তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া

উঠিয়াছিলেন "Oh this is blasphemy" (ওঃ এ যে ঈশ্বর নিন্দা—দারুণ মহাপাতক !)

একদিকে যেমন এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতেছিল, অপর দিকে তেমনি সুখের বিষয়ও যথেষ্ট ছিল। আমেরিকার প্রকৃত জ্ঞানী ও মনস্বী ব্যক্তিরা স্বামিজীকে বরাবরই সমাদর করিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি, ১৮৯৬ সালে প্রকাশ্যভাবে হার্ভার্ডের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় সদস্য ও দর্শনশাস্ত্রে লব্ধপ্রবেশ গ্রাজুয়েট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার অল্প দিন পরেই তাঁহাকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন।

এই সময়ে মিসেস্ ওলীবুলের গৃহে একদিন আহারের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে হার্ভার্ডের বিশ্ববিখ্যাত দর্শনাধ্যাপক প্রফেসর উইলিয়ম জেম্‌সের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ভোজনান্তে একটি নিভৃত কক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজনের আলাপ হইয়াছিল। নিশীথ রজনীতে তাঁহারা কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া উঠিলেন। জেম্‌স্ সাহেব চলিয়া গেলে ওলীবুল এই দুই মনস্বী ব্যক্তির আলাপের ফল কি হইল জানিবার জন্য স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "স্বামিজী অধ্যাপক জেম্‌স্‌কে আপনার কেমন বোধ হইল ?" তিনি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন A very nice man, a very nice man (বেশ লোক, খাসা লোক)। বলিবার সময় nice কথাটার উপর একটু জোর দিলেন। তিনি কি অর্থে ঐ কথাটির ব্যবহার

করিয়াছিলেন কে জানে! যাহাহউক পরদিন তিনি মিসেস্ ওলীবুলের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন "You may be interested in this (এটা পড়ে দেখ)। মিসেস্ বুল আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন প্রফেসর জেম্‌স্ দুই চারিদিন পরে স্বামিজীকে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন ও তাঁহাকে Master (আচার্য্য) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। স্বামিজীর প্রতি অধ্যাপকের শ্রদ্ধা তাঁহার আরও অনেক লেখায় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কতবার তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত "That paragon of Vedantists" (বৈদান্তিক শিরোমণি) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'The Variety of Religious Experience' নামক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থে অদ্বৈততত্ত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামিজীর কথা লিখিয়াছেন এবং তৎপ্রণীত "The Energies of man" নামক সুবিখ্যাত প্রবন্ধে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বিষয় বলিয়াছেন যিনি স্নায়বিক পীড়া আরোগ্যের জন্য স্বামিজী-উপদিষ্ট রাজযোগ অভ্যাস করিয়া শুধু দৈহিক ও মানসিক উন্নতি নহে পরন্তু আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন প্রবন্ধোক্ত এই অধ্যাপক আর কেহ নহেন—স্বয়ং মিঃ জেম্‌স্।

স্বামিজী এসময়ে নিজে ইচ্ছামাত্র পীড়া আরাম করিতে পারিতেন, তবে সচরাচর ঐ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেন না। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের বিষয় জানা গিয়াছে যাঁহার উপর দয়াপরবশ হইয়া তিনি 'হে ফিবার' নামক এক প্রকার কঠিন জাতীয় জ্বররোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন। অনেকদিন পরে ঐ স্ত্রীলোকটি স্বামিজীর একজন শিষ্যকে এ সম্বন্ধে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন:—

"বন্ধুটির বাটীতে বাসকালে আমি জ্বরে (Hay Fever) পড়িলাম। সে বড় বিষম জ্বর। আমায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার অসুখ সারাইয়া দিব ?" —আমি বলিলাম "তা যদি পারেন তবে বড় সুখের বিষয় হয়।" এই কথা শুনিয়া তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন ও আমার হাত দুখানি তাঁহার হাতের তালুর উপর রাখিতে বলিলেন। আমি ঐরূপ করিলে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার হাত দুটি শীতল হইয়া আসিল এবং বোধ হইল তিনি যেন কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছেন। কতক্ষণ পরে (অল্প কি অধিক বলিতে পারি না) তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন ও উঠিয়া দ্রুতগতি গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে আমার জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছে।"

এইরূপ আরোগ্য-বিধানের সূক্ষ্মতত্ত্বটি স্বামিজী ১৮৯৫ সালের ২০শে মে তারিখে তাঁহার এক গুরুভাইকে একখানি পত্রে জানাইয়াছিলেন—

"এবার একটি আশ্চর্য্য বিষয় বলি শোন। যখন তোমাদের কাহারও কোন পীড়া হইবে তখন সে নিজে বা আর কেহ তাহার মূর্ত্তিটাকে বেশ করিয়া মনে মনে ধ্যান করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবে সে নীরোগ, তার কোন অসুখ নাই। দেখিবে সে নিশ্চয় সারিয়া উঠিবে। যাহার পীড়া হইয়াছে তাহাকে না জানাইয়াও বা সে শত শত ক্রোশ দূরে থাকিলেও এই উপায়ে তাহাকে আরোগ্য করা যায়। কথাটা মনে রেখো।"

স্বামিজী যে কেবল ধর্ম্মতত্ত্ব-পিপাসু লোকদিগের সহিত মিশিতেন

তাহা নহে, অন্যান্য বিভাগের অনেক বড় বড় লোকের সহিতও তাঁহার আলাপ ছিল। তাঁহারা সকলেই তাঁহার সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি বিষয়ক গভীর জ্ঞান দর্শনে চমৎকৃত হইতেন। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার চিকাগো মহাসভায় আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই তিনি বিখ্যাত তড়িৎযন্ত্রোদ্ভাবক প্রফেসর এলাইশা গ্রের (Elisha Grey) 'হাইল্যাণ্ড পার্ক' নামক সুরম্য ভবনে একটি নিরামিষ ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভাটি প্রধানতঃ স্বামিজীর সম্বর্দ্ধনার জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানাচার্য্যসমূহ সমবেত হইয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে তথায় 'ইলেক্‌ট্রিক্যাল কংগ্রেস' এর অধিবেশন উপলক্ষে জগতের চতুর্দ্দিক হইতে বৈজ্ঞানিক বুধমণ্ডলীর সমাগম হয়। স্বামিজী এই দিন যে সকল মহৎ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হন তাহার মধ্যে ছিলেন স্যার উইলিয়ম টম্‌সন (যিনি পরে লর্ড কেলবিন নামে বিখ্যাত হন), প্রফেসর হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌ (Helmholtz) ও অ্যারিটন হপিট্যালিয়া (Ariton Hopitallia)। বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার তড়িৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন এবং বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনায় তাঁহার চমৎকার উত্তর প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া সবিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

স্বামিজীর যে সকল বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত তিনি আমেরিকায় আরও বিস্তর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেগুলি এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। ১৮৯৩ সালে তিনি চিকাগো সহরে ও তাহার আশেপাশে অন্যান্য স্থানে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন এবং পর বৎসর সমস্ত দেশময় বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। ঐ সালে

(১৮৯৪) তিনি কিয়ৎকাল গার্ণসীপরিবারের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারা তাঁহাকে গুরুবৎ মান্য করিতেন এবং তাঁহার জন্য অনেকগুলি ক্লাশ ও কথোপকথন-সভার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি Dr. Lyman Abbot (ডাঃ লাইমান্ আবট্) এর সহিত পরিচিত হন ও Outlook পত্রের সম্পাদকদিগের সহিত আহারার্থ নিমন্ত্রিত হন। ১৮৯৫ সালে মিসেস্ বারবার নামক বোষ্টনের একজন সমাজ-নেত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি Barber Lectures নামে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এমিস্‌কোয়াম (Amisquam)এ তিনি দুইবার মিসেস্ ব্যাগ্‌লীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সালে মধ্যে মধ্যে অবসর গ্রহণ, একটি সাধারণ বক্তৃতা ও কতকগুলি কথোপকথন-ক্ল্যাস করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ সালের জানুয়ারী হইতে এপ্রেল পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার স্বকীয় নিউইয়র্কস্থ বাসভবনে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং তাহার পরের মাসে Mott's Memorial Building নামক স্থানে 'The Science of Religion and the Rationale of Yoga' (ধর্ম্মবিজ্ঞান ও যোগের সারতত্ত্ব) নামক দুইটী বক্তৃতা দিয়া তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতার উপসংহার করেন।

তাঁহার বক্তৃতাসমূহ সাধারণতঃ খুব সরস, হৃদয়গ্রাহী, প্রেমব্যঞ্জক ও কবিত্বপূর্ণ হইত, কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি ওদেশের সমাজের দোষ ও ত্রুটি দেখাইয়া তীব্র কশাঘাত করিতেন। তখন আর তাঁহার কোন খেয়াল থাকিত না। ঐ সকল কথা সত্য হইলেও লোকের প্রীতিকর হইবে কিনা ভাবিয়া দেখিতেন না। কারণ কাহারও মুখ

চাহিয়া কথা বলা কোনও কালে তাঁহার অভ্যাস ছিল না। একবার তিনি বোষ্টনের এক বৃহৎ সভায় 'আমার গুরুদেব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া দেখিলেন শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশই বিষয়ী নরনারী—তাহাদিগের মুখে প্রতারণা, নির্ম্মমতা, সৎ বিষয়ের প্রতি সহানুভূতির অভাব এবং কপটতার চিহ্ন পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল এরূপ হীনবুদ্ধি শ্রোতৃবর্গের নিকট ত্যাগী-সম্রাট শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের মহনীয় চরিত্র কীর্ত্তন করা নিতান্ত গ্লানিজনক, কারণ, তাহাদিগের পক্ষে তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করা অসম্ভব। অমনি তিনি বক্তব্য বিষয় ছাড়িয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য-বিষয়-তৃষ্ণা ও হেয় ইন্দ্রিয় লালসার কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। সে মর্ম্মন্তুদ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া শত শত শ্রোতা রোষভরে সহসা সভা ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাহারা তাঁহার দেশের শিক্ষা ও সভ্যতাকে অন্ধকারা-চ্ছন্ন ও অসভ্য বলিয়া বরাবর গালি দিয়া আসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক দুর্ব্বলতা ও হীনতাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া দেখাইতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে সংবাদপত্রসমূহে এই বক্তৃতা লইয়া নানারূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইল। একদল তাঁহার নির্ভীকতা ও অকপটতার খুব সুখ্যাতি করিল, আর একদল তাঁহার উপর খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিল। শত্রুপক্ষের কেহ কেহ রটাইল তিনি আমেরিকার রমণী সমাজের উপর আক্রমণ করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামিজীর কোন লেখায় বা বক্তৃতায় আমেরিকান রমণীগণের বিরুদ্ধে একটী কথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং প্রশংসার কথা অনেক আছে।

১৮৯৪ সালের শেষভাগে বোষ্টনে ওলীবুলের গৃহে অবস্থানকালে তিনি তদনুরোধে কেম্ব্রিজবাসিনী রমণীগণের সমক্ষে 'হিন্দু রমণীর আদর্শ' (Ideals of Indian Women) নামে একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি স্বদেশানুরাগব্যঞ্জক ও গভীরভাবপূর্ণ। ইহাতে তিনি ভারতীয় নারীজাতির সুচারিত্র্য ও মাতৃত্বের মহিমময় আদর্শের প্রভূত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে ওদেশে ভারতীয় নারীদিগের হীনাবস্থা সম্বন্ধে যে সকল গল্প প্রচারিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ কল্পিত ও ভিত্তিহীন। স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণে সভার বিদুষী শ্রোতৃবৃন্দ এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে পরবর্ত্তী খৃষ্টমাসের সময় তাঁহার অজ্ঞাতসারে মেরী-অঙ্ক-সুশোভিত বালক-খৃষ্টের একটি সুন্দর চিত্রের সহিত নিম্নলিখিত পত্রখানি তাঁহার জননীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন—

"স্বামী বিবেকানন্দের পূজনীয়া জননীর প্রতি—

ঠাকুরাণি !

আজি মেরীপুত্র ভগবান যীশুর জন্মদিন। সেই মহাপুরুষ জগতে যে অমূল্য রত্ন বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আজি চতুর্দ্দিকে আনন্দের রোল উঠিতেছে। এই শুভক্ষণে আমরা আপনাকে অভিবাদন করিতেছি, কারণ আপনার পুত্র এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি এখানে 'ভারতে মাতৃত্বের আদর্শ' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে বলেন যে এখানকার আবাল বৃদ্ধবনিতার কল্যাণার্থ তিনি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা কেবল আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে। সেদিন যাঁহারা তাঁহার

কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহার জননীকে অর্চ্চনা করিলে দিব্যশক্তি ও আত্মোন্নতি লাভ হয়।

হে পুণ্যচরিত্রে, আপনার জীবনের কার্য্যসমূহ আপনার সন্তানের চরিত্রে প্রতিফলিত। সেই মহৎকার্য্যের মাহাত্ম্য সম্যক উপলব্ধি করিয়া আমরা আপনার প্রতি আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করুন। আশা করি এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধা-উপহার সকলকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে জগতে ভ্রাতৃভাব, একপ্রাণতা ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা অচিরে অবশ্যম্ভাবী।"

এই বক্তৃতা সম্বন্ধে মিসেস্ ওলীবুল লিখিয়াছেন "* * * তিনি বেদ, সংস্কৃতসাহিত্য ও নাটকাদি হইতে এই সকল আদর্শের উদাহরণ উদ্ধৃত করিলেন এবং বর্ত্তমান কালের যে সকল রীতি পদ্ধতি ভারতীয় নারীজাতির উন্নতির অনুকূল ও সহায়ক তাহা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বশেষে অতীব শ্রদ্ধাসহকারে স্বীয় জননীর উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। বলিলেন যে, জননীর নিঃস্বার্থ প্রেম ও পূতচরিত্র উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়াতেই তিনি সন্ন্যাসজীবনের অধিকারী হইয়াছেন এবং তিনি জীবনে যে কিছু সৎকার্য্য করিয়াছেন সমস্তই সেই জননীর কৃপাপ্রভাবে।"

স্বামিজীর এই একটা বিশেষত্ব ছিল যে তিনি যেথানেই যাইতেন, আবশ্যক হইলে, মুক্তকণ্ঠে স্বীয় গর্ভধারিণীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার একজন মহিলা-বন্ধু কয়েক সপ্তাহ তাঁহাদের উভয়েরই পরিচিত এক বন্ধুগৃহে তাঁহার সহিত একত্র যাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "স্বামিজী প্রায় তাঁর মাতার কথা বলিতেন। আমার মনে আছে তিনি তাঁহার জননীর অদ্ভুত আত্মসংযমের কথা

বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে আর কোন রমণীকে তিনি কখনও তাঁহার মাতার ন্যায় দীর্ঘকাল উপবাস করিতে দেখেন নাই। তিনি নাকি একবার উপর্য্যুপরি চৌদ্দদিন উপবাস করিয়াছিলেন।"

স্বামিজীর ভক্তেরা তাঁহার মুখে কতবার শুনিয়াছেন—'It was my mother who inspired me to this. Her character was a constant inspiration to my life and work.'

দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডভ্রমণ।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রেল তারিখে শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামী ইংলণ্ডে পৌছিয়া মিঃ ই, টি, ষ্টার্ডির বাটীতে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন এবং তদবধি সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্বামিজী ইংলণ্ডে তাঁহাকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, কারণ গত কয় বৎসরের মধ্যে তিনি গুরুভ্রাতাগণের কাহাকেও দেখেন নাই। এক্ষণে সারদানন্দ স্বামীর নিকট আলামবাজারের মঠের কথা, অন্যান্য গুরুভ্রাতাদিগের কথা ও ভারতবর্ষের আরও অনেক সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে অনেক প্রথিতনামা ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এবং বিবিধ-ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়নশীল পণ্ডিত প্রত্যহ স্বামিজীকে দেখিতে আসিতেন এবং তিনি তাঁহাদিগের সহিত ভারতীয় দর্শন, বর্ত্তমান জগতের সহিত উহার সম্বন্ধ এবং নানাবিধ যোগপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। ক্রমে এখানে অনেক লোক আসিতে লাগিল এবং এই নব-আলোক সাহায্যে মনুষ্য জীবনের সমস্যাপূরণ সম্বন্ধে নূতনতর চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল।

মে মাসের প্রথমে স্বামিজী রীতিমত 'ক্লাস' খুলিয়া 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। সে আত্মভাবে অনুপ্রাণিত উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। সকলেই তাঁহার দার্শনিক জ্ঞানের অসাধারণ গভীরতা স্বীকার করিল, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার দেবদুর্লভ চরিত্র তাহাদিগের হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবের উন্মেষ করিয়া দিল।

মে মাসের শেষে তিনি "পিকাডিলি" নামক স্থানে Royal Institute of Painters in Water-Coloursএর একটী গ্যালারীতে রবিবাসরীয় উপদেশের ব্যবস্থা করিলেন এবং The necessity of Religion (ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা), A Universal Religion (সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম) এবং The Real and the Apparent man (মনুষ্যের প্রকৃত ও আভাসিক স্বরূপ বা বাহিরের মানুষ ও ভিতরের মানুষ) এই ৩টী বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতায় বড় সুফল ফলিল। সুতরাং অনেক লোকের অনুরোধে তাঁহাকে জুন মাসের শেষ হইতে জুলাইএর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে Princess Hall নামক স্থানে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। ভক্তিযোগ, Renunciation (ত্যাগ) এবং Realization (অনুভূতি) নামক ৩টী বক্তৃতা এইখানে প্রদত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে ৫টী ক্লাস ও প্রতি শুক্রবারে একটী প্রশ্নোত্তর-ক্লাস খুলিয়া উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। জ্ঞানযোগ ব্যতীত স্বামিজী রাজযোগ ও পরে ভক্তিযোগ সম্বন্ধেও অনেক উপদেশ দেন। এই বক্তৃতাগুলি গুডউইন সাহেব কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বহু সংখ্যক লোক তাঁহার আবাসস্থানে শিক্ষাগ্রহণ করিতে আসিতেন এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন ও তৎসমূহ নিজ নিজ পত্রে প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ইংলণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা চমৎকৃত হইল।

কিন্তু এইখানেই তাঁহার কার্য্য শেষ হইল না। উপরোক্ত

কার্য্য ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক কার্য্য ছিল। অনেক সময়ে লোকের বাটীতে ও অনেক সুপ্রসিদ্ধ সভাসমিতিতে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইত। এই সময়ে স্বামিজী শ্রীমতী আনি বেশান্তের আহ্বানে তাঁহার এভেনিউ রোডস্থ ভবনে 'ভক্তি' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন (এই সভায় কর্ণেল অলকট্ও উপস্থিত ছিলেন) এবং ১৭নং হাইড্ পার্ক গেটে মিসেস মার্টিনের আবাসে 'আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুদিগের ধারণা' (The Hindu Idea of Soul) নামক একটী বক্তৃতা দেন। এই সভায় অনেক এমেরিকান ও প্রচ্ছন্নভাবে রাজ-পরিবারের কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর স্বামিজী মিসের হণ্টের নটিংহিল গেটস্থ ভবনে এবং উইম্‌বিল্‌ডন্ নামক স্থানে একটী বৃহৎ সভায় এবং ঐরূপ আরও অনেকগুলি বড় বড় সভায় বক্তৃতা দেন। সিসেম ক্লাব নামক মহিলাদিগের একটী ক্লাবে তিনি 'Education' নামক একটী বক্তৃতায় ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করিয়া বলেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করা নহে, মানব-চরিত্র গঠন করাই উহার প্রকৃত ও একমাত্র উদ্দেশ্য। Canon Haweist নামক Anglican চার্চ্চের একজন নেতা এই সময় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং তাঁহার সহিত আলাপে বড় প্রীত হন। ইনিও শীকাগো পার্লিমেণ্টে একজন প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন এবং স্বামিজীকে দেখিয়া অবধি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এখনে তিনি স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিয়া এত মুগ্ধ হন যে স্বয়ং St. James Chapelএ তৎসম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা দেন। ক্যানন উইলবারফোর্সও তাঁহাকে মহাসমাদরে নিজ আলয়ে

নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার সম্মানার্থ অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটী সভা করেন।

মিঃ এরিক হ্যামণ্ড লিখিয়াছেন—

"Clubs, societies, drawing rooms opened their doors to him. Sets of students grouped themselves together in this quarter and that and heard him at appointed intervals. His hearers, hearing him longed to hear further."

এইরূপ একটী সভায় তাঁহার বক্তৃতান্তে জনৈক প্রাচীন পলিত-কেশ দার্শনিক পণ্ডিত তাঁহাকে বলেন 'আপনি বড় সুন্দর বলিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু আপনি নূতন ত কিছু বলেন নাই।' স্বামিজী মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন 'বন্ধু, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা আর কিছুই নহে—সত্য—এই সত্য হিমাদ্রির ন্যায় প্রাচীন, মনুষ্যজাতির ন্যায় প্রাচীন, সৃষ্টির ন্যায় প্রাচীন, ও স্বয়ং পরমেশ্বরের ন্যায় প্রাচীন। যদি আমি উহা আপনাকে এমন কথায় বলিয়া থাকি যাহাতে আপনার মনে চিন্তার উদয় হয় এবং আপনি সেই চিন্তানুযায়ী জীবন যাপন করিতে পারেন তাহা হইলে কি আমি উহা বলিয়া ভাল করি নাই?' অমনি চতুর্দ্দিক হইতে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসাধ্বনি ও করতালি নিনাদ শ্রুত হইল। ইহা হইতেই বুঝা যায় শ্রোতৃবর্গ তাঁহার কথায় কতদূর আস্থা স্থাপন করিতেন। একজন মহিলা সেই সময়ে ও পরে আরও অনেকবার বলিয়াছিলেন :—'আমি সারা জীবন গির্জ্জায় প্রার্থনাদি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সে সমস্ত এত বৈচিত্র্যহীন ও প্রাণশূন্য যে আমার নিকট আদৌ তৃপ্তিকর বা

ফলপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। আমি সেগুলি শুনিতে যাইতাম শুধু আর সকলে যাইত বলিয়া। কিন্তু স্বামিজীর উপদেশ শ্রবণাবধি আমার ধর্ম্মজীবনে নূতন আলোক-স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন ইহা সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার একটী নূতন আনন্দজনক অর্থ উপলব্ধি হইতেছে। বলিতে কি, আমার পূর্ব্বজীবন যেন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।'

অনতিকালমধ্যে গ্রেট বৃটেন ও আয়র্লণ্ডস্থিত ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ স্বামিজীকে আপনাদিগের নেতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং ১৮ই জুলাই একটী Social Conference (সামাজিক মিলনসভা) করিয়া তাঁহাকে সভাপতির পদে বরণ করিলে তিনি এখানে "The Hindus and their needs" (হিন্দুদিগের প্রয়োজন কি?) নামক একটী বক্তৃতা দেন।

এই সময়ে স্বামিজী অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এমন কি এত কার্য্যের মধ্যেও তিনি ষ্টার্ডি সাহেবের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তৎকৃত 'নারদ ভক্তি সূত্রে'র ইংরাজী অনুবাদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই পুস্তক স্বামিকৃত বিশদ ব্যাখ্যাসহ এই সময়ে প্রকাশিত ও সাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হয়।

লণ্ডনে অবস্থান কালে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলরের সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ। ১৮৯৬ সালের ২৮শে মে তারিখে মোক্ষমুলরের বিশেষ আমন্ত্রণে স্বামিজী তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হন। ৺কেশবচন্দ্র সেনের জীবনের শেষভাগে ধর্ম্মমতের এত পরিবর্ত্তনের কারণ কি অনুসন্ধান করিতে গিয়া মোক্ষমুলর প্রথম পরমহংসদেবের কথা জানিতে পারেন এবং

তদবধি তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও তাঁহার জীবনী ও উপদেশাবলীর পক্ষপাতী হয়েন। এক্ষণে স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন 'অধ্যাপক মহাশয়, আজ কাল সহস্র সহস্র লোক রামকৃষ্ণদেবের পূজা করিতেছে।' অধ্যাপক উত্তর দিলেন 'ইঁহার মত লোককে যদি পূজা না করিবে, ত কাহাকে আর করিবে'? ভট্ট মোক্ষমূলর মহা বেদান্তী ছিলেন এবং ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামিজীকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অক্সফোর্ডের অনেক কলেজ ও বডলীয়ান লাইব্রেরী দেখাইয়াছিলেন এবং বিদায়কালে রেলওয়ে ষ্টেসন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইহার কারণ তিনি বলিয়াছিলেন 'রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যের সহিত ত আর প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় না।' পাঠকগণ স্বামিজীর লিখিত ব্রহ্মবাদিন্ কাগজে প্রকাশিত ৬ই জুন তারিখের (১৮৯৬) পত্র পাঠ করিলে এই সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ ও মোক্ষমূলর সম্বন্ধে স্বামিজীর মত জানিতে পারিবেন। উক্ত পত্র খানি 'ঊনবিংশতি শতাব্দী' (Nineteenth Century) নামক সাময়িক পত্রে মোক্ষমূলর লিখিত 'A Real Mahatma' (একজন প্রকৃত মহাত্মা) শীর্ষক পরমহংসদেববিষয়ক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পরে লিখিত হয়। মোক্ষমূলর স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনারা তাঁহাকে (পরমহংসদেবকে) জগতের নিকট পরিচিত করিবার কি চেষ্টা করিতেছেন?" এবং পরমহংস-দেব সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলেন যে বিস্তৃত বিবরণ পাইলে তিনি তাঁহার একখানি বড় জীবনী লিখিতে পারেন। স্বামিজী ইহা শ্রবণ করিয়া সারদানন্দ স্বামীকে

পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবনসম্বন্ধে যতদূরসম্ভব ঘটনা সংগ্রহ করিবার ভার প্রদান করেন। এইগুলি অবিলম্বে সংগৃহীত হইয়া মোক্ষমূলরকে দেওয়া হয় এবং তিনি তদবলম্বনে 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশাবলী' (The Life & Sayings of Sri Rama Krishna) নামক একটী সুন্দর পুস্তক রচনা করেন।

এই সময়ে স্বামিজীর মন নিরন্তর আধ্যাত্মিকভাবে বিভোর থাকিত। তিনি ৬ই জুনের পত্রে আমেরিকায় লেগেট সাহেবকে লিখিয়াছিলেন—" You will be pleased to know that I am also learning my lessons every day in patience and, above all, in sympathy. I think I am beginning to see the Divine, even inside the haughty Anglo Indians. I think I am slowly approaching to that state when I would be able to love the very "Devil" himself, if there were any.

At twenty I was the most unsympathetic, uncompromising fanatic ! I would not walk on the footpath, on the theatre-side of the streets in Calcutta. At thirty-three I can live in the same house with prostitutes and never would think of saying a word of reproach to them. Is it degenerate ? Or is it that I am broadening out into that Universal Love which is the Lord Himself ?"

["তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বোপরি, সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, উদ্ধতস্বভাব এংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান্ রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি

কর্‌তে আরম্ভ করেছি। যেন ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্চি, যেখানে, শয়তান বলে যদি কেউ থাকে, তাকে পর্য্যন্ত ভালবাস্‌তে পার্‌বো।

বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলুম্ যে, কারও সঙ্গে সহানুভূতি কর্ত্তে পারতুম্ না—আমার ভাবের বিরুদ্ধ হ'লে কারও সঙ্গে বনিয়ে চল্‌তে পারতুম্ না—কল্‌কাতায় যে ফুটপাথে থিয়েটার, সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে পর্য্যন্ত চল্‌তুম্ না। এখন তেত্রিশ বছর বয়স—এখন বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়ীতে বাস কর্‌তে পারি—তাদের তিরস্কার কর্‌বার কথা একবার মনেও হবে না। এটা কি অবনতি?—না হৃদয় ক্রমশঃ উদার ও প্রশস্ত হয়ে অনন্ত প্রেমরূপী শ্রীভগবানের দিকে আমায় নিয়ে চলেছে?"]

ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ ও জনসাধারণ পুরাতন পন্থার বড় ভক্ত। কোন নূতন মত সহজে গ্রহণ করিতে চাহেন না। কিন্তু ইঁহারাও মুক্তকণ্ঠে স্বামিজীর ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

'দি লণ্ডন ডেলী ক্রণিকল্' নামিক পত্র ১৮৯৬ সালের ১০ই জুন লিখিয়াছিল—

"স্বামিজী একজন বিখ্যাত বেদান্তবাদী। তাঁহার আচরণ, অনন্যসাধারণ আকৃতি, গভীর দার্শনিক তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রণালী, ও ইংরাজীভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিলে বুঝা যায়, কেন আমেরিকা-বাসিগণ তাঁহাকে এত সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি নাম যশঃ ও পার্থিব সুখভোগের বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহাকে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায় না, কারণ তিনি

স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সকল ধর্ম্ম হইতেই কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়াছেন।”

কান্ট্রি হাউস ম্যাগাজিনও লিখিয়াছিলেন :—

“লণ্ডন নগরে কত প্রকারের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বোধ হয়, যে দার্শনিক যুবক চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর দর্শনযোগ্য আর কোন ব্যক্তি বর্ত্তমানে এস্থানে উপস্থিত নাই। বেদান্তদর্শনবিষয়ক বক্তৃতাসম্বলিত তাঁহার দুই তিন খানি পুস্তক সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে যে গূঢ়তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, এক আধবার মাত্র পড়িয়া তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। প্রবন্ধগুলির ভাষা প্রাঞ্জল ও সংযত এবং ভাব হৃদয়গ্রাহী। যুবক ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ নামে আপনার পরিচয় দেন। তাঁহার বিশ্বাস যে তিনি জগৎকে নূতন কথা শুনাইবার জন্য আসিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের স্থূলমর্ম্ম ‘সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম’।”

আর একজন সংবাদপত্র-সম্পাদক লিখিতেছেন—

“এখানকার মনীষী ও চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি অদ্ভুত যুক্তিপূর্ণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি তন্মধ্যে কেহ কেহ বহুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।”

এই সময়ে স্বামিজী ইংলণ্ডে যে অত্যদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার সম্যক বিবরণ প্রদান এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব, তবে তিনি সমুদয় ইংরাজজাতির মধ্যে যে একটী আন্দোলন উপস্থিত

করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক, অনেকানেক বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক তাঁহার ধর্ম্মসিদ্ধান্তের নূতনত্বে ও সার্ব্বভৌমিকত্বে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় সমাজের উচ্চচিন্তাশীল নরনারীর হৃদয়ে তৎপ্রচারিত ধর্ম্মভাব দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সকলেই বুঝিয়াছিল যে, চিন্তাজগতে এক নব অভ্যুদয় হইতেছে এবং অনেকে মনে করিয়াছিল বুঝি তাঁহার নামে একটী নবসম্প্রদায় সৃষ্ট হইবে। কিন্তু তিনি বলিতেন 'আমি দল গড়িতে আসি নাই, আমি শুধু প্রচারক ও সন্ন্যাসী মাত্র।' এই ভাবেই এখনও ইংলণ্ডে অদ্বৈত-প্রচার কার্য্য চলিতেছে। কে জানে হয়ত এমন দিন আসিবে যেদিন ইংলণ্ডের সমুদয় ধর্ম্মচিন্তা ভারত-নির্দ্দিষ্ট পথেই প্রবাহিত হইতে থাকিবে এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সফল হইবে।

এই সময়ে মিস্ এচ্ মুলার, মিস্ মার্গারেট নোব্ল, মিঃ ই, টী, ষ্টার্ডি এবং মিঃ ও মিসেস সেভিয়র স্বামিজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন। ইহার মধ্যে প্রথম তিন জনের সহিত তাঁহার প্রথমবার ইংলণ্ড ভ্রমণকালে পরিচয় হয় ও সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কেবল সেভিয়র দম্পতী এইবারে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহারা দুজনেই স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিয়া একই সময়ে মনে করিয়াছিলেন 'ইনিই সেই ব্যক্তি এবং এই সেই ধর্ম্ম যাহা আমরা যাবজ্জীবন খুঁজিয়া বেড়াইতেছি'। বাস্তবিক তাঁহারা স্বামিজীর চরিত্র-সৌন্দর্য্যে ও তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈত-তত্ত্বের মহিমায় জগৎ সংসার বিস্মৃত হইয়াছিলেন। স্বামিজী প্রথম দর্শন হইতেই মিঃ

দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডভ্রমণ।

সেভিয়ারকে 'পিতাজী' ও মিসেস সেভিয়ারকে 'mother' 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। অদ্যাবধি মঠের সকলে মিসেস সেভিয়ারকে সেই মধুর সম্ভাষণে সম্বোধন করিয়া থাকেন।

ইউরোপ ভ্রমণ।

এইরূপে জুলাই মাস পর্য্যন্ত স্বামিজী ইংলণ্ডে বক্তৃতাদি দিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে গ্রীষ্মের অবকাশ (Holidays) আরম্ভ হইল এবং ছাত্র ও ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই রাজধানী ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীর বা শৈলাবাসে গমন করিতে লাগিলেন। স্বামিজীও অতিরিক্ত পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং সেভিয়ার-দম্পতী ও শ্রীমতী মুলারের আগ্রহাতিশয্যে ইউরোপভ্রমণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং নিজেই সুইজরলণ্ড দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তুষারাবৃত গিরিবর্ত্মে ভ্রমণ করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বড়ই বলবতী হইয়াছিল। আবার সেই প্রব্রজ্যার দিনগুলি স্মৃতিপথে উদ্দিত হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে জেনিভা যাত্রা নির্দ্ধারিত হইল। জেনিভা প্রকৃতির লীলাভূমি ও প্রোটে-ষ্ট্যাণ্ট রিফরমেশনের একটী প্রধান কেন্দ্র এবং সেই সময়ে সেখানে সুইজরলণ্ড দ্রব্যজাতের একটী প্রদর্শনী হইতেছিল। অদূরে বিখ্যাত চিলন দুর্গ এবং চতুষ্পার্শ হ্রদগিরিসুশোভিত। স্বামিজী বলিলেন 'আমি মল্লং শিখর ও সৌন্দর্য্যের চিরনিকেতন চামুনীজ গ্রাম দেখিব। আর সর্ব্বাগ্রে একটী হিমনদী (Glacier) অতিক্রম করিব।'

এইরূপ স্থির হইলে জুলাই মাসের শেষাশেষি একদিন স্বামিজী শিষ্যত্রয় সমভিব্যাহারে লণ্ডননগরী ত্যাগ করিলেন। ক্যালে হইয়া তাঁহারা পারি নগরীতে পৌঁছিলেন এবং তথায় একরাত্রি যাপন

করিয়া পরদিন জেনিভাতে উপস্থিত হইলেন। এখানে একটী মনোহর হ্রদোপরিস্থ হোটেলে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী এস্থানের সুনীল জলরাশি, শীতলবায়ু, উন্মুক্ত আকাশ ও চিত্রাঙ্কিতবৎ গৃহাদি ও ক্ষেত্রশোভা সন্দর্শন করিয়া অতিশয় পুলকিত হইলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়াই তিনি প্রদর্শনী দেখিতে গেলেন এবং দিবসের অধিকাংশ ভাগ তথায় যাপন করিলেন। প্রদর্শনীতে স্থানীয় শিল্পকলা, বিশেষতঃ কাষ্ঠের কারুকার্য্য দর্শনে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি সেভিয়ারদম্পতীকে সঙ্গে লইয়া ব্যোমযানে আরোহণ করেন। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ-মার্গে বিচরণ করিতে করিতে সূর্য্যাস্ত ও সান্ধ্যশোভা দর্শন করিয়া তিনি বড়ই প্রীতি অনুভব করিলেন। নিম্নে জেনিভা নগরী একখানি মানচিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। স্বামিজীর আরও ঊর্দ্ধে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠিল না।

জেনিভাতে তাঁহারা তিন দিন ছিলেন। এখানকার স্নানশালায় স্নানাদি সমাপন করিয়া ও চিলনদুর্গ দেখিয়া তাঁহারা চামুনীজের নিভৃত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে গমন করিলেন। চামুনীজ জেনিভা হইতে ৪০ মাইল। এই স্থানের নিকটে আসিতে আসিতে সুবিখ্যাত আল্পস্ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মন্ব্লংএর অতুলনীয় শোভা দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন 'এমন কি হিমালয়েও এমন সৌন্দর্য্য নাই।' অভ্রভেদী হিমালয়ের তুলনায় আল্পস্ একটী ক্ষুদ্র গিরিখণ্ড বলিলেও চলে। কিন্তু হিমালয়ের নীহারমণ্ডল বহুদূরে অবস্থিত। অহরহ ক্রমাগত চলিলেও তাহার নিকটে পৌঁছান

যায় না। কিন্তু এস্থানটী চতুর্দ্দিকেই হিমানীবেষ্টিত। মনে হয় যেন হিমপুঞ্জের মধ্যে বসিয়া আছি। মন্ব্লং শিখরের উপর আরোহণ করিতে তিনি বড়ই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন কিন্তু হোটেলে আসিয়া গাইড অর্থাৎ পথপ্রদর্শকদিগের নিকট শুনিলেন যে নিপুণ পর্ব্বতবাসী ব্যতীত কেহই ওখানে উঠিতে পারে না। স্বামিজী ইহাতে বড় নিরাশ হইলেন। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে ঐ স্থানের দুরারোহ শৈলসংস্থান দেখিয়া তিনি স্বীকার করিলেন যে ঐ স্থানে গমন বিপদসঙ্কুল ও দুঃসাধ্য বটে। যাহা হউক তিনি এক্ষণে যেরূপেই হউক, একটী হিমনদী অতিক্রম করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, কারণ তাঁহার মনে হইল ইহা না হইলে তাঁহার সুইজরলণ্ড ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সৌভাগ্যক্রমে বিখ্যাত 'মার্দেগ্লেস' (Mar de Glace) নামক হিমনদী নিকটেই ছিল। সুতরাং স্বামিজী কয়েক দিন পরে স্বদলে সেখানে যাত্রা করিলেন। তবে যাত্রাটী প্রথমে তিনি যেরূপ সুখসাধ্য কল্পনা করিয়াছিলেন সেরূপ হইল না। মধ্যে মধ্যে পদস্খলন হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি গভীর পার্ব্বত্যপরিখা ও পর্ব্বতগাত্রের শ্যামলশ্রী তাঁহার প্রাণে প্রচুর আনন্দ ঢালিয়া দিল। হিমনদীটি অতিক্রম করিয়াই একটী প্রকাণ্ড চড়াই আছে। তাহাতে আরোহণ করিলে তবে উপরিস্থ গ্রামে পৌছান যায়। এই চড়াইয়ে উঠিতে উঠিতে স্বামিজীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও এরূপ দুর্ব্বলতা অনুভব করেন নাই। এই অবস্থায় কয়েকবার তাঁহার পদস্খলন হইল, কিন্তু অবশেষে কোনওরূপে শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন ও একপাত্র উষ্ণ কাফি পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলেন।

তারপর হিমালয়ের কথা এবং পুরাতন দিনের স্মৃতি সকল ধীরে ধীরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল এবং তিনি সহচরগণের নিকট সেই সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলেন। এইখানেই তিনি প্রথম চিরপ্রিয় হিমালয়-ক্রোড়ে একটী অদ্বৈত-আশ্রম স্থাপনের কল্পনা পরিব্যক্ত করেন। স্বপ্নের মত এই কল্পনা সেভিয়র সাহেবের মনে স্থান পাইল। তিনি সোৎসাহে কহিলেন 'যদি ইহা কার্য্যে পরিণত করা যায়, তবে কি সুন্দর হয়! আপনি ঠিক বলিয়াছেন এইরূপ একটা আশ্রম চাইই চাই।" পাঠক দেখিবেন এই শুভচিন্তা কালে কি ফল প্রসব করিয়াছিল।

চামুনীজ হইতে যাত্রীরা সেণ্টবার্ণার্ড নামক গ্রামে গমন করিলেন। ঊর্দ্ধে সুবিখ্যাত সেণ্টবার্ণার্ড পাশ নামক গিরিশঙ্কট, যাহার শিখরোপরি প্রসিদ্ধ আগষ্টিনীয় সন্ন্যাসীদিগের পান্থশালা। ইউরোপের মানব-অধ্যুষিত স্থলের মধ্যে এই স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ।

অতঃপর শ্রীমতী মুলারের অনুরোধে যাত্রীগণ কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী একটী নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিলেন। এস্থানের চারি পার্শ্বেই তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং এখানে মূর্ত্তিমতী শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজিত। এখানে উঁহারা দুই সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন এবং স্বামিজীর সহচরেরা তাঁহার মৌন ধ্যানভাব লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইলেন। এইখানেই একদিন স্বামিজী পর্ব্বতপথে ভ্রমণ করিতে করিতে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। তিনি উপনিষৎ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন কিন্তু ক্রমে সঙ্গীদিগের কিঞ্চিৎ পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ পর্ব্বতের এক অত্যুন্নত প্রদেশে তাঁহার যষ্টি প্রোথিত হইয়া যাওয়ায়

তিনি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং দৈববলে রক্ষা না পাইলে পার্শ্বস্থ গভীর খাতে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইতেন। বন্ধুরা এই ঘটনা শ্রবণাবধি আর কখনও তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাইতেন না।

এইখানে এক মন্দিরে একদিন তিনি সেভিয়ার-গৃহিণীকে কুমারী মেরীর পদে তাঁহার হইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে বলেন, কারণ তিনি বলিলেন "ইনিও ত মা!" তিনি স্বয়ংই পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু পাছে বিধর্ম্মী বলিয়া মন্দির স্বামী আপত্তি করেন এই ভাবিয়া নিরস্ত হয়েন।

এই সময়ে তিনি সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক লোকবিশ্রুত জর্ম্মন পণ্ডিত পল ডয়সন (Paul Deussen) একখানি বিশেষ অনুরোধ-লিপি দ্বারা তাঁহাকে আপন কিয়েলস্থ বাসভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সেই পত্রখানি লণ্ডনের ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল, পরে সেখান হইতে এই লোকলোচনের অন্তরালবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামে প্রতিপ্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্যগণের আরও অনেক স্থানে ভ্রমণের সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু এই পত্র প্রাপ্তে সে সকল আপাততঃ স্থগিত রাখিতে হইল। পল ডয়সন কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে স্বামিজীর বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া তাঁহাকে একজন মৌলিক-চিন্তাশীল ও প্রথমশ্রেণীর আধ্যাত্মিক-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, তিনি নিজে বেদান্তের পণ্ডিত এবং সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বামিজীর ন্যায় একজন উপযুক্ত উপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দর্শনাদিশাস্ত্র আলোচনার বড়ই অভিলাষী হইয়াছিলেন। স্বামিজীও অধ্যাপকের পত্র প্রাপ্তে

কিয়েল গমন মনস্থ করিলেন কিন্তু শিষ্যদিগের উপরোধে তাঁহাকে সুইজরলণ্ড-ভ্রমণ শেষ করিয়া যাইতে হইল। অতঃপর তাঁহারা লুসারণ গেলেন। এই স্থানে শ্রীমতী মুলার কার্য্যানুরোধে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

লুসারণে তাঁহারা দর্শনীয় সমুদয় বস্তু দেখিলেন এবং সেভিয়র সাহেব ব্যতীত সকলে রেলগাড়ী করিয়া রিগিপর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলেন। এস্থান হইতে জগতের মধ্যে একটী অতুলনীয় তুষার-বীথিকার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে এখানে তাঁহারা সুইস্ গার্ডদিগের সমাধিস্থান ও তদুপরিস্থ পর্ব্বতগাত্রে খোদিত এক অপরূপ নিদ্রিত সিংহমূর্ত্তি দর্শন করেন। এখান হইতে তাঁহারা রিউসনদীর উপরিস্থ দুইটী বিচিত্র পট-শোভিত সেতু অতিক্রম করেন। ইহারই একটি পটে 'শমনের তাণ্ডব নৃত্য' (The Dance of Death) অঙ্কিত আছে। পরে তাঁহারা লুসারণের মিউজিয়ম ও যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মমন্দিরে সুবিখ্যাত Vox Humana (মানব কণ্ঠ) নামক অর্গান যন্ত্র আছে তাহা দর্শন করেন। এই যন্ত্রমধ্য হইতে অবিকল মনুষ্য কণ্ঠোচ্চারিত শব্দ শ্রবণে স্বামিজী আমোদ বোধ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন বুঝি প্রকৃতই মনুষ্যের কণ্ঠ। অতঃপর তিনি ষ্টীমারে চড়িয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যবেষ্টিত লুসারণ হ্রদের উপর ভ্রমণ করিলেন। এইখানে উইলহেল্ম্ টেলের নামে উৎসর্গীকৃত একটী ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া সেই স্বদেশপ্রেমিকের জীবনকাহিনী তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। লুসারণ হ্রদের ধারে তিনি এক দিন খুব ঝাল লঙ্কা দেখিতে পাইলেন। পাশ্চাত্যদেশে গিয়া অবধি এরূপ লঙ্কা দেখেন

নাই। তাঁহাকে কতকগুলি কাঁচালঙ্কা চিবাইতে দেখিয়া বিক্রেতা অবাক্ হইয়া রহিল, কিন্তু তিনি মহা পরিতৃপ্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার এর চেয়ে আর ঝাল লঙ্কা আছে?'

লুসারণে শ্রীমতী মুলারকে বিদায় দিয়া স্বামিজী ও সেভিয়র দম্পতী জেমাট (Zematt) নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এটী সুইজরলণ্ড দেশের মধ্যে একটী অতি রম্য স্থান। এই স্থানে তাঁহার কর্ণারগ্রাট শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া মাটারহর্ণের দৃশ্য দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সেখানকার বায়ুমণ্ডলের সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন এই ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। অতঃপর সকলে সফহজেন নামক স্থানে রাইন-নদের জলপ্রপাত দেখিবার জন্য গমন করিলেন। এখানেও শিষ্যেরা তাঁহার মৌনভাব ও ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তি লক্ষ্য করেন। বোধ হয় নির্জ্জন পর্ব্বত-সহবাসে তাঁহার হৃদয়ে লোকাতীত শান্তি উপস্থিত হইয়াছিল।

এখান হইতে তাঁহার জর্ম্মণীর Heidelberg (হাইডেলবার্গ) সহরে গমন করেন। এখানে একটি প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় আছে। স্বামিজী তাহা দর্শন করিয়া জর্ম্মনজাতির বিপুল বিদ্যা, শিক্ষাপ্রণালী ও বিদ্যার্থীগণের বিদ্যার্জ্জনের সুযোগ দেখিয়া বিস্ময়াপ্লুত হইলেন। এখানে দুদিন থাকিয়া কবলেন্জ্ এ একরাত্রি যাপন করিলেন ও তৎপরদিবস ষ্টীমার যোগে রাইন নদবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে ২।৩ দিন পরে কলোন নগর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কলোনে তিনি কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া এখানকার সুবৃহৎ ভজনালয়, তন্মধ্যস্থ ধনাগার, ও সন্ন্যাসিনীগণের হস্তনির্ম্মিত অতুলনীয় রত্নমণ্ডিত ক্রশ ও আরও বহুবিধ দর্শনীয় বস্তু দেখিলেন।

তদনন্তর তাঁহার ইচ্ছাক্রমে বার্লিনযাত্রা করা হইল। যতই তাঁহারা জর্ম্মনীর ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন ততই তিনি জর্ম্মণজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি জর্ম্মনজাতির সমৃদ্ধি, ও বর্ত্তমান রীত্যনুযায়ী গঠিত শত শত নগর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অবশেষে বার্লিনে পৌঁছিয়া সেই মহানগরীর সুবিস্তৃত রাজপথ, মনোহর উদ্যাননিচয় ও রমণীয় প্রাসাদাবলী দর্শনে স্বতঃই পারি নগরীর সহিত তাহার তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বুঝিলেন কেন জর্ম্মন জাতি এত উন্নতিশীল। জর্ম্মন সৈন্য দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন 'কি সুন্দর বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি!'

সেভিয়র সাহেব এখান হইতে তাঁহাকে ড্রেসদেন সহর দেখাইতে লইয়া যাইবেন মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী বলিলেন আর বিলম্ব করা উচিত নহে, কারণ অধ্যাপক ডয়সন হয়ত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুতরাং এখান হইতে তাঁহারা একেবারে বাল্টিকতীরস্থ কিয়েল সহরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অধ্যাপক তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া একখানি পত্রে তাঁহাদিগকে পরদিন প্রাতঃকালে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পরদিন ১০টার সময়ে তাঁহারা অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অধ্যাপক ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী মহাসমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। অধ্যাপক তাঁহার পুস্তকাগারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সামাজিক সদালাপের পর ক্রমশঃ কথাপ্রসঙ্গে পুস্তকের কথা উঠিল। অমনি বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপকবর উপনিষৎ হইতে ২।৩টী মধুবর্ষী শ্লোক পাঠ করিলেন। বলিলেন যে, বেদচর্চ্চাজনিত আনন্দ একটী পরম লোভনীয় বস্তু, এবং সেই উচ্চভূমিতে

আরোহণ করিলে আধ্যাত্মিকদৃষ্টি আশ্চর্য্যরূপ প্রশস্ত হয় ও প্রাণে অনির্ব্বচনীয় সুখের সঞ্চার হয়। তিনি আরও বলিলেন যে বেদান্তশাস্ত্র অর্থাৎ উপনিষদ্ ও শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যসমেত বেদান্তসূত্র সত্যান্বেষণপ্রয়াসী মানব প্রতিভার বিরাট ও বহুমূল্য ফল। অধ্যাপক পুনরায় কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন আধ্যাত্মিকতার উৎসাভিমুখে একটী বিশ্বব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, ইহার ফলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষই সমস্ত জগতের ধর্ম্মগুরু হইয়া দাঁড়াইবে।

অনন্তর স্বামিজী অধ্যাপকের কতকগুলি অনুবাদ দেখিলেন, এবং দুরূহ অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ণয়প্রসঙ্গে বলিলেন যে সর্ব্বাগ্রে পারিভাষিক সংজ্ঞাসমূহের অর্থটী যথাসম্ভব পরিস্ফুট করা উচিত—ভাষার লালিত্য তাহার পরে। অধ্যাপকও শেষে স্বামিজীর যুক্তিতর্কের অনুমোদন করিলেন। তাহার পর ভারতবর্ষ ও প্রাচীন প্রাচ্যসভ্যতা সম্বন্ধে কথোপকথন হইল। অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী ভারতবর্ষের প্রতি বড় সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন যে জর্ম্মণ-ভ্রমণকারীদিগের প্রতি ভারতবর্ষীয়েরা বড়ই সদয় ও শিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপে নানা কথায় অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী অতিথিগণের সন্তোষ সম্পাদন করিলেন। সেদিন তাঁহাদের কন্যা এরিকার চতুর্থ জন্মদিবস উপলক্ষে গৃহে একটী ক্ষুদ্র উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং সেদিনটী বেশ আনন্দেই কাটিল। চা পানের পর অধ্যাপক তাঁহার অতিথিগণকে প্রদর্শনী দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে বহুবিধ শিল্পকলা দেখিয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া স্বামিজী হোটেলে ফিরিলেন। পরদিন অধ্যাপক সশিষ্যে স্বামি-

জীকে লইয়া সহরের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় সুপ্রসিদ্ধ কিয়েল বন্দর দর্শন। জর্ম্মণ-সম্রাট কৈশর উইলিয়ম কয়েক দিবস পূর্ব্বে স্বয়ং এই বন্দরটী খুলিয়াছিলেন। স্বামিজী অধ্যাপকের মধুর ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইলেন। অধ্যাপক মনে করিয়াছিলেন স্বামিজী আরও কিছু দিন থাকিয়া যাইবেন এবং তিনি মনের সাধে নির্জ্জনে নিজ বৃহৎ পুস্তকালয়ে বসিয়া দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিবেন। কিন্তু স্বামিজী বলিলেন যে ইংলণ্ডের কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। প্রায় দেড়মাস হইল তাহা বন্ধ হইয়াছে, আর অধিক বিলম্বে কার্য্যহানি হইবে। অগত্যা অধ্যাপক দুঃখিতচিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন, কিন্তু বলিলেন তিনি শীঘ্রই হামবার্গে স্বামিজীর সহিত মিলিত হইবেন এবং তথা হইতে হলণ্ডের মধ্য দিয়া একত্র লণ্ডন যাইবেন। তাহাই হইল। স্বামিজী সশিষ্য হামবার্গে গিয়া তিন দিন রহিলেন। তিন দিন পরে ডয়সন তাঁহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। পরে সকলে একত্রে হলণ্ডের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজধানী আমষ্টারডাম সহরে গেলেন। তথায় তিন দিন থাকিয়া চিত্রশালা মিউজিয়ম প্রভৃতি দেখিয়া লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

লণ্ডনে শেষ কয়দিন।

ইতোমধ্যে স্বামিজী নিজ আদর্শে গঠিত স্বামী সারদানন্দকে নিউইয়র্কে পাঠাইয়াছিলেন। কারণ সেখানে বেদান্তপ্রচার কার্য্য তাঁহার অভাবে কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল। নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া স্বামী সারদানন্দ প্রথমে Greenacre Conference of Comparative Religion নামক সভার আহ্বানে সেখানকার একজন শিক্ষকরূপে বেদান্ত সম্বন্ধে এবং স্বয়ং ক্লাস খুলিয়া যোগসাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। Conferenceএর কার্য্য শেষ হইলে তিনি বোষ্টন, ব্রুকলিন ও নিউইয়র্ক সহরে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইলেন। স্বামিজী ইউরোপভ্রমণ-কালে পত্রাদিতে তাঁহার গুরুভ্রাতার এবম্বিধ কার্য্যকুশলতা শ্রবণ করিয়া আন্তরিক প্রীত হইয়াছিলেন।

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া সেভিয়ার সাহেবের Hampsteadস্থ ভবনে কয়েক দিবস বিশ্রাম গ্রহণের পর স্বামিজী পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে শ্রীমতী মূলারের বৈঠকখানায় দুইটি বক্তৃতা দেন, বিষয় ছিল—'Vedanta as a factor in Civilisation.' Schwam সাহেব সভাপতি হইয়াছিলেন এবং মহিলা শ্রোতাই অধিক ছিলেন। শীঘ্রই ক্লাস খোলা হইল এবং শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে স্বামিজী 'রাজযোগ' ও 'ধ্যানযোগ' সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার ইংলণ্ডে বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল 'জ্ঞানযোগ'।

তিনি যেন এই সময়ে জ্ঞানের মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়া এই কঠিন বিষয়টী সকলকে বুঝাইতেছিলেন। লোকের সুবিধার জন্য ষ্টার্ডি সাহেব ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে একটি হলঘর ঠিক করিলেন। এই থানেই বক্তৃতাদি হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে স্বামিজীর গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্বামী ভারতবর্ষ হইতে ওখানে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্রে সেভিয়র-পরিবার মধ্যে বাস করিতেছিলেন। কারণ স্বামিজী এই বৎসরের শেষভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থানে এমন একজন প্রতিনিধি রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন যিনি তাঁহার অবর্ত্তমানে সুন্দররূপে কার্য্য চালাইতে সমর্থ হইবেন। তদনুসারে এক্ষণে তিনি অভেদানন্দ স্বামীকে উপদেশাদি দ্বারা গঠিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এত কার্য্যের মধ্যেও তিনি ভারতে পত্রাদি লিখিয়া বিলাতে তাঁহার প্রচার-বিবরণ জানাইতেছিলেন। তাঁহার মনে এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি বলিতেন 'কুড়িটী কর্ত্তব্যপরায়ণ কার্য্যক্ষম প্রচারক পাইলে ২০ বৎসরের মধ্যে আমি সমুদয় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে বেদান্তের পদানত করিতে পারি।' আর এ কার্য্যের অত্যাবশ্যকতাও তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্য জাতিদিগের একজনও বেদান্তের জন্য দণ্ডায়মান হইলে যে কার্য্য হইবে আমাদের দেশের ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত মৃত জাতির শত সহস্র ব্যক্তি একত্র হইলেও সে কার্য্য হইবে না, তাই লিখিয়াছিলেন—"One blow struck outside of India is equal to a thousand struck within."

অধ্যাপক ডয়সন প্রায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিয়া বেদান্তশাস্ত্রের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে আরও উজ্জ্বল ধারণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর সহিত যতই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে লাগিলেন ততই অনুভব করিলেন যে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিশক্তি লইয়া ভারতীয় দর্শন সম্পূর্ণ বুঝা যায় না। ইহা বুঝিতে গেলে একেবারে পাশ্চাত্য সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, পাশ্চাত্য রীতিনীতি শিক্ষা দীক্ষার পর্দ্দা কাটিয়া বাহির হইতে হইবে। এই সময়ে তিনি দুই সপ্তাহ দিবারাত্র স্বামিজীর সন্নিধানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ওদিকে অধ্যাপক মোক্ষমূলরও পত্রাদি দ্বারা স্বামিজীর সহিত ভাবের আদানপ্রদান চালাইতেছিলেন। এইরূপে তিনটী মহামনস্বী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—একমাত্র বেদান্তই এই অপরূপ মিলনের প্রধান বন্ধন-সূত্র।

স্বামিজীর পূর্ব্বতন ছাত্রেরা তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুনরায় দলে দলে আসিতে লাগিল ও তাঁহাদের অনুরোধে ৮ই অক্টোবর তারিখে একটী ক্লাশ খোলা হইল। এই অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে তিনি কেবল বেদান্তের ঔপপত্তিক (Theoretical) ও ব্যবহারিক (Practical) ভাবটি বিশদ করিয়া বুঝাইলেন এবং যত পারিলেন মায়াবাদের ব্যাখ্যা করিলেন, কারণ এই বিষয়টী বড় কঠিন এবং ওদেশের বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এটী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই এই সময়ে তিনি লণ্ডনে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক মায়াবাদ-ব্যাখ্যা। যাঁহারা তাঁহার Maya

and Illusion (মায়া ও ভ্রান্তি) Maya and the Evolution of the conception of God (মায়া ও ঈশ্বরবাদ), Maya and Freedom (মায়া ও পুরুষকার), The Absolute and Manifestation (নির্গুণ ও সগুণ ঈশ্বর) মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই দেখিবেন তিনি কতটা সফলকাম হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত God in everything (ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকত্ব) Realisation (তত্ত্বানুভূতি) Unity in Diversity (বহুত্বের মধ্যে একত্ব) The Freedom of the Soul (আত্মার স্বাধীনতা) এবং The Practical Vedanta (কার্য্যক্ষেত্রে বেদান্তের উপযোগিতা) শীর্ষক চারিটি বক্তৃতায় তিনি অদ্বৈত তত্ত্বটি অতি সরলভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিলেই ইউরোপ মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে। আত্মতত্ত্ব, ত্যাগ বৈরাগ্য, প্রেম ও মনুষ্যের দেবত্ব সম্বন্ধে তিনি ইউরোপবাসীর চিন্তাপ্রবাহ সম্পূর্ণ নূতন পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মায়াবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে একদিন এমনি হইয়াছিল যে তাঁহার শ্রোতাদিগের সকলেরই দেহবোধ চলিয়া গিয়াছিল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহারা যেন আত্মভাবে অবস্থান করিতেছেন মনে করিয়াছিলেন। সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে এইরূপ শিক্ষকই শিষ্যকে প্রকৃত অনুভূতির পথে লইয়া যাইতে সক্ষম। বলা বাহুল্য স্বামীজির সকল বক্তৃতার ন্যায় এই বক্তৃতাগুলিও পূর্ব্বে কিছুমাত্র প্রস্তুত না করিয়াই প্রদত্ত হইয়াছিল। এইরূপে সমুদয় অক্টোবর ও নভেম্বর মাস লণ্ডন ও অক্সফোর্ডের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতে দিতে অতিবাহিত হইল। অনেকানেক

প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহাঁরা সকলেই স্বামিজীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিৎ গ্রন্থকার মিঃ ফ্রেড্রিক এচ্ মায়ার্স, Non-Conformist Minister রেভারেণ্ড জন পেজ হপস্, পজিটিবিষ্ট ও শান্তিপক্ষাবলম্বী মিঃ এম ডি কনওয়ে, ডাঃ ষ্টান্টন কয়েট, থিষ্টিক দলের নেতা রেঃ চার্লস ভয়সী এবং Towards Democracy নামক গ্রন্থ প্রণেতা মিঃ এড্ওয়ার্ড কার্পেণ্টার। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজকীয় ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যেও অনেকে স্বামিজীর ভাব গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ উপদেশাদিতে তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বামিজী ত্রিবিধ বেদান্তবাদ সমর্থনোপযোগী শ্লোকসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বেদগ্রন্থ হইতে আহরণ করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে নিজ দার্শনিক মত সম্বন্ধে একখানি সুবিস্তৃত পুস্তক রচনা করিয়া যাইবেন, কিন্তু নিরন্তর কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। দিনরাত কতলোক দেখা করিতে আসিত। তাহাদের সহিত কথা বলা, ক্লাসে শিক্ষা দেওয়া, সাধারণ্যে বক্তৃতা দেওয়া, ব্যক্তিবিশেষের আহ্বানে তাঁহাদের বাটীতে বা ক্লাবে গমন করিয়া উপদেশ দেওয়া, চিঠিপত্র লেখা, ভারতীয় ও আমেরিকার কার্য্যের ব্যবস্থা করা ও গুরুভ্রাতাদিগকে উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্যে তাঁহাকে অহোরাত্র ব্যাপৃত থাকিতে হইত।

২৭শে অক্টোবর তারিখে স্বামিজী অভেদানন্দকে ব্লুমস্বেরী স্কোয়ারে তাঁহার স্থানে বক্তৃতা দিতে বলিলেন। বিলাতে অভেদানন্দ

স্বামীর এই প্রথম বক্তৃতা। কিন্তু তাহা শ্রবণ করিয়া স্বামিজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বুঝিলেন, যে এই নবীন উপদেশকের দ্বারা তাঁহার কার্য্য অক্ষুণ্ণভাবে চলিবে। এই সময়ে আমেরিকা হইতে স্বামী সারদানন্দেরও প্রচার কার্য্যের সংবাদ পাইলেন। বুঝিলেন কর্ম্মের প্রসার ক্রমে বাড়িতেছে। তাঁহার অভাবে আমেরিকার কার্য্য যে অচল হইবে না, বরং উত্তরোত্তর অগ্রসরই হইবে, ইহা দেখিয়া তিনি শান্তি অনুভব করিলেন, কারণ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ আরম্ভ হইয়াছিল। কোন কার্য্যেই তাঁহার আর প্রবৃত্তি ছিল না। লুসার্ণ হইতে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার কাজ শেষ হইয়াছে। আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি, আর সকলে তাহাকে চালাইতে থাকুক। আমি লোহার শিকলি কাটিয়া আসিয়াছি—(অর্থাৎ সংসার বন্ধন) আর সোনার শিকলে বাঁধা পড়িতে চাহি না। আমি স্বাধীন এবং চিরদিন স্বাধীনই থাকিব, আর আমি চাহি সকলেই স্বাধীন হউক।

অক্টোবর মাসের শেষে তাঁহার মন ক্রমশঃ ভারতের প্রতি ধাবিত হইল। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন ক্লাসের কার্য্য শেষ করিয়া তিনি সেভিয়র-গৃহিনীকে নেপ্‌লসের টিকিট কিনিতে বলিলেন এবং ভারতযাত্রার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার যাইবার কথা সকলেই জানিত, কিন্তু হঠাৎ একথা শুনিয়া সেভিয়রগৃহিনী চমকিত হইলেন। তিনি ও তাঁহার পতি যে স্বামিজীর সহিত ভারতে যাইবেন ও তথায় বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন! স্থির হইল যাইবার পথে তাঁহারা কয়েকটী প্রধান প্রধান সহর দেখিয়া যাইবেন।

স্বামিজী মান্দ্রাজের ভক্তগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, আর

লিখিলেন যে তিনি ভারতবর্ষে গিয়া কলিকাতা ও মাদ্রাজে দুইটী কেন্দ্র স্থাপন করিবেন এবং সেভিয়র-দম্পতী হিমালয়ে একটী কেন্দ্র স্থাপন করিবেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে যেরূপভাবে কার্য্য করিবেন তৎসম্বন্ধীয় চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন "প্রথমে এই তিনটী কেন্দ্রে কার্য্য আরম্ভ হইবে, তারপর বোম্বাই এবং এলাহাবাদেও দুটী কেন্দ্র হইবে, তারপর ভগবানের ইচ্ছা হইলে সমুদয় ভারতে এমন কি জগতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিব।"

সেভিয়র-দম্পতী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সাংসারিক সমুদয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই অলঙ্কার, পুস্তক, চিত্র প্রভৃতি সমুদয় গৃহ-দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ উপযুক্ত শিষ্যের ন্যায় গুরুহস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা এক্ষণে বাসভবন ছাড়িয়া অন্যত্র ঘর লইয়া রহিলেন, উদ্দেশ্য—স্বামিজী যেদিন বলিবেন তাঁহার সঙ্গে রওনা হইবেন। ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী Goodwin সাহেবও এই সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল এবং কিছুদিন পরে স্বামিজীর শিষ্যাদিগের মধ্যে মিস্ মুলার ও মার্গারেট নোব্‌ল্ ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার অনুগমন করিলেন।

ক্রমে স্বামিজীর ছাত্রেরা সকলেই শুনিল যে তিনি ডিসেম্বরের মধ্যভাগে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। সকলেই এ সংবাদে বিষণ্ণ হইল। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে বিদায়দান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। ষ্টার্ডি সাহেব স্বয়ং ইহার প্রধান উদ্যোগী হইলেন এবং স্বামিজীর সমস্ত বন্ধুবান্ধব, ভক্ত ও ছাত্রকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

লণ্ডনে শেষ কয়দিন।

অবশেষে ১৩ই ডিসেম্বর অর্থাৎ স্বামিজীর ইংলণ্ডত্যাগের পূর্ব্ব রবিবার পিকাডিলিস্থ Royal Society of Painters in Water Colours নামক সমিতি-ভবনে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। লণ্ডন সহরের সর্ব্বত্র এমন কি দূর নগরোপকণ্ঠ হইতেও শত শত লোক এই বিদায়-উৎসবে যোগ দিতে আসিল। শেষে এমন হইল যে দাঁড়াইবার জায়গা পর্য্যন্ত রহিল না। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল, সুতরাং সকলেরই এই বিদায় উপলক্ষে আন্তরিক কষ্ট হইতেছিল। তিনি যে তাহাদের অনেকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন! চিত্রশালাস্থ সমুদয় চিত্রাবলীতে গৃহ-ভিত্তি সুশোভিত হইয়াছিল, যে মঞ্চের উপর হইতে স্বামিজী ইংরাজ জাতির নিকট তাঁহার শেষবাণী উচ্চারণ করিবেন তাহার চতুর্দ্দিক পত্রপুষ্পলতায় বেষ্টিত হইয়াছিল। পার্শ্বে সঙ্গীতলহরী গৃহদ্বার মুখরিত করিয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘের হৃদয়ে মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছিল। সকলেরই প্রাণে হর্ষশোকবিজড়িত এক অপূর্ব্ব ভাব উঠিতেছিল। সকলেই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য, এমন কি সুবিধা হইলে, আর একবার তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রটী পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে সমুৎসুক হইয়াছিল।

গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে পরিপূর্ণ হৃদয়ে স্বামিজী সভা প্রবেশ করিলেন। তখন জনকয়েক ভক্ত নরনারী আপনাপন হৃদয়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ব্যক্ত করিয়া বক্তৃতা করিলেন। অনেকেই মনোবেদ-নায় মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। অনেকের চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বরমূর্ত্তি স্বামিজী তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বলিলেন 'দেখো, আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে'।

তারপর সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ করা হইল এবং স্বামিজী অতি স্নেহপূর্ণকণ্ঠে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

১৬ই ডিসেম্বর স্বামিজী সেভিয়ার-দম্পতীকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন ত্যাগ করিলেন। বিলাতে তিনি প্রচার-কার্য্যে কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় প্রদান করিতে গেলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। সুতরাং বাহুল্যভয়ে সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল ১৮৯৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে Indian Mirror পত্রে লিখিত শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল মহোদয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল। বিপিনবাবু বলিতেছেন—

"কেহ কেহ মনে করেন স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে তাদৃশ ফল হয় নাই, তাঁহার বন্ধু ও ভক্তবৃন্দ তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতেছেন মাত্র। কিন্তু আমি এস্থানে আসিয়া সর্ব্বত্রই তাঁহার অতিশয় প্রভাব অবলোকন করিতেছি। ইংলণ্ডের অনেক স্থানে এমন অনেক লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে যাঁহারা বিবেকানন্দের প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সত্য বটে, আমি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত নহি এবং তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে আমার মতভেদ আছে, কিন্তু আমি এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য, যে তিনি এখানকার বহুব্যক্তির চক্ষুরুন্মীলন ও হৃদয়ের সম্প্রসারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার শিক্ষাপ্রভাবেই এখানকার অনেক লোক এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রনিহিত অদ্ভুত অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী হইয়াছেন। তিনি যে শুধু এই ভাব আনয়ন করিয়াছেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক অমূল্য প্রীতির

সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। মিঃ হুইস (Mr. Haweis) প্রণীত The Dead Pulpit ('খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অবসান') নামক পুস্তক হইতে 'Vivekanandism' বা 'বিবেকানন্দের মত' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে আমি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তদ্দৃষ্টে তুমি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে বিবেকানন্দের ধর্ম্মমতের বিস্তৃতি বশতঃ শত শত ব্যক্তি এখানে খৃষ্টধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বাস্তবিক, তাঁহার কার্য্য এদেশে কিরূপ গভীর ভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়।

গতকল্য সন্ধ্যার সময় আমি লণ্ডনের দক্ষিণ ভাগে এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু পথ গোলমাল হওয়ায় এক মোড়ে দাঁড়াইয়া কোন্ দিকে যাইব ভাবিতেছি এমন সময়ে একজন ভদ্রমহিলা একটি বালক সঙ্গে আমাকে পথ দেখাইয়া দিবার মানসে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, ও বলিলেন 'মহাশয় বোধহয় পথ খুঁজিতেছেন? আমি কি আপনার সাহায্য করিব?' * * * এই বলিয়া তিনি আমায় পথ দেখাইয়া দিলেন ও শেষে বলিলেন 'আপনাকে দেখিয়াই আমি আমার ছেলেকে বলিতেছিলাম—ঐ দেখ, স্বামী বিবেকানন্দ।' তাড়াতাড়ি ট্রেণ ধরিতে হইবে বলিয়া আমি আর তাঁহাকে বলিবার সময় পাইলাম না যে আমি স্বামী বিবেকানন্দ নহি, কিন্তু আমি, স্বামী বিবেকানন্দকে না দেখিয়াই, তাঁহার প্রতি সেই স্ত্রীলোকটির গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়া প্রকৃতই বিস্মিত হইলাম। ঘটনাটি আমার বড় মধুর লাগিল এবং আমার মস্তকস্থ গেরুয়া পাগড়ীই এই সম্মানের কারণ ভাবিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলাম। উল্লিখিত ঘটনা ব্যতীত

আমি এখানে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক দেখিয়াছি যাঁহারা ভারতবর্ষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় কোন ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা পাইলেই সাগ্রহে ও গাঢ় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন।"

বাস্তবিক স্বামিজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের প্রচার-কার্য্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাসিগণের মনপ্রাণের একতাসাধন সম্বন্ধে যতটা সহায়তা করিয়াছে বোধহয় আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন কার্য্য দ্বারা তাহা নাই।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে।

লণ্ডন পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজীর অন্তঃকরণ উদ্বেগশূন্য হইল। অভেদানন্দস্বামী দ্বারা তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে চলিবে ভাবিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার বিশ্বাস ছিল ভগবৎশক্তির উপর। এই সময়ে তাঁহার একজন ইংরেজবন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামিজী এখন আপনার ভারতবর্ষ কেমন লাগিবে ?" স্বদেশপ্রেমিক বীর উত্তর দিলেন 'এখানে আসিবার আগে ত আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এখন ভারতের বায়ু, এমন কি সেখানকার প্রতি ধূলিকণা, আমার নিকট পবিত্র। ভারতভূমি পবিত্রভূমি। হিন্দুস্থান আমার তীর্থস্থান।'

ডোভার, ক্যালে, এবং মণ্টসেনিস অতিক্রম করিয়া স্বামিজী সশিষ্যে প্রথমে মিলান নগরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণ অহোরাত্র ভারতচিন্তায় মগ্ন। মিলানে তুষার-দৃশ্য দেখিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। এই তাঁহার প্রথম ইটালীর নগর সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা। এখান হইতে তাঁহারা পাইসা সহরের সুবিখ্যাত Leaning Tower (বক্রস্তম্ভ) দেখিতে যাইলেন। এই স্তম্ভটি ১৮৩ ফুট উচ্চ। ইহা সাধারণ গৃহাদির ন্যায় তলদেশ হইতে সরলভাবে নির্ম্মিত না হইয়া পার্শ্বের দিকে হেলান এবং ইহাতে আরোহণ এত সহজ যে এমন কি অশ্বাদি পশু অক্লেশে উপরে উঠিতে পারে। এখান হইতে দূর আপেনাইন শৈলমালার একটি

সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাইসা ও মিলান উভয় স্থানেই স্বামিজী শ্বেতকৃষ্ণমর্ম্মর প্রস্তরের বিচিত্রকারুকার্য্য-শোভিত অট্টালিকা-সমূহ দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। পাইসা হইতে ফ্লরেন্স। চিত্রশিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট এস্থান বড়ই প্রিয়। তাহার উপর ইহা আবার নানা ঐতিহাসিক ঘটনার রঙ্গভূমি। সুতরাং সহজেই স্বামিজীর চিত্তাকর্ষণ করিল। এখানে তিনি হঠাৎ একদিন পূর্ব্বপরিচিত আমেরিকান বন্ধু মিঃ ও মিসেস্ হেল্‌কে দেখিতে পাইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

তার পর রোম। ছাত্রজীবন হইতেই তাঁহার এই মহানগরী দেখিবার বাসনা মনে মনে ছিল। তিনি কল্পনাচক্ষে রোমের প্রধান প্রধান বীরলীলাস্থল দেখিতেন আর মনে করিতেন প্রাচ্য-ভূখণ্ডে দিল্লী যেমন একটী মহাকেন্দ্র, প্রতীচ্য জগতে রোমও সেইরূপ। রোমে তিনি এক সপ্তাহ ছিলেন। প্রতিদিন নূতন নূতন স্থান দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মন প্রাচীন রোমকজাতির কীর্ত্তিকলাপ, রোমসম্রাটদিগের ইতিহাস, রোমের ধ্বংস প্রভৃতি নানা বিষয়ে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সঙ্গীদিগের নিকট সেই সম্বন্ধে গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ও ঐতিহাসিক জ্ঞান দর্শনে অবাক্ হইয়া বলিয়াছিলেন- 'আশ্চর্য্য স্বামিজী! আপনি দেখিতেছি রোমের প্রত্যেক পাথরটীর কথা জানেন!' কয়েক দিবসের মধ্যে Roman Forum, Appian Way, Colosseum, সীজার (Cæsers) দিগের প্রাসাদ, St. Peter's Cathedral, পোপের প্রাসাদ Vatican, ট্রাজান স্তম্ভ, Titusএর বিজয় তোরণ ও আরও নানাস্থান দেখা হইল। ক্যাথলিকদিগের

সঙ্ঘগঠনের ক্ষমতা ও প্রচার-কার্য্যে আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার মনে নানা চিন্তার উদয় হইল এবং তাঁহাদিগের উপাসনা পদ্ধতির সহিত তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের পূজাপদ্ধতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলেন। তিনি যখন সেণ্টপিটার্স কাথিড্রালের অভ্যন্তরভাগের স্থাপত্যকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন তখন একজন রোম-রমণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'স্বামিজী ইহারা যে সাজসজ্জাতে এত অর্থব্যয় করিয়াছে, এসম্বন্ধে আপনি কি বলেন? কোটী কোটী লোক অনাহারে মরিতেছে আর বাহ্যাড়ম্বরে এত টাকা ব্যয়!' স্বামিজী বলিলেন 'কিরকম! ভগবান্‌কে যতই ঐশ্বর্য্য নিবেদন করা যাক্, সে কি কখনও বেশী হ'তে পারে! এত জাঁকজমকের মধ্য দিয়া খৃষ্টচরিত্রের মাহাত্ম্যই ত লোককে বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে। দেখান হইতেছে যে যিনি নিজে কপর্দ্দকশূন্য ছিলেন তাঁহার চরিত্র-গৌরবই আজ সমস্ত মানবজাতির শিল্পে এত সৌন্দর্য্য-অভিব্যক্তির কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তবে মনে রাখ্‌তে হবে—যে বাহিরের দিক্‌টার দাম ততক্ষণ, যতক্ষণ তাতে অন্তর শুদ্ধি হবে। যে দিন বহিরাচারে প্রাণের স্ফুরণ নেই দেখ্‌বে সেদিন নির্ম্মমভাবে তাকে চুরমার ক'রে ফেল্‌বে।'

কিন্তু খ্রীষ্টমাসের দিন সেণ্টপিটার্সে 'হাই মাস'এর বিরাট অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি অস্থিরভাবে সেভিয়ার-দম্পতীর কানে কানে বলিলেন 'এত প্রকাণ্ড কাণ্ড কিসের জন্য? যারা এত বেশভূষা চাক্‌চিক্য নিয়ে রয়েছে তারা কি বাস্তবিক সন্ন্যাসী ঈশা—যাঁর নিজের মাথা গুঁজিবার জায়গা ছিলনা—তাঁর ভক্ত হ'তে পারে?'

ক্যাথলিকদিগের এই বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়তা হইতে বেদান্তবাদীর

সন্ন্যাস যে কত মহত্তর তাহা তিনি এসময়ে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন।

শীতের সময়ে বিশেষতঃ খ্রীষ্টমাসের সময় রোম বড় চমৎকার স্থান। তাহার উপর আবার তখন সেখানকার বাতাস খ্রীষ্টভাবে পরিপূর্ণ। স্বামিজী বালক খ্রীষ্টের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাহিনীর সহিত তাহার তুলনা করিতে লাগিলেন।

রোম হইতে তিনি নেপল্‌সে গমন করিলেন। এখান হইতে জাহাজে উঠিবার কথা। কিন্তু জাহাজ ছাড়িতে দেরী আছে বলিয়া তিনি নগর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন বিষুবিয়স পর্ব্বত দেখিতে গেলেন। এইখানে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ গিরিমধ্য হইতে রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে দেখিলেন। তারপর আর একদিন ভূপ্রোথিত পম্পে নগরী দেখিতে গেলেন। সেখানে খনিত গৃহদ্বার, উৎস ও ভাস্কর্য্যাদি দেখিয়া তিনি বড় প্রীত হইলেন এবং তত্রত্য অনেক ধর্ম্ম-প্রতীকের সহিত ৺পুরীর মন্দির-গাত্রে খোদিত মূর্ত্তিসমূহের সাদৃশ্য দেখিলেন।

অবশেষে ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে নেপল্‌স্ হইতে জাহাজ ছাড়িল। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী এই জাহাজের কলম্বো পৌঁছিবার কথা ছিল।

ভূমধ্য সাগরে নেপল্‌স্ ও পোর্টসায়েদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্বামিজী একটী অপরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে শয়নের পর তিনি দেখিলেন যেন একজন ঋষিতুল্য পক্বশ্মশ্রু বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন 'তুমি এক্ষণে ক্রীট দ্বীপের সন্নিকটে

আসিয়াছ। এই স্থান হইতেই প্রথম খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।' স্বামিজী আরও শুনিলেন 'এখানে থেরাপুটি বলিয়া যে একটী সম্প্রদায় বাস করিত আমি তাহাদেরই একজন—'তিনি আরও একটী কি কথা বলিয়াছিলেন তাহা পরে স্বামিজীর বিশেষ স্মরণ ছিল না। তবে বোধ হয় কথাটী 'এসেনী'। শুনা যায় নাকি যীশুখ্রীষ্ট এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকটা সন্ন্যাসীর মত ছিলেন এবং উদার ধর্ম্মমত পরিপোষণ করিতেন এবং তাঁহাদিগের দর্শন সর্ব্বোচ্চ অদ্বৈতভাবের অনুযায়ী ছিল। 'থেরা-পুত্ত' শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহ 'থেরার শিষ্য বা অপত্য'। থেরা বলিতে বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে বুঝাইত আর পুত্ত সংস্কৃত 'পুত্র' শব্দেরই অপভ্রংশ। সেই ঋষিতুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তি শেষে বলিলেন 'আমাদিগেরই প্রচারিত সত্যজ্ঞান ও ধর্ম্মাদর্শ খৃষ্টানেরা যীশু-উপদেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছে। কিন্তু জানিও প্রকৃতপক্ষে যীশু বলিয়া কোন ব্যক্তি অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই।' বৃদ্ধ ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আরও বলিলেন 'এই স্থানের ভূগর্ভ খনন করিলে আমার কথার যথার্থতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে।' স্বামিজীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও তিনি তাড়াতাড়ি ডেকে ছুটিয়া গেলেন। জাহাজের একজন কর্ম্মচারীর সহিত দেখা হওয়াতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'রাত্রি কত?'

'বারটা'। 'আমরা কোনস্থানে আসিয়াছি?' 'ক্রীট দ্বীপ হইতে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে।'

স্বামিজী স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির উক্তির সহিত এই অত্যাশ্চার্য্য সামঞ্জস্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। যীশুখ্রীষ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ইতিপূর্ব্বে

কখনও সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার মনে হইল যে খ্রীষ্ট অপেক্ষা খৃষ্টশিষ্য পলেরই ঐতিহাসিক সত্যতা অকাট্য। সুসমাচার (Gospels) অপেক্ষা 'প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণ' (Acts of the Apostles) আরও প্রাচীন গ্রন্থ এ কথার অর্থ কি তাহাও তিনি এক্ষণে বুঝিলেন এবং তাঁহার মনে হইল যে থেরাপিউটী ও নাজরৎ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের মিশ্রণ হইতেই খৃষ্টধর্ম্মের দার্শনিকভাগ ও 'খৃষ্ট' বলিয়া ব্যক্তিটি উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন দৃঢ় প্রমাণ না পাওয়াতে তিনি এ সকল গবেষণা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তবে প্রাচীনকালে আলেকজন্দ্রিয়া যে ভারতীয় ও মিশরীয় ভাবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহার প্রভাব যে বহুল পরিমাণে খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। স্বামিজী বিলাতে তাঁহার এক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ইংরাজবন্ধুর নিকট এই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং ইহাতে কোন সত্য নিহিত আছে কি না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। স্বামিজীর দেহত্যাগের কিছু পরে কলিকাতায় ষ্টেট্‌শম্যান পত্রিকায় একটী টেলিগ্রাম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে উক্ত হইয়াছিল যে ক্রীটদ্বীপে খনন করিতে করিতে কয়েক জন ইংরাজ খৃষ্টানধর্ম্মের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক বোধ হয় জানেন যে ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতা আসীরীয় ও বাবিলনীয় সভ্যতার সমকালবর্ত্তী বলিয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে (See Harmsworth History of the World Vol. III.)

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে।

ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আর কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। স্বামিজী বেশ প্রফুল্ল ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সতরঞ্চ খেলায় দিন কাটাইতেন। এই খেলায় তিনি বাল্যাবধি সিদ্ধ ছিলেন, সুতরাং এই অবসরে তাহা বেশ চলিল। এডেন হইতে কলম্বোর মধ্যে কেবল একটী অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। দুজন বিদেশী যুবক তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রভেদ সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করে। তিনি এইরূপ কথোপ-কথনে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তাহারা নিজেরাই তাঁহাকে জোর করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত করায়। তিনি জানিতেন না যে তাহারা দুজন খৃষ্টীয় মিশনরী। ক্রমে তাহাদের গোঁড়ামী ও গায়ের জোরে তর্কের দৌড় দেখিয়া তিনি প্রত্যুত্তরচ্ছলে তাহাদিগকে কতকগুলি সামান্য সামান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা সদুত্তর দানে অসমর্থ হইয়া এবং প্রতিপদে পরাজিত হইয়া আপনাদিগের হাস্যাস্পদ অবস্থা বুঝিতে পারিল এবং ক্রমশঃ উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা খুসী বলিতে আরম্ভ করিল এবং হিন্দুজাতি ও হিন্দু-ধর্ম্মকে যৎপরোনাস্তি গালি প্রদান করিল। অবশেষে স্বামিজী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সহসা উঠিয়া তাদের একজনের কাছে গেলেন এবং সিংহবিক্রমে তাহার কণ্ঠদেশ ধরিয়া অর্দ্ধরহস্য ও অর্দ্ধভীতিজনকস্বরে বলিলেন 'যদি পুনরার আমার ধর্ম্মের নিন্দা বা গ্লানি কর তবে জাহাজ হইতে জলে ফেলিয়া দিব।' স্বামিজীর সেই স্থির অচঞ্চল মূর্ত্তি ও বজ্রবৎ দৃঢ়মুষ্টি দেখিয়া পাদ্রীপুঙ্গব নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া মেষশিশুবৎ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "মহাশয় এবার ছাড়িয়া দিন, আর কখনও ওরূপ করিব না।"

ইহার পর হইতে সেব্যক্তি স্বামিজীর সহিত অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত বাক্যালাপ করিত এবং নানা প্রকারে তাঁহার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিত।

স্বামিজী স্বদেশ, স্বজাতি বা স্বধর্ম্মের অযথা নিন্দা সহ্য করিতে পারিতেন না। কলিকাতায় তিনি একবার প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন 'আচ্ছা সিংহ, যদি কেউ তোমার মাকে অপমান করে তা হ'লে তুমি কি কর?' সিংহ মহাশয় বলিলেন 'তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিই'। স্বামিজী বলিলেন 'আচ্ছা বেশ কথা। যদি তোমার ধর্ম্মের প্রতি ঠিক সেই রকম অচলা ভক্তি থাকে তা'হলে তুমি কখনও একটী হিন্দুর ছেলেকে খৃষ্টান হ'তে দেখ্‌তে পার্‌তে না। কিন্তু দেখ রোজ এই ঘটনা ঘট্‌ছে। অথচ তোমরা নীরব রয়েছ। বাপু তোমাদের বিশ্বাস কই? দেশের প্রতি মমতা কই? মুখের উপর প্রত্যহ পাদরীরা তোমাদের ধর্ম্মকে অসংখ্য গাল দিচ্ছে। কিন্তু কয়জন লোকের রক্ত যথার্থ অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে গরম হচ্ছে?'

এডেনে আর একটী ঘটনা ঘটে যাহাতে আমরা স্বামিজীর বালসুলভ সরলতা ও নিরহঙ্কারিতার পরিচয় পাই। স্বদেশ ও স্বধর্ম্মকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহা বলিয়া পৃথিবীর অপর সকলকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। সকলকেই তিনি আপনার মনে করিতেন, তবে অন্যায় দেখিলে চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সে যেই হউক না কেন। বিদেশীয়ের নিকট তিনি ভারতের গুণ ব্যাখ্যা করিতেন কারণ তিনি দেখিতেন যে তাহারা কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করে, গুণ দেখিতে পায় না। তাহাদিগের চক্ষের সম্মুখে ভারতের প্রকৃত মহত্ত্ব যেখানে সেই

স্থানটী তিনি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেন। স্বজাতির নিকট তিনি তাহাদিগের দোষ দেখাইতেন, কারণ তাহারা আপনাদের গুণ-কীর্ত্তনে সহস্রমুখ অথচ দোষ কোন্‌খানে খুঁজিয়া পায় না। ইহা জাতীয় উন্নতির পথে বিষম অন্তরায়। সেই জন্য তিনি ভারতবাসীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বারংবার তাহাদিগের ভ্রম দেখাইয়া গিয়াছেন। এই কথাটী বেশ করিয়া বুঝা আবশ্যক, নতুবা স্বামিজীর অদ্ভুত চরিত্র সকলের বোধগম্য হইবে না। পাদ্রীদিগের বিদ্বেষ তিনি সহ্য করেন নাই, কিন্তু সামান্য পানওয়ালার সহিত একত্র বসিতে তাঁহার কোন দ্বিধাবোধ হয় নাই। কারণ তাঁহার মনে অভিমান ছিল না। এডেনের এই ঘটনাই তাহার সাক্ষ্য। এডেনে নামিয়া তিনি এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে সমুদ্রকূল হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী কতক গুলি বৃহৎ সরোবর বা জলাশয় দেখিতে গেলেন। সেখানে একজন ভারতবাসীকে দেখিতে পাইয়া তিনি ইংরাজদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুতপদে তাহার নিকট গমন করিলেন এবং মহানন্দে গল্প জুড়িয়া দিলেন। লোকটী একটী হিন্দুস্থানী পানওয়ালা। ইতোমধ্যে তাঁহার ইংরাজ বন্ধুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে একটা সামান্য লোকের সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়া মনে করিলেন এ লোকটা কে? কিন্তু যখন দেখিলেন স্বামিজী সেই অপরিচিত ব্যক্তির নিকট ঠিক বালকের মত 'ভেইয়া তোমারা ছিলমঠো দো' বলিয়া কলিকা লইয়া টানিতে টানিতে মহা স্ফুর্ত্তিভরে ধূম ত্যাগ করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলেন এ আর কিছু নহে তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততার একটা নিদর্শন মাত্র। সেভিয়ার সাহেব ঠাট্টা করিয়া বলিলেন 'ওঃ বুঝেছি এই জন্যই বুঝি আপনি আমাদের কাছ থেকে

পালিয়ে এসেছিলেন!' পানওয়ালা এক্ষণে নিজ অতিথির পরিচয় পাইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল ও চরণধূলি গ্রহণ করিল।

পথে আর বিশেষ কিছু ঘটে নাই। কেবল একটী জাহাজের খাদ্য ও জল নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াতে তাহার অধ্যক্ষ সাহায্য প্রার্থনা উদ্দেশে বিপদ-নিশান উড্ডীন করিয়াছিল। একটী নৌকা-যোগে সেখানে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রেরিত হইল।

১৫ই জানুয়ারী 'তমালতালীবনরাজীনীলা' সিংহলের তীরভূমি দূর হইতে নেত্রপথে পতিত হইল। চতুর্দ্দিক নবোদিত সূর্য্যের রক্তকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে এমন সময়ে জাহাজ ধীরে ধীরে কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করিল। স্বামিজী হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠি-লেন। 'এই আমার ভারতবর্ষ! এই সেই জননীর স্নেহক্রোড় যাহা ছাড়িয়া এতদিন দেশে দেশে ঘুরিতেছি' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়নযুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। তখনও জানি-তেন না সমগ্র ভারতের লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া-ছিল। একজন গুরুভাই সিংহলে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আরও অনেকেই পথে আসিতেছিলেন এবং মাদ্রাজ ও কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা বিষম আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল।

মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা   পরিগ্রহণ সংখ্যা.........................

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
[illegible]			
[illegible]			